বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২৪ ॥ ১৪ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৩ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

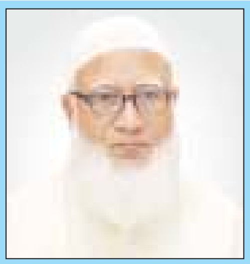

শিশু আছিয়াকে আল্লাহ একান্ত প্রিয় হিসেবে কবুল করুক: ডা. শফিকুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশু আছিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, শিশু আছিয়া ইতিহাসের করুণ সাক্ষী হয়ে আজ দুপুর ১টার দিকে দুনিয়া ছেড়ে সারা বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে চলে গেল।

গলাচিপা ইউএনও’র বিরুদ্ধে অপপ্রচার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: নুর

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : জেলার গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে গলাচিপার সন্তান ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, এটি দুঃখজনক।

পুরো বাংলাদেশ বোন আছিয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, লজ্জিত: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় যৌন নিপীড়নের শিকার শিশুটি মারা যাওয়ার ঘটনায় পুরো বাংলাদেশ বোন আছিয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, লজ্জিত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ সংগঠক (দক্ষিণ) হাসনাত আবদুল্লাহ। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি।

মাগুরার সেই শিশু ধর্ষণে জড়িতদের দ্রুত বিচারের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার ঢাকায় তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একইসঙ্গে ন্যাক্কারজনক এ কাণ্ডে জড়িত অপরাধীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রেস উইং জানায়, মাগুরায় নির্যাতিত শিশুটি ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। চিকিৎসকরা দুপুর ১টায় শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেছেন। এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রেস উইং আরও জানায়, শিশুটিকে ধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামিদের দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এর আগে, এক বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানায়, অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাগুরায় নির্যাতিত শিশুটি ১৩ মার্চ দুপুর ১টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শিশুটির আজ সকালে তিনবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে, দুইবার স্থিতিশীল করা গেলেও তৃতীয়বার আর হৃৎস্পন্দন ফিরে আসেনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিশুটির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর ২-এর পাতায় দেখুন

মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটি মারা গেছে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) শিশু বিভাগের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (পিআইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে থাকা মাগুরায় শিশুটি মারা গেছে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দুপুরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পোস্টে জানানো হয়েছে, অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে ২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা চীন সফরে যাচ্ছেন ২৬ মার্চ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ২৬ মার্চ চীন সফরে যাবেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। রফিকুল আলম বলেন, আগামী ২৬ মার্চ বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার চীনের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা রয়েছে। আগামী ২৭ মার্চ তিনি বোয়াও ফোরাম ফর ২-এর পাতায় দেখুন

মাগুরার সেই শিশুর ধর্ষণের বিচার ৭ দিনের মধ্যে শুরু হবে: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় ৮ বছর বয়সী শিশুর ধর্ষণের ঘটনায় বিচার কাজ ৭ দিনের মধ্যে শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ আশ্বাস দেন তিনি। আইন উপদেষ্টা বলেন, মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটির ময়নাতদন্ত আজকেই সম্পন্ন হবে। এরইমধ্যে ডিএনএ স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামী ৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পাওয়া যাবে। এ ঘটনায় ১২ থেকে ১৩ জন ১৬১ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ধর্ষণ ও বলাৎকারের মামলাগুলো দ্রুত বিচার করতে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হবে। আগামী রোববারের মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনীর অধ্যাদেশ জারির চেষ্টা করা হবে। এসময় দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ার করেন আসিফ নজরুল। প্রসঙ্গত, মাগুরায় ধর্ষণের শিকার সেই শিশুটি আজ বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এ ব্যাপারে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আইএসপিআর জানায়, অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাগুরায় নির্যাতিত শিশুটি ১৩ মার্চ দুপুর ১টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (১৩)

স্টাফ রিপোর্টার : সেহেরি সংক্রান্ত বিদআত দেখা যায়, রমজান মাসে শেষ রাতে মুআযযিনগণ মাইকে উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত, গজল, ইসলামি সঙ্গীত ইত্যাদি গাওয়া শুরু করে। অথবা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে বক্তাদের ওয়াজ, গজল বাজাতে থাকে। সেই সাথে চলতে থাকে ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, উঠুন, সেহেরির সময় হয়েছে, রান্না-বান্না করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন” ইত্যাদি বলে অনবরত ডাকাডাকি। অথবা কোথাও কিছুক্ষণ পরপর উঁচু আওয়াজে হুইশেল বাজানো হয়। ২-এর পাতায় দেখুন

আগামীকাল ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল পাবে ২ কোটি ২৬ লাখ শিশু

স্টাফ রিপোর্টার : আগামীকাল শনিবার (১৫ মার্চ) এক যোগে ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সি প্রায় ২ কোটি ২২ লাখ শিশুকে এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। মোট ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী ইপিআই কেন্দ্রে তাদের এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশে অপুষ্টির হার কমেছে এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। শুধু দেশেই নয়, বিশ্ব নেতৃত্বের পুষ্টি ফোরাম স্ক্যালিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে আসছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুদের মাঝে রাতকানা রোগের হার ৪.১০ শতাংশ ছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ১৯৭৪ সালে রাতকানা রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করে শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো শুরু হয়। পরবর্তীতে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো অব্যাহত রাখার ফলে বর্তমানে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। ভিটামিন ‘এ’ শুধু অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে না। এর পাশাপাশি ৫ বছরের নিচে শিশুদের মৃত্যুর হারও প্রায় এক চতুর্থাংশ কমিয়ে আনে, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (শিশু মৃত্যুর হার কমানো) অর্জনে খুবই সহায়ক ছিল। আমাদের সকল শিশু সঠিকভাবে মায়ের দুধ কিংবা সঠিক মাত্রায় ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে পারে না। ফলে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশুদের ২-এর পাতায় দেখুন

মাগুরার সেই শিশুর মৃত্যুতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরার সেই শিশুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দুপুরে এক বার্তায় তিনি এ শোক জানান। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা শোকবার্তায় ওই শিশুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। দুপুর ১টার দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে শিশুটি। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে ওই শিশুর তিনবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। দুইবার স্থিতিশীল করা গেলেও তৃতীয়বার আর হৃদস্পন্দন ফিরে আসেনি। গত ৫ মার্চ রাতে মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী এলাকায় বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয় আট বছর বয়সী ওই ২-এর পাতায় দেখুন

আরও বাড়ল সশস্ত্র বাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার মেয়াদ

স্টাফ রিপোর্টার : সশস্ত্র বাহিনীকে দেওয়া বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার মেয়াদ আরও দুই মাস বা ৬০ দিন বাড়িয়েছে সরকার। আগামী ১৫ মার্চ থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে নতুন এই মেয়াদ। অর্থাৎ, ওইদিন থেকে আরও ৬০ দিন বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব সমমর্যাদার কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-২ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব জেতী প্রু স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা যায়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮ এর ১২(১) ও ১৭ ধারা অনুযায়ী বর্ণিত অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ সারাদেশে ও সময়কালে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব সমমর্যাদার কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং কোস্টগার্ডে প্রেষণে ২-এর পাতায় দেখুন

মাগুরার শিশুটি আমাদের লজ্জা দিয়ে বিদায় নিয়েছে : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটির মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে ‘নরপশুদের’ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দুপুরে শিশুটির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর তাৎক্ষণিক শোক বিবৃতিতে তিনি এ দাবি জানান। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানের গণমাধ্যমে পাঠানো শোক বার্তায় বিএনপি ২-এর পাতায় দেখুন

ডিএনসিসি প্রশাসকের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত আন্দ্রে কার্সটেন্স। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) সকালে রাজধানীর গুলশান নগর ভবনে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকায় খাল ও জলাশয়ের টেকসই উন্নয়নে ও ঢাকা শহরে ব্লু নেটওয়ার্ক স্থাপনে সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত। বৈঠকে আলাপকালে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূতকে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের খাল দখলমুক্তকরণ ও খনন কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করে বলেন, ঢাকা শহরে ব্লু ২-এর পাতায় দেখুন

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পরিদর্শনকালে জুলাই শহিদ সাংবাদিক কর্ণার উদ্বোধন করেন। -পিআইডি

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র
বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের মন্তব্য অযাচিত

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দেশটি বেশকিছু মন্তব্য করে। বাংলাদেশ মনে করে দেশটির এসব মন্তব্য অযাচিত এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ভারতের এমন মন্তব্য ‘অপ্রত্যাশিত’ ও ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ বলে মনে করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম এসব কথা বলেন। গত ৭ মার্চ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল নয়াদিল্লিতে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অবস্থান তুলে ধরেন। সেখানে তিনি ২-এর পাতায় দেখুন

পণ্য খালাসে লাইটারেজ সংকট বহির্নোঙরে মাদার ভেসেলের জট

- পণ্য নিয়ে দেশের ৭৫ ঘাটে ৫-৪০ দিন অপেক্ষায় ৯১৫ লাইটারেজ
- ২৯ ঘাটে পণ্য খালাসে ৩০ দিনের বেশি অপেক্ষায় ১৬৩ লাইটারেজ
- চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে মাদার ভেসেলের সংখ্যা শতাধিক
- সনাতন পদ্ধতিতে লাইটারেজ আনলোডে ধীরগতি

স্টাফ রিপোর্টার : পণ্য খালাসে লাইটারেজ জাহাজ সংকটের কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে মাদার ভেসেলের জটলা তৈরি হয়েছে। এতে বন্দর ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অভিযোগ রয়েছে, পণ্য আমদানি করলেও অনেক আমদানিকারকের খালাস ও গুদামজাতকরণের সুবিধা নেই। ফলে লাইটারেজগুলো ভাসমান গুদাম বানিয়ে সেখান থেকে ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে লাইটারেজ আনলোড করতে দীর্ঘ সময় লাগছে, যা নৌপথে পণ্য পরিবহনে সংকট তৈরি করছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশের অভ্যন্তরে আমদানি করা পণ্য পরিবহনে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (ডব্লিউটিসি) নামের একটি সংগঠন সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করতো। এতে সিন্ডিকেট তৈরি হলে লাইটারেজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি হয়। পরে এক বছর ধরে নৌপথে আমদানি করা পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত লাইটারেজ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে নৌপরিবহন অধিদপ্তর। এর মধ্যে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলকে (ডব্লিউটিসি) ঢেলে সাজিয়ে করা হয়েছে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেল (ডব্লিউটিসিসি)। জানা যায়, চট্টগ্রাম বন্দরে বাল্কপণ্যবাহী মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাসে দুই হাজারের মতো লাইটার জাহাজ রয়েছে। এরমধ্যে দেড় হাজারের মতো নিয়ন্ত্রণ করে ডব্লিউটিসিসি। সংস্থাটি প্রতিদিন বার্থিং সভা করে প্রতিটি মাদার ভেসেলের বিপরীতে চাহিদা অনুযায়ী লাইটারেজ বরাদ্দ দেয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাসে লাইটারেজ বরাদ্দ দিতে হিমশিম খাচ্ছে তারা। অন্য জাহাজগুলো বিভিন্ন শিল্পগ্রুপের মালিকানাধীন। এরমধ্যে বসুন্ধরা, মেঘনা, সিটি, আবুল খায়ের, আকিজ, টিকে, এস আলম ও দেশবন্ধু সুগার গ্রুপের ২-এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীসহ সাবেক বিজিবি প্রধান সাফিনুল ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় বডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সাবেক প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাফিনুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সোমা ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার দুর্নীতি দমন কমিশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব। এদিন দুদকের উপসহকারী পরিচালক সাবিকুন নাহার তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। দুদকের আবেদনে বলা হয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভি ২-এর পাতায় দেখুন

হঠাৎ ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে কেন, কী করছে পুলিশ?

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) এখনো মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে মাগুরায় যৌন নির্যাতনের শিকার আট বছর বয়সী শিশুটি। তার জীবন সংকটাপন্ন। গত বুধবার একদিনে চারবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের শিকার হয়েছে শিশুটি। গত ৫ মার্চ রাতের এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে গোটা দেশের মানুষ। জড়িতদের শাস্তির দাবিতে রাজপথে চলছে আন্দোলন-সমাবেশ। চার আসামিকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। এরপরও থেমে নেই ধর্ষণ। গত ৮ মার্চ রাতে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকায় সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন অন্তঃসত্ত্বা এক নারী। পুলিশ জানায়, স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে ওই নারী কয়েক দিন আগে ঢাকায় আসেন। তিনি কাজ খুঁজছিলেন। ঢাকায় এসে একটি মাজারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাতে কেরানীগঞ্জে গেলে তিন অটোরিকশাচালক ওই নারীকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে একটি ঘরে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেন। একই রাতে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নগ্ন ভিডিও ধারণ এবং পরে সেই ভিডিও দেখিয়ে ধর্ষণচেষ্টা করেন মেয়েটির সৎবাবা। রাতেই ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দেন স্থানীয় লোকজন। পরে তার বিরুদ্ধে বন্দর থানায় পর্নোগ্রাফি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করেন ভুক্তভোগী কিশোরীর মা। ১০ মার্চ রাঙামাটি জেলা শহরে তিন বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে সুভাষ কুমার চাকমা (৬০) নামের ২-এর পাতায় দেখুন

চরম অনিশ্চয়তায় এনআইডি প্রকল্পের ২২৩১ জনবলের ভবিষ্যৎ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত প্রকল্পের দুই হাজার ২৩১ জনবলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মূলত, ১৭ বছর চাকরি করার পরও রাজস্ব খাতে না নেওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ইসি থেকে এনআইডি সরিয়ে নিতে পৃথক কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই শঙ্কা আরও বেড়েছে প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে। ফলে তারাও এনআইডি ইসির অধীনে রাখা এবং চাকরি রাজস্ব খাতে নেওয়ার জন্য চলমান আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। তারা বলছেন, বাংলাদেশ ২-এর পাতায় দেখুন

মডেল মসজিদ নির্মাণে অনেক অনিয়ম হয়েছে : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণে অনেক অনিয়ম হয়েছে। এক বিলিয়নের এই প্রকল্পে সৌদি আরবের কোনো ফান্ড ছিল না। প্রতিটি মসজিদ নির্মাণে ১৭/১৮ কোটি টাকা করে খরচ করা হয়েছে। দুর্নীতি না হলে ৭/৮ কোটি টাকায় করা যেত। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। শফিকুল আলম বলেন, পতিত স্বৈরাচার ৫৬০টি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। খরচ ২-এর পাতায় দেখুন

পিলখানা হত্যাকাণ্ড
২৩৯ বিডিআর সদস্যের জামিন শুনানি শেষ আদেশ অপেক্ষমাণ

স্টাফ রিপোর্টার : পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা মামলায় ২৩৯ বিডিআর সদস্যের জামিনের বিষয়ে শুনানি শেষ হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) বিকেলে জামিনের বিষয়ে আদেশ দেবেন আদালত। কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত অস্থায়ী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়ার আদালতে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে প্রসিকিউটর বোরহান উদ্দিন জামিনের বিরোধিতা করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিনের বিষয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ ১৪ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদা পাচ্ছেন প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব প্রধান শিক্ষক দশম গ্রেডে দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদা পাবেন বলে রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ থেকে এই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন তারা। এতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০ হাজার প্রধান শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদা পাবেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের বিচারপতির আপিল বিভাগের বেঞ্চ এ রায় দেন। হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগ এই রায় দেন। আপিল বিভাগে শিক্ষকদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সালাউদ্দিন দোলন। এর আগে ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বেতন দশম গ্রেডসহ গেজেটেড পদমর্যাদা দিতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন উভয় প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল দশম গ্রেড পদমর্যাদা ২০১৪ সালের ৯ মার্চ থেকে আদেশ কার্যকর করতে বলা হয়। এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে হাইকোর্টের বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেন। আইনজীবী সালাউদ্দিন দোলন সাংবাদিকদের তখন বলেছিলেন, বর্তমানে প্রধান শিক্ষক পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির হলেও তারা বেতন পান ১১ ও ১২তম গ্রেডে।

অথচ দ্বিতীয় শ্রেণির অন্য সব চাকরিজীবী দশম গ্রেডে বেতন পান। নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির পদে অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তারা জাতীয় বেতন কাঠামোর দশম স্কেলে বেতন পান। ফলে সরকারি প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা দিলেও তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করার ঘোষণা দেয় সরকার। ওই দিনই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করলেও পরে মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষিত প্রধান শিক্ষকদের জন্য ১১ ও অপ্রশিক্ষিত প্রধান শিক্ষকদের জন্য ১২তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করে। এ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতিসহ প্রধান শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন করে আসছিল। পরে ১১ ও ১২তম গ্রেড নির্ধারণের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে গত বছরের ৪ মার্চ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি রিয়াজ পারভেজসহ সংক্ষুব্ধ ৪৫ শিক্ষক।

ফরহাদ মজহারের অপহরণ মামলা আবার তদন্তের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : কবি ও মানবাধিকার কর্মী ফরহাদ মাজহারকে ৮ বছর আগে অপহরণ করে চাঁদা দাবির ঘটনায় আদাবর থানার মামলা আবার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিনহাজুর রহমান গত মঙ্গলবার পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের জন্য এ আদেশ দেন। গতকাল বৃহস্পতিবার আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। মামলাটি পুনরায় তদন্ত করে পিবিআইকে আগামী ২৭ এপ্রিলের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ফরহাদ মাজহারের নিখোঁজের ঘটনায় ওই দিন রাতেই স্ত্রী ও বর্তমান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বাদী হয়ে আদাবর থানায় একটি অপহরণ মামলা করেন। এরপর মামলাটি তদন্ত শেষে একই বছরের ৩১ অক্টোবর অপহরণের সত্যতা পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মাহাবুবুল ইসলাম। একইসাথে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত ও হয়রানির অভিযোগে দণ্ডবিধির ২১১ ও ১০৯ ধারায় ফরহাদ মাজহার ও অপহরণ মামলার বাদী তার স্ত্রী ফরিদা আখতারের বিরুদ্ধে আদালতের অনুমতিক্রমে মামলা দায়ের করে পুলিশ। তবে মামলার তদন্তের বিষয়ে বাদী ফরিদা আখতার নারাজি দেন। কিন্তু আদালত নারাজি নামঞ্জুরের করে। এ ঘটনায় বাদীপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলাটির পুনরায়

৭-এর পাতায় দেখুন

আমাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে না দিলে সমাজটাই শেষ হয়ে যাবে: আইজিপি

গাজীপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, একটি সভ্য দেশ পুলিশ ছাড়া কীভাবে চলবে পৃথিবীর কোথায় আছে, পুলিশ ছাড়া চলে পৃথিবীর কোথাও এটা নাই, এই দেশের মানুষকে এটা বুঝতে হবে, যারা বুদ্ধিমান, তারা অবশ্যই বোঝেন। তবে কিছু লোক আছে, তারা মনে করে পুলিশ এখন আইন প্রয়োগ করতে যাচ্ছে, পুলিশ তাদের প্রতিপক্ষ। দেশের অপরাধ যদি দমন করা না হয়, শৃঙ্খলা যদি না হয় কোন নাগরিকটা থাকতে পারবে, এই ১৮ কোটি লোকের একটা লোকে ঘুমাতে পারবে আপনারও তো খেয়াল করেছেন, যখনই অপরাধ বেড়ে যায় তখন কি রকম শুরু হয়। তখন রাত জেগে নিজেদেরকে সারা রাত পাহারা দিতে হয়। এই দায়িত্বটুকু আমার। এখন যদি দেশের কিছু লোক আমাকে যারা ভুল বোঝে, আর তারা যদি আমাকে দায়িত্ব পালন করতে না দেয়, তাহলে পুরো সমাজটাই শেষ হয়ে যাবে। এই জিনিসটা তাদের বুঝতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় গাজীপুর মহানগরীর মোঘরখাল (ভোগড়া বাইপাস) শিল্পাঞ্চল পুলিশ-২ কার্যালয়ে বিশেষ কল্যাণ সভায় প্রধান অতিথির তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (শিল্প পুলিশ) ছিবগাত উল্লাহর সভাপতিত্বে কল্যাণ সভায় গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) কমিশনার ড. নাজমুল করিম খানসহ পুলিশের অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আইজিপি বলেন, এখনো পুলিশ জায়গায় জায়গায় কাজ করতে যাচ্ছে। সেখানে পুলিশ আক্রমণের শিকার হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে আসামি ছিনিয়ে নিচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ আইনের নিয়ম ভঙ্গকারীদের কাছে যাচ্ছে, তাদেরকে বলছে আপনি আইন মেনে চলুন, সেখানে ট্রাফিক পুলিশের ওপর চড়াও হচ্ছে। আইন না মানার একটা প্রবণতা চলে আসছে। তারা মনে করছে, পুলিশ জনবিরোধী কাজ করছে, এখন আমরা আমাদের মতো চলবো, পুলিশ লাগবে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল। উপস্থিত সাংবাদিকদের মাধ্যমে দেশবাসী ও নাগরিক সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদেরকে (পুলিশকে) কাজ করতে দেন। অনুগ্রহ করে আমাদের ওপর আক্রমণ করবেন না। আমরা সমাজের জন্য, দেশের জন্য এখানে আছি। কীভাবে সমাজে স্থিরতা আসবে, আমরা কিভাবে কার্যকরী ইলেকশনের দিকে আগাবো? যদি আমরা স্থিতিশীলতা (স্ট্যাবিলিটি) না আনতে পারি, স্থিতিশীলতা আমাকে আনতে হবে, কেন কাজ করতে দিচ্ছেন না? এটা যুক্তিহীন একটা কাজ, পুলিশ মানুষের শত্রু নয়, আমাদের দেশের জন্য কাজ করতে হবে। আমি বিনীত অনুরোধ করি দেশবাসীর কাছে, আমাদেরকে কাজ করার অনুমতি দেন। আপনাদের

৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে রাশিয়া: আব্দুল্লাহ তাহের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে রাশিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি। জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠককালে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান ফেডারেশনের

৭-এর পাতায় দেখুন

আইন-শৃঙ্খলায় রক্ষায় বিপুল খরচেও কমানো যাচ্ছে না নানামুখী আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিপুল খরচ হলেও কমানো যাচ্ছে না নানামুখী আতঙ্ক। বরং দেশজুড়েই আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির মতো অপরাধ। আর রাজধানী ও নগর এলাকাগুলোয় সন্ধ্যার পর অত্যন্ত ভীতি নিয়ে নগরবাসীকে চলাচল করতে হচ্ছে। আসামি ধরতে গিয়ে অনেক জায়গায় পুলিশও আক্রমণের শিকার হচ্ছে। অথচ চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে সরকার জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় মোট ৮ হাজার ৭২২ কোটি টাকা খরচ করেছে সরকার। তাতে প্রতি মাসে গড়ে ১ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটে বরং আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে অপরাধীরা। স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাস জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সরকার জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় মোট ৮ হাজার ৭২২ কোটি টাকা খরচ করেছে। তাতে প্রতি মাসে গড়ে ১ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত সাত মাসে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ওই বিপুল পরিমাণ খরচের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে সরকারের মোট ব্যয় ৮ হাজার ৭১২ কোটি টাকা হলেও চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে ওই ব্যয় ১০ কোটি টাকা বেড়েছে। প্রতি মাসে গড়ে ১ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ওই খাতে সব মিলিয়ে ২৫ হাজার ৮৮৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীগুলোর পেছনে ওই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। সূত্র জানায়, বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরটি

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশজুড়েই আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে চুরি, ছিনতাই ডাকাতির মতো অপরাধ

ধর্ষণবিরোধী পদযাত্রায় সংঘর্ষ এসি মামুনের প্রত্যাহারসহ জড়িতদের বিচার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : 'ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ' ব্যানারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রায় পুলিশের বাধা ও সংঘর্ষের ঘটনায় ডিএমপির রমনা বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) আবদুল্লাহ আল মামুনকে প্রত্যাহার ও জড়িতদের বিচার দাবি জানিয়েছে ধর্ষণের বিচারের দাবিতে তৈরি হওয়া প্ল্যাটফর্মটি। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আয়োজকরা বলেন, দেশে খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণতাসহ নারী নিপীড়নের মাত্রা অনেক বেড়েছে। ধর্ষণ ও নিপীড়ন নিত্যনৈমিত্তিক খবরে পরিণত হয়েছে। ধর্ষণ ও শারীরিক নিপীড়নের পাশাপাশি পথে-ঘাটে, সাইবার স্পেসে শারীরিক-মানসিক

৭-এর পাতায় দেখুন

এনআইডির কার্যক্রম ইসির অধীনেই থাকা উচিত : ইসি সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, আমরা মনে করি এনআইডির কার্যক্রমটা ইসির অধীনেই থাকা উচিত। এর বাইরে যদি কাঠামোগত কোনো বিষয় থেকে থাকে, এ ব্যাপারে আমার কাছে বাড়তি কোনো তথ্য নেই। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন ইসি সচিব। আখতার আহমেদ বলেন, কারণ এ ব্যবস্থাটা আমরা গড়ে তুলেছি ২০০৭ সাল থেকে। আমাদের কারিগরি দক্ষতা আছে। এখান থেকে আমরা কাম্য সেবা দিচ্ছি এবং এখান থেকে সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্র তৈরি করছি। আখতার আহমেদ বলেন, কাজেই যেটা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি, সে পদ্ধতিটিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার চেয়ে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকেই সম্প্রসারণ করা যৌক্তিক বলে মনে করি। এটাই আমরা বারবার বলে আসছি। ইসির অধীনে এনআইডি সুরক্ষিত কি না জানতে চাইলে আখতার আহমেদ বলেন, ১৮২টি সংস্থা ইসির কাছ

৭-এর পাতায় দেখুন

গির্জায় সুব্রত বৈদ্য হত্যা মামলায় সব আসামি খালাস

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১১ সালে রাজধানীর মিরপুরের একটি গির্জায় শিক্ষক সুব্রত বৈদ্য হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সব আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৮ এর বিচারক মো. মঞ্জুরুল হোসেনের আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে খালাসের রায় দেন। খালাসপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- রিপন দাস, শিমন শিকদার ও প্রভুদান বাড়ৈ। আসামিদের মধ্যে প্রভুদান বাড়ৈ পলাতক রয়েছেন। অপর দুই আসামিকে রায় ঘোষণার সময় কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারি ফজলুর রহমান এসব তথ্য জানান। এদিকে মামলার বিচার চলাকালে সুব্রত বৈদ্যর প্রেমিকা নীপা দাস, তার বাবা নিবারণ দাস, মা লিন্ডা দাস মারা গেছেন। তাদের আগেই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

৭-এর পাতায় দেখুন

মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুর বোনের ভিডিও অপসারণ চেয়ে আইনি নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রচলিত আইন ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্য করে 'আমরাও মানুষ' ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুর বোন, পরিবারের সদস্যদের জবাবদিহিমূলক সাক্ষাৎকারের সব ভিডিও অপসারণ চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে নোটিশে দেশের কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান এবং পুলিশের মহাপরিদর্শককে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। জনস্বার্থে গতকাল বৃহস্পতিবার ই-মেইলে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. বাহাউদ্দিন

৭-এর পাতায় দেখুন

শিবগঞ্জে নির্বাচন অফিসের মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি ষ্টাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে জাতীয় পরিচয়পত্র পরিষেবা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন হতে সংবিধিবদ্ধ নতুন কমিশনে স্থানান্তরের কূট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে উপজেলা নির্বাচন অফিস। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অফিসার্স এসোসিয়েশনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাচন অফিসের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা শাহ্ মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, ভোটার তালিকার ডাটাবেজ হতে জাতীয় পরিচয়পত্রের উৎপত্তি। গত ১৭ বছর ধরে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার পাশাপাশি জাতীয় পরিচয়পত্রের কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে। জাতীয় পরিচয়পত্র নির্বাচন কমিশনের কাছে সন্তানের মত। এটা আমাদের নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু সম্প্রতি একটি চক্র জাতীয় পরিচয়পত্রের কার্যক্রমকে আলাদা একটি কমিশন গঠন করে সেখানে হস্তান্তরের পায়তারা করছে। এর প্রতিবাদে ও আমাদের সন্তানতুল্য জাতীয় পরিচয়পত্র কার্যক্রম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাখার দাবিতে আমরা কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করছি।

আমরা আশা করছি সরকার আমাদের দাবির সাথে একমত থাকবে। পরে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচী পালন শেষে দুপুর ১টার পরে আবার অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা শাহ্ মো. আবুল কালাম আজাদ, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক সামিউল আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর আরিফুল ইসলাম, মুহাম্মদ ইব্রাহীম জাকি, গোলাম আযম ও স্ক্যানিং এন্ড ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স অপারেটর মেহেদী হাসানসহ অন্যরা।

ধর্ষক, নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের জনসম্মুখে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : নারী অধিকার আন্দোলনের সভানেত্রী ও বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের সাবেক ডিভিশন চিফ মমতাজ মান্নান বলেছেন, এক সময় বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের প্রবণতা ছিল। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের মাধ্যমে তা কমানো গেছে। আমরা আশা করবো, ধর্ষক, নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের জনসম্মুখে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে। তাহলে আর কেউ ধর্ষণ, নারী নির্যাতন করার সাহস পাবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নারী অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। মাগুরায় ধর্ষণের শিকার সেই শিশুসহ দেশব্যাপী নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং দায়ীদের শাস্তির দাবিতে এ মানববন্ধন করা হয়। মমতাজ মান্নান বলেন, বহুভাবে বহুদিন ধরে নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন চলছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

শিবগঞ্জে গণহত্যা দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি সভা

মোসাঃ শামসুন্নাহার সোহানা, বিশেষ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আজাহার আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সায়রা খান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, শিবগঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বজলুর রশিদ সনুসহ অন্যরা। এছাড়া উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়।

সচিবালয় ও শাহবাগসহ যমুনার আশপাশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোনও প্রকার সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল বৃহস্পতিবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী সই করা গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের (অর্ডিন্যান্স নং-ওওও/৭৬) ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সচিবালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়, শাহবাগ মোড়, কাকরাইল মোড়, মিন্টু রোড) যে কোনও প্রকার সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হলো।

অবহেলায় মা ও শিশুর মৃত্যু: ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রুল

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর সাউথবাংলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের অবহেলা ও অপচিকিৎসার কারণে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় কেন ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে মামলার বিবাদীদের এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মো. সোলায়মান তুষার। তাকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট বায়োজিদ হোসাইন ও নাঈম সরদার অয়ন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিকুর রহমান। তাকে সহযোগিতা করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল

৭-এর পাতায় দেখুন

সূচকের উত্থান: ডিএসইতে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৯.৫৪ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ২২৫ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১.৩২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৬৫ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১.৯৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯০১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।ডিএসইতে মোট ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৬৩টি কোম্পানির, কমেছে ১৫৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৭টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪১৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪৫২ কোটি ৮৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ৫.১৫ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৮৫০ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২.০৮ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৫৭৬ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৪.৪৪ পয়েন্ট কমে ৯৪৫ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ১১.৪৫ পয়েন্ট বেড়ে ১১ হাজার ৯২৩

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজায় বিদ্যুৎ ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া যুদ্ধাপরাধ : হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে বিদ্যুৎ ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। টানা বেশ কয়েকদিন ধরে এই অবরোধ জারি রেখেছে তারা। আর ইসরায়েলের এই পদক্ষেপকে যুদ্ধাপরাধ বলে আখ্যায়িত করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। বুধবার (১২ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। বার্তাসংস্থাটি বলছে, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাস গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বিদ্যুৎ ও খাদ্য সরবরাহ অব্যাহতভাবে বন্ধ করে দেওয়াকে "যুদ্ধাপরাধ" বলে আখ্যায়িত করে বুধবার নিন্দা জানিয়েছে। গাজার ক্ষমতাসীন এই গোষ্ঠীটি এক বিবৃতিতে বলেছে, "১৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজায় ইসরায়েলের চলমান বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা এবং দেইর আল-বালাহ ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ সরবরাহের সীমিত লাইন সম্প্রতি

৭-এর পাতায় দেখুন

৩০ ঘণ্টায় ট্রেনের জিম্মি দশার অবসান যাত্রীদের মুখে রোমহর্ষক বর্ণনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য বেলুচিস্তানে এক্সপ্রেস নামে একটি ট্রেন ছিনতাই করে এর যাত্রীদের জিম্মি করেছিল ওই রাজ্যের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে সব হামলাকারীকে নিধন করে ট্রেনটির ৪৫০ যাত্রীকে উদ্ধার করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ট্রেন ছিনতাইয়ের মিশনে অংশ নিয়েছিলেন বিএলএ'র ৩৩ জন সশস্ত্র যোদ্ধা। তাদের সবাই সেনা অভিযানে নিহত হয়েছেন। এর আগে হামলাকারীরা ২১ যাত্রীকে হত্যা করেন। এ ছাড়া অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনীর চার সদস্য নিহত হয়েছেন। জিম্মি হওয়া ট্রেন থেকে মুক্তি পেয়ে বিবিসি এএফপি ও নিউইয়র্ক টাইমসের কাছে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন যাত্রীরা। বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচতে কীভাবে তারা লুকিয়েছিলেন, কীভাবে প্রতিনিয়ত সন্তানদের বাঁচানোর চেষ্টা করে গিয়েছেন, কী কী দেখেছেন, মুক্তির পর সেই ঘটনাবলির ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন অনেকে। ইশাক নুর নামের এক যাত্রী মুক্তির পর বিবিসিকে বলেন, 'গুলির পর গুলি চলছিল। আমরা কোনোরকমে দম বন্ধ করে বসেছিলাম। কী হবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।' সন্তানদের আড়াল করে বসেছিলেন মোহাম্মদ আশরাফ ও তার স্ত্রী। যাতে কোনোভাবে গুলি তাদের দিকে চলে এলে আগে বাবা-মায়ের গায়ে লাগে। সন্তানেরা যাতে বেঁচে যায়। আশরাফ বলেন, 'যাত্রীরা সকলে প্রচণ্ড ভয়ে ছিলেন। যেন মনে হচ্ছিল, এটাই পৃথিবীর শেষ দিন।' আরেক এক যাত্রী এএফপিকে জানিয়েছেন, সশস্ত্র বন্দুকধারীরা যাত্রীদের পরিচয়পত্র দেখে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন কারা বেলুচিস্তান প্রদেশের, আর কারা বাইরের। পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার পর যাত্রীদের সামনেই কয়েকজন সেনাকে গুলি করেন বিদ্রোহীরা। মোহাম্মদ নাভিদ নামে আরেক যাত্রী বলেন, প্রথমেই আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে সন্ত্রাসীরা পুরুষ ও নারীদের আলাদা করে দাঁড় করায়। তারপর নারী এবং বয়স্কদের চলে যেতে বলে। ট্রেন নিজেদের দখলে নেওয়ার পর বেলুচ বিদ্রোহীরা নিজেদের

৭-এর পাতায় দেখুন

গোপালগঞ্জে স্বর্ণপট্টিতে ভয়াবহ আগুন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেছে দুটি স্বর্ণের দোকান। এতে কমপক্ষে ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর রাতে শহরের স্বর্ণপট্টিতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মালেক আলী সরদার জানান, শহরের স্বর্ণপট্টির শাহজাহান মুন্সির আল মদিনা জুয়েলার্সে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়লে পাশের অসিত বিশ্বাসের মা তারা জুয়েলার্সে আগুন লেগে যায়। এতে দুটি স্বর্ণের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। এই আগুনে ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেও তিনি জানান। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী মা তারা

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ডিএনসিসি প্রশাসকের সঙ্গে

নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষে ডিএনসিসি এরই মধ্যে খালের খনন ও পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু করেছে। ডিএনসিসি ঢাকা শহরে ব্লু নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষে অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ঢাকায় ব্লু নেটওয়ার্ক স্থাপনে এ উদ্যোগে নেদারল্যান্ডস আমাদের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। ফলে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপকালে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, নেদারল্যান্ডসের দৃষ্টিনন্দন খালগুলো বিশ্বে রোল মডেল। খালগুলোতে নৌযান চলাচল করে। নেদারল্যান্ডসের শহরগুলোর যে ব্লু নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং তা থেকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রয়েছে তাদের কার্যক্রমের মডেল ও অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য সহায়ক হবে। জবাবে ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত আন্দ্রে কার্স্টেন্স বলেন, ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন, স্যানিটেশন ম্যানেজমেন্ট, ও খালগুলোর টেকসই উন্নয়নে নেদারল্যান্ডস কাজ করতে আগ্রহী। ঢাকা শহরে যে খাল রয়েছে সেগুলো উন্নয়ন করে ব্লু নেটওয়ার্ক স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। ব্লু নেটওয়ার্ক স্থাপনে যৌথভাবে নেদারল্যান্ডস কাজ করতে চায়। দ্রুততই এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবনা দেবো। দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে এ পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাগুরার শিশুটি আমাদের লজ্জা দিয়ে

মহাসচিব বলেন, মাগুরার কয়েকটা নরপশুর নিষ্ঠুরতা তার মতো এক শিশুর ওপর দিয়ে গিয়েছিল। ক্ষতচিহ্ন নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় সংগ্রাম করে শিশুটি জগতের মায়া ছেড়ে আমাদের কতটা লজ্জা দিয়ে ও কাঁদিয়ে বিদায় নিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মির্জা ফখরুল বলেন, আমি শিশুটির বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি এই 'নরপশুদের' দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটি ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) জীবনমৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে মারা যায়। সম্প্রতি বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হন আট বছর বয়সী ওই শিশুটি। গত ৬ মার্চ (বৃহস্পতিবার) অচেতন অবস্থায় শিশুটিকে মাগুরার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যান বোনের শাশুড়ি। পরে শিশুটির মা হাসপাতালে যান। ওইদিন দুপুরেই উন্নত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে রাতে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পরদিন ৭ মার্চ (শুক্রবার) রাতে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। সংকটাপন্ন অবস্থায় শিশুটিকে গত ৮ মার্চ (শনিবার) সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়। তাকে ঢাকার সিএমএইচের পিআইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল।

আরও বাড়ল সশস্ত্র বাহিনীর

নিয়োজিত সমমর্যাদার কর্মকর্তাসহ) সারাদেশে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৬৪, ৬৫, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৫(২), ১০০, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৩ এবং ১৪২ ধারার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তারা কার্যক্রম চালাতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এর আগে, গত ১৭ সেপ্টেম্বর সারা দেশে মোতায়েন করা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকে প্রথমবারের মতো দুই মাস বা ৬০ দিনের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। এরপর গত ১৫ নভেম্বর ও ১২ জানুয়ারি দুই দফায় সশস্ত্র বাহিনীকে দেওয়া বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দুই মাস করে বাড়িয়েছিল সরকার।

মাগুরার সেই শিশুর মৃত্যুতে

শিশু। ধর্ষণের পর তাকে হত্যারও চেষ্টা চালানো হয়। এরপর ৮ মার্চ সংকটাপন্ন অবস্থায় শিশুটিকে সিএমএইচে ভর্তি করা হয়। ধর্ষণের অভিযোগে শিশুটির মা মামলা করেছেন। এই মামলায় ওই শিশুর ভগ্নিপতি, বোনের শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাশুরকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

স্ত্রীসহ সাবেক বিজিবি প্রধান সাফিনুল

ন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎপূর্বক নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগটির অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাফিনুল ইসলাম দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন মর্মে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন রহিত করা প্রয়োজন। জানা যায়, মেজর জেনারেল সাফিনুল ইসলাম ২০১৮ সালের ২৮ মার্চ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ২০২২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি বিজিবির মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

চরম অনিশ্চয়তায় এনআইডি প্রকল্পের

নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব ভোটার নিবন্ধন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা প্রদান। ২০০৭-০৮ সালে 'অপারেশন নবযাত্রা'-এর মাধ্যমে এই কার্যক্রমের সূচনা হয়, যা পরবর্তীতে আইডিইএ ও আইডিইএ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে আরও আধুনিক, নিরাপদ ও কার্যকর হয়। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে এই প্রকল্পের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল নিরবচ্ছিন্নভাবে এনআইডি সেবা দিয়ে আসছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আজও এই জনবলকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়নি। বর্তমান সরকার এনআইডি কার্যক্রম নির্বাচন কমিশন থেকে পৃথক করে অন্য কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছে। এটি শুধু নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার জন্য হুমকি নয়, বরং জনগণের তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার জন্যও মারাত্মক ঝুঁকির কারণ। এই প্রেক্ষাপটে, নির্বাচন কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা 'স্ট্যান্ড ফর এনআইডি' শীর্ষক কর্মসূচির আয়োজন করে, যেখানে আইডিইএ-২ প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ একাত্মতা প্রকাশ করছে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। আইডিইএ-২ প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, আমরা ১৭ বছর ধরে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এনআইডি সেবা দিয়ে আসছি। কিন্তু সরকার বারবার আশ্বাস দিয়েও আমাদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করেনি। এনআইডি নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না এটি জনগণের ভোটাধিকার ও পরিচয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। চাকরি স্থায়ী করা এবং এনআইডি নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাখার দাবি জানান তিনি। সদস্য সচিব আশরাফুর রহমান বলেন, সরকার যদি এনআইডি নির্বাচন কমিশনের বাইরে নিয়ে যায়, তাহলে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও জাতীয় পরিচয় সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। আমরা এনআইডি নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাখার জন্য সরকারকে আহ্বান জানাই এবং আমাদের চাকরি রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জোর দাবি জানাই।

২৩৯ বিডিআর সদস্যের জামিন

আদেশ অপেক্ষমাণ রাখেন। বৃহস্পতিবার আবু সাঈদ খান নামের এক অবসরপ্রাপ্ত মেজর আদালতে সাক্ষ্য দেন। এর পর তাকে জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এ নিয়ে মামলায় ২৮৭ জনের সাক্ষ্য শেষ হলো। এ মামলায় ৮৩৪ আসামির মধ্যে এখন পর্যন্ত জামিন পেয়েছেন ১৭৮ জন। শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. বোরহান উদ্দিন জানিয়েছেন, আসামিপক্ষ থেকে দ্বিতীয় দফায় ৪৬২ জনের জামিন আবেদন করা হয়। এর মধ্য মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিসহ এক আসামির পক্ষে দুই বারও জামিন আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এগুলো যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে জামিন আদেশের বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে। আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উচ্চ আদালত একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছেন। সেখানে নতুন করে তদন্ত হচ্ছে। তাই, আদালতের উচিত ছিল টাস্কফোর্সের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত হত্যা মামলায় খালাস পাওয়া ও সাজার মেয়াদ পূর্ণ করা আসামিদের জামিন দেওয়া। গত ১৯ জানুয়ারি ১৭৮ জন জন বিডিআর সদস্যকে জামিন দেন একই আদালত। পরে গত ২৩ জানুয়ারি ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও কাশিমপুর কারাগার থেকে কারামুক্ত হন তারা। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন।

মডেল মসজিদ নির্মাণে অনেক

হয়েছিল ১ বিলিয়ন ডলার। স্বৈরাচারের সমর্থকরা বলেছিল এটা সৌদির আরবের ফান্ডের। সৌদি আরব এখানে একটা টাকাও দেয়নি। এই মসজিদের অনেক অনিয়মের কথা উঠে এসেছে। অনেক ধরনের অনিয়ম। সেটা নিয়ে কেবিনেট মিটিংয়ে আলাপ হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয় তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি করে দিয়েছে। 'প্রধান উপদেষ্টা কেবিনেট সচিবকে বলেছেন, সরকারি সংস্থাগুলোতে দ্রুত প্রচুর জনবল নিয়োগ করতে। যেসব ভেকেন্সি আছে। কেবিনেট সচিব আগামী মিটিংয়ে এটা উপস্থাপন করবেন যে, কোথায় কোথায় দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। খুব দ্রুত করা হবে।' প্রেস সচিব বলেন, যেসব কোম্পানি বাংলাদেশের কাছে পাওনা ছিল আজকে একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করছি খুব দ্রুত এই ডিওগুলো ক্লিয়ার হবে। গ্রীষ্মকালে নেপাল থেকে আমাদের বিদ্যুৎ দিয়ে থাকেন। শীতকালে নেপালের বিদ্যুতের প্রচুর চাহিদা। তখন তখন আমাদের কিন্তু বিদ্যুৎ কম প্রয়োজন হয়। শীতকালে আমাদের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নেপালে কীভাবে পাঠানো যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্ষাকালে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা হয়। চট্টগ্রামের মানুষ খুবই ভোগান্তিতে পড়েন। এটা নিয়ে আজকে কেবিনেটে অনেক আলোচনা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য যেসব প্রজেক্ট নেওয়ার ছিল সেই বিষয়গুলো আজকে একটা রিভিউ হয়। মিটিংয়ে জানানো হয়, অনেকগুলো প্রজেক্ট এরই সন্তোষজনক। আমরা আশা করছি চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা আগামী বর্ষায় কমবে। পুরোপুরি যাবে কি না এ বিষয়ে আমরা এখনই বলতে পারছি না। ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, অপূর্ব জাহাঙ্গীর, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমেদ, সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে

এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভুক্তভোগী শিশুর মা জানান, ৯ মার্চ রাতে শিশুটি তার দাদা-দাদির সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল। পরদিন সকালে তার দাদি তাদের বিছানায় রেখে কাজে বের হন। সকাল ৭টার দিকে মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। পরে মেয়েটি তাকে নির্যাতনের বিষয়টি জানায়। এ ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করেন শিশুটির মা। ভুক্তভোগী শিশুটির মা বাদী হয়ে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে সাড়ে চার বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী শিশুর মা বাদী হয়ে হরিণাকুণ্ডু থানায় মামলা করেন। এ ঘটনায় ১০ মার্চ বিকেলে ১৫ বছর বয়সী অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। একই দিন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় প্রতিবন্ধী এক তরুণীকে ধর্ষণের মামলায় হাবিবুর রহমান হাবু (৪২) নামে একজনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব-১১। এসব ঘটনার মতো দেশে প্রতিদিন ১৩ জনের বেশি নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, ধর্ষণের ঘটনায় আসামি গ্রেফতার করতেও পুলিশ অনেক সময় অনীহা প্রকাশ করে। গ্রেফতার হলেও ভুক্তভোগী পরিবারকে হুমকি-ধামকি দিয়ে আসামিরা জামিনে বেরিয়ে যায়। জড়িতদের সঠিক বিচারের আওতায় আনা যায় না। ভুক্তভোগী নারী ও শিশুরা সমাজে গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কেউ আবার আত্মহত্যার পথও বেছে নেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নানা অজুহাতে শিশু ও নারী ধর্ষণ, নারীকে হেনস্তা এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার চিত্র দেশে সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং তাদের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর বিচার কার্যক্রম অনেক দেরিতে হচ্ছে। এতে ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে সমাজের বোঝা মনে করছেন। দ্রুত বিচার করে ধর্ষককে জনসম্মুখে শাস্তি দেওয়া গেলে ধর্ষণের ঘটনা কমে আসবে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ধর্ষণের মামলা বেশি : পুলিশ সদর দপ্তরের ধর্ষণ মামলার এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণের ঘটনায় ২০২৩ সালে মামলা হয়েছে পাঁচ হাজার ১৯১টি। ২০২৪ সালে মামলা হয়েছে চার হাজার ৩৯৪টি। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ২৫ মাসে সারাদেশে ধর্ষণের ঘটনায় মোট মামলা হয়েছে নয় হাজার ৯৭৭টি। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ১৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

এদিকে, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে দায়ের করা ধর্ষণ মামলার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, তিন বছরের জানুয়ারির মধ্যে চলতি বছরের জানুয়ারিতে মামলা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৩৫৪টি, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ৩০৮টি এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ৩৯২টি মামলা হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে শিশু ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে ২৩৪টি করে। চলতি বছর জানুয়ারিতে এক মাসে শিশু ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে ২১টি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) ২০২৪ সালে করা এক জরিপে দেখা যায়, দেশের ৭০ শতাংশ নারী তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হলেও শারীরিক, যৌন, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হন। গত ১২ মাসে বাংলাদেশে ৪১ শতাংশ নারী নানান রকম সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ যৌন সহিংসতাজনিত। গত দশকে নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৫ সালে যৌন সহিংসতার হার ছিল ২৭ দশমিক ২ শতাংশ, ২০২৪ সালে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ; শহরে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ ও গ্রামে ২৮ শতাংশ। জরিপে বলা হয়েছে, সহিংসতার শিকার নারীদের প্রায় ৬৪ শতাংশ তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সহিংসতার কথা কাউকে কখনো বলেননি। পরিবারের সুনাম রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ এবং এ ধরনের সহিংসতাকে 'স্বাভাবিক' বলে মনে করার প্রবণতাসহ বিভিন্ন কারণ থেকে মূলত এই নীরবতা।

ইউনিসেফের তথ্যমতে, পৃথিবীতে এই মুহূর্তে জীবিত ৩৭ কোটি নারী, অর্থাৎ প্রতি আটজনে একজন নারী ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে গত আট বছরে তিন হাজার ৪৩৮ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্তত ৫৩৯ জনের বয়স ছয় বছরের কম। সাত থেকে ১২ বছরের মধ্যে ৯৩৩ জন। বলাৎকারের শিকার ছেলে শিশুরা : আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, কেবল ২০২৪ সালেই ছেলে শিশু বলাৎকারের ঘটনা ঘটেছে ৩৬টি আর বলাৎকারের চেষ্টা হয়েছে তিনটি। অপরদিকে, ইউনিসেফ বলছে, সারা বিশ্বে হিসাব করলে এ সংখ্যা ২৪ থেকে ৩১ কোটি অর্থাৎ প্রতি ১১ জনে একটি ছেলে শিশু শৈশবে বলাৎকার বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ছেলে শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, বলছিলেন এ খাত নিয়ে কাজ করা একাধিক অধিকারকর্মী। ছেলে শিশুর যৌন নির্যাতনের ঘটনা প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও খুব কম ক্ষেত্রেই এ নিয়ে সচেতনতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে সরকারের শক্তিশালী ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সুবিধাবঞ্চিত বা বিপজ্জনক স্থানে থাকা শিশুরা বেশি ঝুঁকিতে : ২০২৩ সালের নভেম্বরে ঢাকা মহানগরের শিশুদের ওপর হওয়া যৌন সহিংসতা নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়। এতে শিশুদের যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হয়। যেমন: শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নির্যাতনকারীর যৌনতৃপ্তি লাভ কিংবা নিজেকে নিয়ে পৌরুষযাচিত চিন্তা এক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। এছাড়া শিশুর বাহ্যিক সৌন্দর্যও একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শিশু কোন পরিবেশে থাকছে, সে বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। যেমন, সুবিধাবঞ্চিত বা বিপজ্জনক স্থানে থাকা শিশুরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে। একই কথা বলা হচ্ছে নিম্নবিত্ত শ্রেণির ক্ষেত্রেও। দরিদ্রতার কারণে মা হয়তো বাসার বাইরে কাজ করতে চলে গেলেন, বাচ্চাকে বাসায় রেখে যেতে হলো- এরকম ক্ষেত্রে অনেক ঘটনা ঘটে। আর দরিদ্রতার জন্য নিরাপত্তার অভাবও থাকে। এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, বৈরী মনোভাব, পারিবারিক দ্বন্দ্বসহ আরও কিছু বিষয়কে শিশু ধর্ষণের কারণ হিসেবে গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয়। ধর্ষণের ঘটনার পর ভুক্তভোগীর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ : গত ২৪ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ১০ বছর বয়সী এক মাদরাসা শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের ঘটনা ধামাচাপা দিতে স্থানীয় মাতবররা গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি ফিরোজ মিয়াকে চড়-থাপ্পড় আর দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয় সালিশে। জরিমানার ৯২ হাজার টাকা দিলেও ৫৮ হাজার বাকি রাখা হয়। ভুক্তভোগী ওই শিশুর পরিবার জানায়, ভয়ে তারা মুখ খোলেনি। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে সম্প্রতি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে অভিযান চালায়। যশোরের শার্শা উপজেলায় বাকপ্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ভয়ভীতি দেখিয়ে গর্ভপাত ঘটায় ৬০ বছর বয়সী আবু তালেব। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ধর্ষণের পর কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তার বাবা-মা বিষয়টি স্থানীয় ব্যক্তিদের জানান এবং বিচার চান। স্থানীয় ব্যক্তিরা বিচার না করে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ওই কিশোরীর বাবা-মাকে ভয়ভীতি দেখান। পরে পল্লী চিকিৎসক দিয়ে ওই কিশোরীর গর্ভপাত করানো হয়। আইনে কী আছে : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অনুযায়ী, যদি কোনো পুরুষ কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণ বা ওই ধর্ষণ পরবর্তী তার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহলে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তাকে অতিরিক্ত অন্তত এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হবে। যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে ওই নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহলে ওই দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অন্তত এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে কেন : দেশে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সীমা জহুর বলেন, আগে এত ইউটিউব-ফেসবুক ছিল না, ইদানীং এসব দেখে দেখে প্র্যাকটিস করতেছে কেউ কেউ। এছাড়া সামাজিক অবক্ষয়সহ ধর্মীয় অনুশাসন নেই। আমরা যতই স্বাধীনতা স্বাধীনতা করছি কিন্তু নিজের ঘরেই নারী-শিশুরা নিরাপদ নয়। ঘরের ভেতর নিরাপত্তা কে দেবে এজন্য ধর্মীয় অনুশাসন দরকার। নারী ও শিশুরা সব সময় ভিকটিম হয় উল্লেখ করে এই আইনজীবী বলেন, সেটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে নিজের ঘর পর্যন্ত। একটি ধর্ষণের ঘটনা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা গেলে ধর্ষণ এমনিতেই কমে যাবে। এছাড়া সামাজিক অবক্ষয়, ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক যোগাযোগের কনটেন্টগুলো নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ অশ্লীল কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি। সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলেন, একটি ঘটনার পর কয়েক দিন খুব আলোচনা হয়, তারপর আবার আগের অবস্থা ফিরে আসে। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলেও তা কার্যকরের নজির কম। শিশুদের প্রতিবাদ করার সক্ষমতা ও সাহস থাকে না, ফলে সহজ টার্গেট হয় তারা। যারা ধর্ষণের শিকার হয়, তারা ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও আইনি সুরক্ষা পান না। আইনের কঠোর প্রয়োগ ছাড়া এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। সামাজিক অনুশাসন ও আইন প্রয়োগের পাশাপাশি দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন স্টাডিজের সভাপতি অধ্যাপক ইশরাত শামীম বলেন, বিচার, বিচার, বিচার। দ্রুত বিচার ছাড়া ধর্ষণ কমবে না। দ্রুত বিচার আইনে বিচার করলে ধর্ষণের ঘটনা অনেক কমে যেত। কারণ অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা এক সময় বেড়ে গিয়েছিল, তখন যাবজ্জীবনসহ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বিচারের আওতায় আনা হয়। এরপর অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা কমে আসে। সমাজে এত ধর্ষক, তাদের খুঁজে বিচার করতে পারছি না কেন আমরা ধর্ষকরা কি এতই প্রভাবশালী মিডিয়া এত লিখছে কিন্তু তবু কমছে না। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ধর্ষকদের বিচারের আওতায় আনা জরুরি। বিচার হবে এক বছর ধরে, এটা মানুষ ভুলে যায়। এভাবে হবে না। দ্রুত বিচার আইন ছাড়া কোনো উপায় নেই। আইনজীবী তামান্না তাসনিয়া তুয়া বলেন, নির্বাচিত সরকার না থাকায় বর্তমানে পুলিশ-প্রশাসন তৎপর নয়। ধর্ষণের ঘটনা আগেও ছিল। তবে তৃণমূল পর্যায়ে অনেকেই মামলা করতে চান না। দুর্বল শ্রেণির মানুষ মামলাকে হয়রানি কিংবা ভয় মনে করেন। আর যারা ধর্ষণের ঘটনা ঘটান তারা প্রভাবশালী হলে টাকা-পয়সা দিয়ে সমঝোতা করেন। বর্তমানে অ্যালার্মিং হলো বাচ্চারা বেশি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। শিশু ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার করা যেতে পারে। ধর্ষকদের শাস্তির বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাহান আরা হক বলেন, 'যে পরিস্থিতি! আমার বাচ্চাটাকেও বাইরে পাঠাতে ভয় করছে। দেশবাসীকে জানিয়ে একজন রেপিস্টকে যদি জনসম্মুখে সামরিক ট্রায়াল করে শাস্তি দেওয়া যায় তবেই ধর্ষণের মতো ঘটনা কমে আসবে। তাহলে বোঝা যাবে বিচার হয়। যারা ভুক্তভোগী তারা থানায় যেতে পারেন না, তাদের জন্য কোথাও কোনো স্পেস থাকে না। মামলা করলেও পরবর্তী সময়ে তারা কোনো সুফল পান না। তাদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখানো হয়।'

প্রশাসনের কর্তৃত্ব না থাকায় ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে: রিজভী প্রশাসনের কর্তৃত্ব না থাকায় ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। ১০ মার্চ নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহিলা দলের উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালি ও সমাবেশে তিনি বলেন, শিশু বোনের বাড়িতে নিরাপদ নয়, তাহলে আর কোথায় নিরাপদ হবে আজ ধর্ষণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। নারীরা এখন নিরাপদ নয়। প্রশাসন যদি আগের ঘটনাগুলোর বিচার করতো তাহলে এমন ঘটনা ঘটতো না। ১৫ বছর তো শেখ হাসিনা সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছেন। মানুষ নৈতিকতা শেখে পরিবার আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে। শেখ হাসিনা ১৫ পাঠ্যবইয়ে শুধু তার পিতা, মাতা, ভাই-বোনকে যুক্ত করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়িয়েছেন। জামিন না দিয়ে ধর্ষণের বিচার ৯০ দিনে : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল গত ৯ মার্চ সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কিছু আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছি। স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কিছুটা পরামর্শ করে, তারপর ফাইনালাইজ করবো। আমরা চেষ্টা করবো কয়েকদিনের মধ্যে আইনগত পরিবর্তন আনার জন্য। ব্যাখ্যা তুলে ধরে আফিস নজরুল বলেন, তদন্তকারী কর্মকর্তা ৩০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে তাকে পরিবর্তন করায় মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় অনেক দেরি হয়ে যেত। আমরা ইনশাআল্লাহ যে সংশোধনী আনবো- সেখানে বলবো যাকে দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকে সম্পন্ন করতে হবে, তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করা যাবে না। তদন্তের সময় অর্ধেক করে ১৫ দিন করে দিচ্ছি। বিচারের জন্য আগে যে সময় ছিল তা অর্ধেক করে দিচ্ছি, ৯০ দিনের মধ্যে ধর্ষণের মামলায় বিচার করতে হবে। ১৫ দিনে তদন্ত কাজ শেষ করতে হবে। আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, ধর্ষণের মামলায় ৯০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ না হলেও এ অজুহাতে কাউকে জামিন দেওয়া যাবে না। আগে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার না হলে জামিন দেওয়া যেত, এখন কোনো জামিন দেওয়া হবে না ধর্ষণের মামলায়। জিরো টলারেন্স নীতি পুলিশের : পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এনামুল হক সাগর বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ দমনের পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে। নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ পুলিশ অঙ্গীকারবদ্ধ। ধর্ষণের ঘটনায় সারাদেশে গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক ভঙ্গি, কটূক্তি, ইভটিজিং, হেনস্তা, যৌন হয়রানি বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হটলাইন (০১৩২০০০২০০১, ০১৩২০০০২০০২, ০১৩২০০০২২২২) সেবা চালু করেছে ইতোমধ্যে। দেশের যে কোনো স্থানে এমন ঘটনা ঘটলে এ হটলাইন নম্বরে অভিযোগ দেওয়া যাবে। এছাড়া সাইবার অপরাধের শিকার নারীদের আইনি সেবা ও সুরক্ষা প্রদানে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন ফেসবুক পেজেও অভিযোগ জানাতে পারবেন ভুক্তভোগীরা।

পণ্য খালাসে লাইটারেজ সংকট

মালিকানাধীন লাইটার জাহাজ রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্য অনুযায়ী, ১২ মার্চ পর্যন্ত বন্দরের জেটি ও বহির্নোঙরে ১২৪টি মাদার ভেসেল রয়েছে। এরমধ্যে ১০৭টি কনটেইনার ও বাল্কপণ্যবাহী জাহাজ। ১০৭টির মধ্যে ২১টি কনটেইনারবাহী, ১৪টি ন্যাচারাল গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানিবাহী ট্যাংকার। অবশিষ্ট ৭২টি বাল্ক জাহাজে বোঝাই রয়েছে চাল, গম, ডাল, সরিষা, অপরিশোধিত চিনি, অপরিশোধিত সয়াবিন, সার, লোহার স্ক্র্যাপ, সিমেন্ট ক্লিংকার, কয়লা, পাথর ও প্লাস্টিক দানা। যার মধ্যে ৬১টি জাহাজ এসব পণ্য নিয়ে বহির্নোঙরে খালাসরত রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লাইটারেজ সংকটের কারণে মাদার ভেসেলগুলো থেকে নির্ধারিত সময়ে পণ্য খালাস করা যাচ্ছে না। ফলে মাদার ভেসেলগুলোর গড় অবস্থানকাল বেড়ে যাচ্ছে। এতে প্রতিটি জাহাজের অবস্থানের বিপরীতে দৈনিক ১০ থেকে ২০ হাজার মার্কিন ডলার অতিরিক্ত গুনতে হচ্ছে আমদানিকারকদের। লাইটারেজ সংকট ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা হয় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. মনজুরুল কবীরের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমরা বেশ কিছুদিন ধরে অভিযোগ পাচ্ছিলাম, আমদানিকারকরা মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাস নিয়ে লাইটারেজগুলো ভাসমান গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছেন। এ নিয়ে আমদানিকারক ও লাইটারেজ মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। 'একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, অনেক আমদানিকারক বাল্ক পণ্য আমদানি করলেও তাদের কোনো স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নেই। যাদের স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নেই, তারা লাইটারেজে পণ্য রেখেই ক্রেতাদের কাছে বিক্রি ও সরবরাহ করছেন। আবার লাইটারেজ থেকে পণ্য খালাসে কোনো অটোমেশন প্রক্রিয়াও নেই। ফলে লাইটারেজ আনলোডে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ হচ্ছে।'

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, 'আমরা আমদানিকারকদের বলেছি দ্রুত লাইটারেজ খালাস করার জন্য। এরই মধ্যে বিআইডব্লিউটিসি, কোস্টগার্ড এবং নৌ পুলিশের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছি। অনেক লাইটার জাহাজকে জরিমানাও করা হয়েছে। তাছাড়া রমজান ঘিরে অনেকে ভোগ্যপণ্য আমদানি করেছেন। এসব পণ্য বাজারে চলে গেছে। আশা করছি দ্রুততম সময়ে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া যাবে। ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেলের (ডব্লিউটিসিসি) যুগ্ম সচিব আতাউল কবীর রঞ্জু বলেন, 'আমাদের এক হাজার ৪০০-এর কিছু বেশি লাইটারেজ রয়েছে। বর্তমানে বহির্নোঙর থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যাওয়া ৯১৫টি লাইটার জাহাজ পাঁচ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত খালাসের জন্য অপেক্ষমাণ। এরমধ্যে ২৯টি ঘাটে ১৬৩টি লাইটারেজ ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছে। তিনি বলেন, একসঙ্গে বেশি বাল্কপণ্য আমদানি হয়েছে। যে কারণে লাইটারেজের চাহিদা বেড়েছে। অনেক লাইটার জাহাজ আনলোড পয়েন্টে অপেক্ষা করছে। এতে বহির্নোঙরে অপেক্ষমাণ মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাসে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। এখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। প্রায় সব জাহাজ থেকে পণ্য খালাস নেওয়া হচ্ছে। ডব্লিউটিসিসি সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (১২ মার্চ) পর্যন্ত দেশের ৭৪টি ঘাটে ৯১৫টি লাইটারেজ পণ্য খালাসে অপেক্ষমাণ। এরমধ্যে ১৬৩টি রয়েছে ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে। সবচেয়ে বেশি অবস্থান করছে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ঘাটে। ওই ঘাটে ৩২টি লাইটারেজ জাহাজ ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে পণ্য খালাসের জন্য অপেক্ষমাণ। নারায়ণগঞ্জের হাসনাবাদ ঘাটে রয়েছে ২৩টি, যশোরের নোয়াপাড়া ঘাটে ১৯টি আর ঝালকাঠিতে ১৮টি লাইটারেজ। এছাড়া নগরবাড়ী ঘাটে ৯টি, মিরপুরে ৭টি, রূপসী ঘাটে ৫টি, সারুলিয়ায় ৪টি, ভৈরবে ৫টি, হাটাবো ও পটুয়াখালীতে ৬টি করে, মুক্তারপুর, আলীগঞ্জ ও রামপাল ঘাটে ৩টি করে, আশুগঞ্জ, কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট, সিঅ্যান্ডবি, মেঘনা, ব্রিজঘাটে দুটি করে এবং শিকারপুর, স্ক্যান সিমেন্ট, এমআই সিমেন্ট, পলাশ, পাগলা, বানারীপাড়া, মোংলা, আকিজ সিমেন্ট, নিতাইগঞ্জ ও শিরমনি ঘাটে একটি করে লাইটার জাহাজ খালাসের জন্য ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে অপেক্ষমাণ। লাইটার জাহাজ মালিকদের সংগঠন ইনল্যান্ড ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব চিটাগাংয়ের (আইভোয়াক) সিনিয়র সহ-সভাপতি বেলায়েত হোসেন বলেন, আমদানিকারকরা মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাস না নিলে প্রতিদিন হাজার হাজার ডলার ডেমারেজ গুনতে হয়। আবার লাইটারেজ থেকে নির্ধারিত সময়ে খালাস না হলেও বিলম্ব চার্জ দিতে হয়। ফলে কোনো আমদানিকারকই চান না জাহাজে তাদের পণ্য আটকা থাকুক। 'বৃহৎ শিল্প গ্রুপগুলো সাইকেল সিস্টেম অনুসরণ করে পণ্য আমদানি করে। তারা কস্ট অব প্রোডাক্টশন হিসাব করে পণ্য আমদানি ও উৎপাদন করে। সেখানে জাহাজে পণ্য বসিয়ে রাখলে তো ভর্তুকি ও ব্যাংক ঋণের সুদ বেড়ে যাবে। এতে পণ্যের কস্টিং (উৎপাদন ব্যয়) বেড়ে যাবে। শিল্প মালিকরা সেরকম ঝুঁকি নেন না। লাইটারেজগুলো পণ্যের গুদাম বানিয়ে ফেলার বিষয়টিও সঠিক নয়'- বলে দাবি করেন বেলায়েত হোসেন।

'লাইটারেজ মালিকরাও চান না পণ্য লোড করে তাদের লাইটারেজগুলো বসে থাকুক' দাবি করে বেলায়েত হোসেন বলেন, মাদার ভেসেল থেকে ক্রেনের সাহায্যে লাইটারেজ লোড হয়। কিন্তু কিছু পয়েন্টে শুধু সিমেন্ট ক্লিংকার ও র' সুগার আনলোডের ক্ষেত্রে ক্রেনের সুবিধা থাকলেও বেশিরভাগ আনলোড পয়েন্টে সনাতন পদ্ধতিতে শ্রমিকরা মাথায় করে পণ্য খালাস করেন। যেখানে মাদার ভেসেল থেকে একদিনেই এক থেকে দেড় হাজার টনের লাইটারেজ লোড দিতে পারে, সেখানে ঘাটে লাইটারেজ থেকে দিনে দুইশ টনও আনলোড করা সম্ভব হয় না। একটি লাইটারেজ শুধু খালাস করতেই ১০ দিনের বেশি লেগে যাচ্ছে।

এখন বাল্কপণ্য বেশি আমদানি হওয়ায় লাইটার জাহাজের সংকট মনে হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। বলেন, 'যখন বাল্কপণ্য আমদানি স্বাভাবিকভাবে কমে যাবে, তখন দেখা যাবে অনেক লাইটার অলস বসে রয়েছে।' চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক বলেন, পণ্য লোড করে লাইটারেজগুলো বন্দরের বহির্নোঙর এবং বন্দর সীমানায় যেন অবস্থান করতে না পারে সেজন্য পণ্য লোড করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বন্দর ছাড়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মূলত দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়া লাইটারেজ থেকে পণ্য আনলোডে সময় বেশি ক্ষেপণ হচ্ছে। তাই লাইটারেজের সংকট হয়েছে। ফলে মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাস কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশেষত, রমজানের শুরুতে একসঙ্গে আমদানি করা অনেক ভোগ্যপণ্য বন্দরে চলে আসায় এমনটি হয়েছে। এখন রমজানের বেশিরভাগ ভোগ্যপণ্য খালাস হয়েছে। সামনের সপ্তাহ থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, বড় বড় আমদানিকারক লাইটার জাহাজকে ভাসমান গুদাম বানিয়ে রেখেছেন। এতে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের দাম বাড়ানোর কারসাজি রয়েছে। কারণ, কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের যে পরিমাণ দাম বাড়ানো যায়, এতে জাহাজের ডেমারেজ তেমন কিছুই নয়। ফলে লাইটার জাহাজের সংকট দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিনের দাম বাড়েনি। আমাদের দেশে রমজানের শুরুতে সয়াবিনের চাহিদা বেশি থাকার পরও আমদানিকারক ও মিলাররা নিয়মিত সয়াবিন তেল বাজারে না ছেড়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছেন। আমদানিকারকরাও বড় বড় শিল্প গ্রুপ। সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। উল্টো তারাই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কথা তুলে ধরে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হবে নয়াদিল্লির অবস্থান তুলে ধরেছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, "আমরা প্রতিবেশী দেশটিতে নানা ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি হতে দেখেছি। কিন্তু বাংলাদেশ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো বক্তব্য দেয় না। অন্যদের কাছ থেকেও বাংলাদেশ একই বিষয় প্রত্যাশা প্রকাশ করে।"

আগামীকাল ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল

বিরাট অংশ ভিটামিন 'এ' ঘাটতিতে ভুগছে এবং ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে এই ঘাটতি পূরণে শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো প্রয়োজন। ইতোমধ্যে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বছরে দুই বার শতকরা ৯৮ ভাগ শিশুকে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর ফলে ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্বের হার শতকরা ১ ভাগের নিচে কমে এসেছে এবং শিশু মৃত্যুর হারও কমেছে। এই সাফল্য ধরে রাখতে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে ৬-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো চলমান রাখতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় জানায়, শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তাদের একটি অংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। অন্ধত্ব একটি পরিবারের জন্য অভিশাপ তথা একটি দেশের জন্য বোঝা। বছরে ২ বার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের এ অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে বহুলাংশে মুক্ত করা যায় এবং শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকিও কমানো সম্ভব। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুদৃঢ় নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের সকল শিশুর অপুষ্টি দূরীকরণ ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। এ বছর আগামী ১৫ মার্চ সারাদেশে ৬-৫৯ মাস বয়সী প্রায় ২ কোটি ২৬ লক্ষ শিশুকে ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী ইপিআই কেন্দ্রের মাধ্যমে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

প্রধান উপদেষ্টা চীন সফরে যাচ্ছেন

এশিয়ার (বিএফএ) সম্মেলনে উদ্বোধনী প্লেনারি সেশনে বক্তব্য দেবেন বলে আমরা জেনেছি। তিনি আরও বলেন, ওইদিন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে চীনের স্টেট কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রিমিয়ার দিং ঝুঝিয়াংয়ের বৈঠক হতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই মুখপাত্র বলেন, আগামী ২৮ মার্চ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা। এরপর আগামী ২৯ মার্চ চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য দেবেন। পরে তার বেইজিং থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করার কথা রয়েছে।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

এর থেকে আরো আজব কিছু আচরণ দেখা যায়। যেমন, এলাকার কিছু যুবক রামাযানের শেষ রাতে মাইক নিয়ে এসে সম্মিলিত কণ্ঠে গযল বা কাওয়ালী গেয়ে মানুষের বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে চাঁদা আদায় করে। অথবা মাইক বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। এ ছাড়াও এলাকা ভেদে বিভিন্ন বেদআতী কার্যক্রম দেখা যায়। আমাদের জানা উচিত, শেষ রাতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিচের আসমানে নেমে আসেন। এটা দুআ কবুলের সময়। আল্লাহ তাআলার নিকট এ সময় কেউ দুআ করলে তিনি তা কবুল করেন। মুমিন বান্দাগণ এ সময় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন, কুরআন তেলাওয়াত করেন, মহান আল্লাহ তাআলা তাআলার দরবারে রোনাজারি করে থাকেন। সুতরাং এ সময় মাইক বাজিয়ে, গযল গেয়ে বা চাঁদা তুলে এ মূল্যবান সময়ে ইবাদতে বিঘ্নিত করা নিঃসন্দেহে গুনাহর কাজ। এতে মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো হয়। যার ফলে অনেকের সেহেরি এমনকি ফজরের নামাজ পর্যন্ত ছুটে যায়। এই কারণে অনেক রোযাদারগণ সেহেরির শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব না করে আগে ভাগে সেহেরি শেষ করে দেয়। এ সবগুলোই গুনাহের কাজ। তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে ক্ষেত্রে সুন্নত কী? এ ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে, ফজরের আগে সেহেরির জন্য আলাদা একটি আজান দেওয়া। এই আজান হল সেহেরি খাওয়ার জন্য এবং তারপর ফজর সালাতের জন্য আরেকটি আজান দেওয়া। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে দুজন মুআযযিনও নিয়োগ করা ছিল। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বেলাল রাতে আজান দেয়। অত:এব তোমরা বেলালের আজান শুনলে পানাহার করতে থাক ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান দেওয়া পর্যন্ত।" [বুখারী, অনুচ্ছেদ: ফজরের আগে আজান দেওয়া। মুসলিম: অনুচ্ছেদ: ফজর উদিত হলে রোযা শুরু হবে।] সুনানুন নাসাঈর হাদিসে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বেলাল আজান দেয় এজন্য যে, যেন ঘুমন্ত লোক জাগ্রত হয় আর তাহাজ্জুদ আদায়কারী ফিরে আসে অর্থাৎ নামাজ বাদ দেয় এবং সেহেরি খায়।" সুতরাং এ দুটির বেশি কিছু করতে যাওয়া বিদআত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এজন্যই ওলামাগণ বলেছেন, "যেখানে একটি সুন্নত উঠে যায় সেখানে একটি বিদআত স্থান করে নেয়।" আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। সুন্নত উঠে গিয়ে সেখানে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি স্থান দখল করে নিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় সুন্নতের দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে এলাকায় দুটি আজান দেওয়ার প্রচলন নেই সেখানে রমজান মাসে হঠাৎ করে দুটি আজান দেওয়া ঠিক নয়। কেননা, এতে মানুষের মাঝে সেহেরি খাওয়া ও ফজর সালাতের সময় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত

মাগুরার সেই শিশুর ধর্ষণের বিচার ৭

করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শিশুটির আজ সকালে তিনবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে, দুইবার স্থিতিশীল করা গেলেও তৃতীয়বার আর হৃৎস্পন্দন ফিরে আসেনি। আট বছরের শিশুটি গত বুধবার (৫ মার্চ) বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গভীর রাতে ধর্ষণের শিকার হয়। শিশুটিকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেও তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। পরে বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) রাতে অচেতন অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার (৭ মার্চ) রাতে শিশুটিকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। পরে শনিবার (৮ মার্চ) সন্ধ্যা ছয়টায় শিশুটিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় ভর্তি করা হয়। শিশুটির চিকিৎসায় সিএমএইচের প্রধান সার্জনকে প্রধান করে আটজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। বোর্ডে ছিলেন- সার্জিক্যাল বিশেষজ্ঞ, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগ, প্লাস্টিক সার্জন, শিশু নিউরোলজি বিভাগ, অ্যানেসথেসিয়া, শিশু হৃদরোগ বিভাগ, শিশু বিভাগের সার্জন, ইউরোলজি বিভাগ, থোরাসিক সার্জন বিভাগের চিকিৎসকেরা।

মাগুরায় ধর্ষণের শিকার

যে, মাগুরায় নির্যাতিত শিশুটি আজ ১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে দুপুর ১টায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শিশুটির আজ সকালে তিনবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে, দুইবার স্থিতিশীল করা গেলেও তৃতীয়বার আর হৃৎস্পন্দন ফিরে আসেনি। হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক কর্নেল নাজমুল হামিদ বলেন, আজ সকালে দুই দফায় শিশুটির কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। সিপিআর দেওয়ার পর তার হৃৎস্পন্দন ফিরে আসে। কিন্তু দুপুর ১২টায় তার আবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। এই দফায় সিপিআর দেওয়ার পরও তার হৃৎস্পন্দন আর ফিরে আসেনি। দুপুর ১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিশুটির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং যেকোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিশুটির বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে। উল্লেখ্য, গত ৫ মার্চ শিশুটি মাগুরায় বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়। ৬ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় শিশুটিকে মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে দুপুরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এরপর ৮ মার্চ শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল থেকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় ভর্তি করা হয়।

মাগুরার সেই শিশু ধর্ষণে জড়িতদের

সমবেদনা জানাচ্ছে এবং যেকোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। শিশুটির বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আট বছরের শিশুটি গত বুধবার (৫ মার্চ) বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গভীর রাতে ধর্ষণের শিকার হয়। শিশুটিকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেও তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। পরে বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) রাতে অচেতন অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার (৭ মার্চ) রাতে শিশুটিকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। পরে শনিবার (৮ মার্চ) সন্ধ্যা ছয়টায় শিশুটিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় ভর্তি করা হয়।

লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল থেকে ৭ দালাল আটক

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুর জেলা সদর হাসপাতালে হঠাৎ যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে সাত দালালকে আটক করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে যৌথ বাহিনী সদস্যরা। পরে তাদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়। পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে দালাল চক্রের সদস্যরা সদর হাসপাতালে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রলোভনে প্রতারণা করে আসছে। এমন অভিযোগে দুপুরে হাসপাতাল এলাকায় সেনাবাহিনীর ও পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করার সময় দুই নারী ও পাঁচ পুরুষসহ সাত দালালকে আটক করে যৌথবাহিনীর সদস্যরা। পরে দালাল চক্রের সদস্যদের লক্ষ্মীপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়। আটকরা হলেন- লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের সংমেসরাবাদ এলাকার মৃত তাজুল হক খন্দকারের ছেলে মোহাম্মদ ফেরদাউস, লামছড়ি এলাকার সিরাজ মিয়ার ছেলে দুলাল, রায়পুরে চরপাতা গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মাহাবুবুল আলম লিটন, রায়পুর লক্ষ্মী গ্রামের ফারুকের স্ত্রী রোজিনা আক্তার, সদর উপজেলা লাহাকান্দি গ্রামের খোকনের স্ত্রী নাজমা আক্তার, বাঞ্চানগর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে কবির ও খিলবাইসা গ্রামের নান্টু মিয়ার ছেলে সোহেল।

সূচকের উত্থান: ডিএসইতে লেনদেন

পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ২২০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯৩টি কোম্পানির, কমেছে ৯২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৫টির। দিন শেষে সিএসইতে ৮ কোটি ৩৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫ কোটি ২০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

আমাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে না

ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজন সবাইকে বলেন, দেশের জন্য কাজ করতে হবে, অন্যথায় সবকিছু ভেঙে যাবে। শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকদের উদ্দেশে আইজিপি বলেন, আপনারা (শিল্প পুলিশ) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এ যাত্রায় আমরা সঙ্গে পেয়েছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে, বিশেষ করে নবম পদাতিক ডিভিশনের সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের অনুরোধে, শ্রম মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ও মার্চ মাসের আংশিক বেতন ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করবে। আপনাদের মাধ্যমে আমি সব শ্রমিক ভাই ও বোনদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তাদের এই ন্যায়সঙ্গত পাওনা আদায়ের জন্য সব পক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনায় আছি এবং আপনাদের পাশে থাকবো। তিনি বলেন, শিল্প খাতের সব স্টেকহোল্ডার এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ সবার প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা কোনও গুজবে কান দেবেন না। আপনারা নিজ কর্মস্থলের প্রতি যত্নবান হবেন। ভাঙচুর করে প্রিয় কর্মস্থলের কোনও ক্ষতি হতে দেবেন না। আমরা দেখেছি, গুজব ছড়ানোর কারণে অনিয়মতান্ত্রিক ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালানো হয়। এখানে আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরও সহযোগিতা কামনা করছি। এরকম গুজবের বিষয়গুলো আপনারা যেন সমাজের সামনে তুলে ধরেন, সেজন্য আপনাদের আহ্বান জানাই। যদি এরকম গুজব ছড়িয়ে ভাঙচুর চালানো হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যারা ভাঙচুর করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব। রাস্তা অবরোধের মতো জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কোনও কাজ করা যাবে না। সমাজের সবার প্রতি আমার আবারও আহ্বান, পুলিশকে সহযোগিতা করুন, কাজের পরিবেশ তৈরি করুন, পুলিশকে প্রতিপক্ষ ভাববেন না, পুলিশের প্রতি আক্রমণ করবেন না। আইন ও সংবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। দেশ গঠনে আমাদেরকে দেশের সেবা করার সুযোগ দিন। বাহারুল আলম বলেন, ঈদের ছুটিতে ঢাকা থেকে লাখ লাখ মানুষ বাড়িতে যাবেন। তাদের এই আনন্দ যাত্রায় যেন বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য শিল্প পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক ভাইবোনদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা দাবি আদায়ের জন্য রাস্তা আটকাবেন না। তাহলে লাখ লাখ মানুষের দুর্ভোগের কারণ তৈরি হবে। আপনারা তাদের বছরের একটি আনন্দ যাত্রায় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবেন না। এ ধরনের কার্যকলাপ যদি কেউ করে আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলছি, আমরা এ বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেবো। মো. বাহারুল আলম বলেন, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে সবার কাজ করতে হবে। এখানে যাদের মধ্যে আঘাত লেগেছে বা সংক্ষুব্ধ তারা চাইছে যেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হয় ও প্রশাসন ব্যর্থ হয়। শিল্পখাত অস্থিরতাসহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির জন্য এই মহল জড়িত। তাদের প্রতিহত করাই পুলিশের কাজ। তিনি বলেন, ঈদযাত্রায় বিপুল সংখ্যক মানুষ শহর ছাড়েন। মানুষের সম্পত্তি, বাসা বাড়িতে চুরি, ছিনতাই প্রতিরোধে সারা দেশে বিশেষ নজরদারি থাকবে। তারপরও সবাই বাড়িঘর তালা দিয়ে যাবেন। এর আগে গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া বাইপাস মোগরখাল এলাকায় শিল্প পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণে কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আইজিপি বলেন, সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পুলিশের কোনো রাজনৈতিক আনুগত্য নেই। বিএনপি, আওয়ামী লীগ বুঝি না। ৫ আগস্টের আগে পুলিশের রাজনৈতিক আনুগত্যের জন্য কলঙ্কিত হয়েছে। এটা করে পুলিশ মানুষের বিরুদ্ধে গেছে। কিছু লোকের উচ্চাভিলাষ, অন্ধ ও অন্যায় আনুগত্যের জন্য এটা হয়েছে। তাদের ভুলের জন্য কাজ করতে গিয়ে পুলিশকে মরতে হয়েছে। এটা যে অর্ডার করেছে দায়ভার তার। তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক সিবগাতুল্লাহর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন-ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি একেএম আওলাদ হোসেন, গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল করিম খান ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ডিআইজি ইসরাইল হাওলাদার।

৩০ ঘণ্টায় ট্রেনের জিম্মি দশার

মধ্যে কী নিয়ে আলোচনা করছিলেন, মুক্তির পর তাও জানিয়েছেন বন্দিরা। মুশতাক মোহাম্মদ বলেন, বিদ্রোহীরা মূলত বেলুচ ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। তাদের নেতা বার বার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। সকলকে সজাগ থাকতে বলছিলেন। বিশেষ করে নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধির দিকে নজর রাখতে বলা হচ্ছিল। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরানওয়ালা জেলার বাসিন্দা নোমান আহমেদ জানিয়েছেন, তিনি ওই ট্রেনে ঈদের জন্য বাড়ি ফিরছিলেন তার কথায়, 'আমরা যখন বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায়, তখন গুলি থেকে বাঁচতে ট্রেনের কামরার দরজা বন্ধ করে দেই। কিছুক্ষণ পর একজন সন্ত্রাসী এসে বাকি যাত্রীদের থেকে নারী এবং বয়স্কদের আলাদা করে নিয়ে যায়। কয়েকজন আহত যাত্রী ট্রেনের মধ্যে থেকে যায়। তারা বের না হতে চাওয়ায় সন্ত্রাসীরা তাদের ওপরে গুলি চালায়। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, ট্রেনটিতে মোট ৪৪০ জন যাত্রী ছিল। অভিযানে ৩৩ সন্ত্রাসীর সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত অভিযানের সময় কোনো যাত্রী নিহত হননি। তবে এর আগেই ২১ যাত্রীকে হত্যা করেন হামলাকারীরা। পেশোয়ারগামী যাত্রী গত মঙ্গলবার দুপুরে হামলা চালায় সশস্ত্র একটি গোষ্ঠী। বেলুচিস্তানের বোলান এলাকায় কাছে তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে যাত্রীদের জিম্মি করে। নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্রগুলো জানায়, হামলাকারীরা স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে 'বিদেশি সহযোগীদের'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাদের মধ্যে আফগানিস্তানে থাকা একজন 'মাস্টারমাইন্ড' রয়েছেন। এ ছাড়া তারা ট্রেনে থাকা নারী ও শিশুদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। এ কারণে অভিযানে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এদিকে যাত্রীবাহী ট্রেনে 'সন্ত্রাসী হামলার' তীব্র নিন্দা জানান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এক বিবৃতিতে শাহবাজ শরিফ বলেন, এই পবিত্র রমজান মাসে নিরীহ যাত্রীদের লক্ষ্যবস্তু বানানো প্রমাণ করে, ওই সমস্ত ব্যক্তিদের ইসলাম, পাকিস্তান ও বেলুচিস্তানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

গোপালগঞ্জে স্বর্ণপট্টিতে ভয়াবহ

জুয়েলার্সের মালিক অসিত বিশ্বাস বলেন, গভীর রাতে শাহজাহান মুন্সির আল মদিনা জুয়েলার্সে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে প্রথমে আগুনের ঘটনা ঘটে। এতে আমার দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ অগ্নিকাণ্ডে ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ধর্ষক, নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের

বিচারহীনতা, বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা, অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারায় এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ বেড়েই চলেছে। তিনি বলেন, মাগুরায় সেই শিশুর সঙ্গে করা অপরাধের বিচারকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে অপরাধীদের শাস্তি কার্যকর করা হোক, আমরা এই আবেদন জানাচ্ছি। এ সময় নারী ও শিশুদের জন্য একটি সুস্থ ও নিরাপদ ভুবন গড়ে তুলতে নারী অধিকার আন্দোলন ছয়টি দাবি জানায়। দাবিগুলো হলো নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা; দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে যথা সময়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা; বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করা; শরিয়াহ আইনের মাধ্যমে ধর্ষণের বিচার করা; নারী ও শিশুর প্রতি পাশবিক অত্যাচার দমনে কঠোর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা এবং দণ্ড প্রক্রিয়া কার্যকর করা। মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন- নারী অধিকার আন্দোলনের সহ-সভানেত্রী ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডা. নাঈমা মোয়াজ্জেম, সাধারণ সম্পাদক নূরুন্নাহার, লালমাটিয়া মহিলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আফিফা মুশতারী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. তাহেরা বেগম, ড. শারমিন ইসলাম, লেখিকা নুরুন্নাহার খানম নীরু, সৈয়দা শাহীন আকতার, ড. সাজেদা হুমাইরাসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা।

মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুর বোনের

আল ইমরান এ নোটিশ প্রেরণ করেন। নোটিশে বলা হয়েছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৪ ধারায় বলা আছে, (১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোনও সংবাদপত্রে বা অন্য কোনও সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়। (২) উপ-ধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করা হইলে উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। কিন্তু আইনে স্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও স্পর্শকাতর এই ঘটনায় মাগুরার ভিকটিম শিশুর ছবি, ভিডিও ও তার পরিচয় শনাক্তকরণের তথ্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিগত ৯ মার্চ এ বিষয়ে দায়ের করা রিটের প্রেক্ষিতে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ বেশকিছু আদেশ প্রদান করেন। সেসব আদেশে শিশুটির ছবি, ভিডিও ও পরিচয় শনাক্তকরণ সকল বিষয়াদি দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণের নির্দেশ দেন। এছাড়াও ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৪ ধারা মোতাবেক সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধানিষেধ সত্ত্বেও তা (১৪ ধারা) ভঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তিন কার্যদিবসের মধ্যে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্ট নির্দেশ দেন। আদালত এসময় মন্তব্য করেন, শিশুটির বোনও একজন শিশু। তাই তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ১৪ ধারা অমান্যে যে শাস্তি হতে পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করতে হবে। তাই আদালত তার আদেশে, ভুক্তভোগী শিশু ও তার ১৪ বছর বয়সী বড় বোনের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। এজন্য ঢাকা ও মাগুরা জেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে আদেশ দেওয়া হয়। অথচ আইনের বিধি-নিষেধ এবং হাইকোর্টের কঠোর নির্দেশনা সত্ত্বেও যশোরের এক নারী বাইকার কর্তৃক পরিচালিত 'আমরাও মানুষ' নামে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিওধারণের মাধ্যমে শিশুটির বড় বোনের কাছে ঘটনার বর্ণনা জানতে চাওয়া ও ঘটনার সত্য-মিথ্যা বিষয়ে জবাবদিহিমূলক ভিডিও ধারণ করা হয়। ওই নারী কনটেন্ট ক্রিয়েটরের একই ঘটনায় একাধিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেন। যা মুহূর্তে ভাইরাল হয় এবং তা দেখে উৎসুক জনতাও ভিডিও ধারণে উৎসাহী হয়ে পড়ে। যার মাধ্যমে ভিকটিম পরিবারটিকে নতুন করে ভিকটিমাইজ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তাই এই নোটিশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেসব ভিডিওসহ শিশুটির পরিচয় শনাক্ত করা যায়- এমন সব ভিডিও-পোস্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে অপসারণের অনুরোধ করা হয়। একইসঙ্গে 'আমরাও মানুষ' পেজে-চ্যানেল থেকে প্রচারিত কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত বিচার ও শিশুটির পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের অনুরোধ করা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনা এড়ানোর জন্য দেশে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে অনুরোধ করা হয়। অন্যথায় এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে নোটিশদাতা উপযুক্ত আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

গাজায় বিদ্যুৎ ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ

বিচ্ছিন্ন করাটা যুদ্ধাপরাধ যা তৃষ্ণার্ত মানুষের বিপর্যয়ের মুখে পতিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।" হামাস বলেছে, বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ইসরায়েলের পানি ও খাদ্যকে ব্যবহার করছে এবং এটি আসলে "গাজার মানবিক বিপর্যয়কে আরও খারাপ করার একটি পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার অংশ।" একইসঙ্গে গাজার ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দার ওপর "অভূতপূর্ব সমন্বিত শাস্তি" আরোপের জন্যও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে অভিযুক্ত করেছে হামাস।

আনাদোলু বলছে, যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময় চুক্তি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি এই ভূখণ্ডের ওপর অবরোধ আরোপের সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে গত রোববার ইসরায়েল গাজায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। জাতিসংঘের স্পেশাল র‌্যাপোর্টিয়ার ফ্রান্সেসকা আলবানিজ ইসরায়েলি এই পদক্ষেপকে "গণহত্যার সতর্কতা" হিসেবে নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, বিদ্যুৎ ছাড়া পরিষ্কার পানি পাওয়া যাবে না। গাজায় মানবিক সহায়তার প্রবেশ বন্ধ করার ইসরায়েলি সিদ্ধান্তের পরে স্থানীয় এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো ফিলিস্তিনি জনগণের অনাহারের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়েও সতর্কতা জারি করেছে। মঙ্গলবার গাজা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির মুখপাত্র মোহাম্মদ থাবেত বলেন, গত নভেম্বর থেকে ইসরায়েল গাজা ভূখণ্ডে মাত্র পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। আর সম্প্রতি গাজার বিদ্যুৎ সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় ইসরায়েল। হামাস বলেছে, ইসরায়েলের গাজা ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়া এবং খাদ্য ও চিকিৎসা সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির "গুরুতর লঙ্ঘন" এবং "আন্তর্জাতিক ও মানবিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন"। এছাড়া জাতিসংঘ, মানবিক সংস্থা এবং আরব রাষ্ট্রগুলোকে "এই বর্বর অপরাধ বন্ধ করতে", অবরোধ তুলে নিতে এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের সামনে ইসরায়েলি নেতাদের জবাবদিহি করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হামাস।

অবহেলায় মা ও শিশুর মৃত্যু: ৫০

অ্যাডভোকেট মাহফুজ বিন ইউসুফ, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট একরামুল কবির ও অ্যাডভোকেট মো. ঈসা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় নোয়াখালীর সেনবাগ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক এমএ আউয়ালের পক্ষে রিটটি দায়ের করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. সোলায়মান তুষার। রিটে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের রেজিস্টার, বাংলাদেশ নার্সিং মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্টার, নোয়াখালী জোলার সিভিল সার্জন, নোয়াখালীর সাউথবাংলা হাসপাতাল, হাসপাতালের পরিচালক মহিউদ্দিন, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (অ্যানেস্থেসিয়া) ডাক্তার মো. আক্তার হোসেন অভি, তার স্ত্রী ও নোয়াখালী মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস) জুনিয়র লেকচারার ডাক্তার ফৌজিয়া ফরিদ, সাউথ বাংলা হাসপাতালের মেডিকেল সহকারী জাহিদ হোসেন ও সাউথ বাংলা হাসপাতালের ওটি ইনচার্জ সজিব উদ্দিন হৃদয়কে বিবাদী করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর ব্যারিস্টার মো. সোলায়মান তুষার ডাকযোগে সংশ্লিষ্টদের আইনি নোটিশ পাঠান। নোটিশে বলা হয়, ২০২৩ সালের ১৬ অক্টোবর রাতে সেনবাগ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক এমএ আউয়াল তার অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে উম্মে সালমা নিশির চিকিৎসার জন্য সাউথ বাংলা হাসপাতালে আসেন। এ সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, কর্মরত মেডিকেল সহকারী জাহিদ হোসেনের সহায়তায় ডা. আক্তার হোসেন অভি ও তার স্ত্রী ডা. ফৌজিয়া ফরিদ রোগীকে হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি না করে, রোগীর কোনও রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে এবং অভিভাবকের সম্মতি না নিয়েই তাড়াহুড়া করে সিজার করেন। এ সময় ঘটনাস্থলেই মা ও সন্তানের মৃত্যু হয়। ঘটনা ধামাচাপা দিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসক ডা. অভি ও তার স্ত্রী ফৌজিয়া ফরিদ প্রসূতির অবস্থা সংকটাপন্ন জানিয়ে আইসিইউ সাপোর্টের কথা বলে কুমিল্লায় রেফার করেন। ভুক্তভোগীর অভিভাবকরা তাকে কুমিল্লার টাওয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, অনেক আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। নোটিশে আরও বলা হয়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারদের ভুল ও অপচিকিৎসার কারণেই ভিকটিম ও নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ ও ৩২ এর লঙ্ঘন। তারা এর দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না।

ব্যাংক আমানতে উর্ধ্বগতি

হয়। ২০২৩ সালের অক্টোবরে আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে মোট আমানত দাঁড়িয়েছে ১৭ লাখ ৭৬ হাজার কোটি টাকা। যা তার আগের বছরের একই সময়ে (ডিসেম্বর-২০২৩) ছিল ১৬ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ঋণ অনিয়ম ও তারল্য সংকটের কারণে গ্রাহকদের মধ্যে আস্থার ঘাটতি তৈরি হয়। এসব কারণে সামগ্রিক ব্যাংক খাতে আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যায়। ব্যাংক খাতে আমানতের প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের ওপর থাকা উচিত। তবে আমাদের দেশে হওয়া উচিত ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। ব্যাংকিং চ্যানেলে ফিরছে টাকা চলতি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ব্যাংকের বাইরে থাকা প্রায় ২ হাজার ১৪০ কোটি টাকা পুনরায় ব্যাংকে ফিরেছে। জানুয়ারি শেষে ব্যাংকের বাইরে মানুষের হাতে থাকা অর্থের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। যা তার আগের মাস ডিসেম্বরে ছিল ২ লাখ ৭৬ হাজার কোটি টাকা।

জামায়াতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি. খোজিন এ আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান তিনি। তাহের বলেন, 'বৈঠকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার আশ্বাস দিয়েছে রাশিয়া।'সাক্ষাৎকালে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে থাকায় রাশিয়ার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান জামায়াত আমির। এসময় জামায়াত আমিরকে বাংলাদেশে রাশিয়ার বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর আশ্বাস দেন রাষ্ট্রদূত।

আইন-শৃঙ্খলায় রক্ষায় বিপুল খরচেও

নির্বাচনী বছর ছিলো। সেজন্য ওই বছরে আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা খাতে বিপুল অংকের বরাদ্দ এবং খরচ করা হয়। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তায় খরচ বাড়লেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। যদিও নির্বাচনী বছরে পুলিশের নিয়মিত দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু গত ৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কার্যত তিনদিন দেশের কোথাও পুলিশের কোনো কার্যক্রম ছিল না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশ কর্মস্থলে ফিরে এলেও অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে টহল কার্যক্রম বা চেকপোস্ট কার্যক্রম সেভাবে দেখা যায়নি। আর গত কয়েক মাসে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় ব্যয় বাড়লেও পরিস্থিতির অবনতি ঠেকানো যায়নি। সূত্র আরো জানায়, দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পুলিশ ব্যাপক জনরোষের শিকার হয়। পুলিশের ৪৬০টি থানা ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বিগত ছয় মাসেরও বেশি পেরিয়ে গেলেও এখনো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। বরং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মতো এলাকাগুলোয় খুন, অপহরণ, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের ঘটনা বেড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ এখনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে খুন, অপহরণ, চুরি, ছিনতাই ও পুলিশের ওপর মোট ৫ হাজার ৮৬২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৩২৯টি অপহরণ ও ১ হাজার ৫৪৫টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। তার সঙ্গে ৬২৩টি ছিনতাই ও ৩ হাজার ১৫৩টি চুরির ঘটনা ঘটেছে। আর দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের ওপর ১৯২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে । এদিকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি অর্থনীতিতেও চাপ তৈরি করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি বাড়ছে। বিশেষ করে পণ্য পরিবহন খাতে এ চাঁদাবাজি মাত্রাতিরিক্ত। বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সমপ্রতি ঢাকার কারওয়ান বাজার ও চট্টগ্রামের পতেঙ্গাসহ অন্যান্য স্থানে পুলিশ বাহিনীর ইউনিফর্মধারী সদস্যদের সঙ্গে কিছু উচ্ছৃঙ্খল, সমাজবিরোধী ও আইন অমান্যকারী ব্যক্তির সঙ্গে অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসৌজন্যমূলক ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এতে পুলিশ বাহিনী মর্মাহত, চরম উদ্বিগ্ন ও আশাহত। কিছু উচ্ছৃঙ্খল ও শান্তি বিঘ্নকারী ব্যক্তি অযাচিতভাবে পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাতে জনমনে অশান্তি, হতাশা সৃষ্টি ও জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী জনগণ ও সরকারের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ইস্পাতসম মনোবল নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। অন্যদিকে সার্বিক বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগর জানান, পুলিশ পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি পুলিশ সদস্য কাজ করে যাচ্ছেন। রাজধানীসহ সারা দেশেই বাড়ানো হয়েছে টহল ও তল্লাশিচৌকির কার্যক্রম। পুলিশ বাহিনী ভবিষ্যতেও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এসি মামুনের প্রত্যাহারসহ জড়িতদের

হেনস্তা, ক্যাট-কলিং, ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা দেশজুড়ে নারীদের জন্য এক অসহনীয় এবং অনিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত জনগণের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ইডেন শিক্ষার্থী সুমাইয়া আক্তার বলেন, মঙ্গলবার ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে ৯ দফা দাবিতে পদযাত্রা ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ প্রথমে হামলা করে। তারপর ডিএমপির রমনা বিভাগের সিভিল ড্রেসে থাকা এসি মামুন ন্যাক্কারজনকভাবে পেছন থেকে অতর্কিত হামলা চালান। এই হামলায় পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে। নারীদের হেনস্তা করেছে, সাংবাদিকরা আহত হয়েছেন; যা আওয়ামী আমলের পুলিশি রাষ্ট্রেরই চিহ্ন বহন করে। তিনি বলেন, এই হামলায় সুমাইয়া আক্তার, মেঘমল্লার বসু, আহমেদ আরাফ, তাসমিয়া নেবুলা, সাজেদুল ইসলাম, অংঅংসহ কমপক্ষে ১৫ জন আহত হন। ধর্ষণ ও নারী নিপীড়নবিরোধী একটা মিছিলকে আটকানোর জন্যে ডিএমপি প্রথমে কোনও নারী পুলিশ রাখেনি, পুরুষ পুলিশরা নারী শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস কায়দায় হামলা করে। আন্দোলনকারীরা আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে মোকাবিলা করেছে এবং কয়েকজন পুলিশ সদস্যও এতে আহত হন। তিনি আরও বলেন, 'এই পুলিশি হামলার পর আমরা দেখলাম, ন্যায্য আন্দোলনকে বিতর্কিত করতে একদল মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে উসকানিমূলক অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছেন। বিভিন্ন ছবি ও খণ্ডিত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে এই হামলাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই মিথ্যা, খণ্ডিত, অপপ্রচারে অনেকেই বিভ্রান্তও হয়েছেন। বিভ্রান্ত না হয়ে সবাকেই ধর্ষণ ও সব ধরনের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানাই। সুমাইয়া আক্তার বলেন, 'গত বুধবার বিকালে আমরা লক্ষ্য করলাম, পুলিশ রমনা মডেল থানায় সেই আন্দোলনকারী এবং আহত এক সাংবাদিকসহ ১২ শিক্ষার্থী এবং ৭০ থেকে ৮০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে দাঙ্গা সৃষ্টির মিথ্যা মামলা করেছে। আরও অবাক হতে হয়, যখন দেখি সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিল না, এমন কয়েকজনের নামেও মামলা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করে গণহারে এই মামলা করেছে। আমরা এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাই। সংবাদ সম্মেলন থেকে ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশেরে জানানো দাবিগুলো হলো ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সংগঠকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অন্যায্য মামলা প্রত্যাহার করতে হবে; নারী আন্দোলনকারীসহ একাধিক আন্দোলনকারীদের শারীরিকভাবে নিপীড়ন এবং শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য আন্দোলনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা পুলিশ কর্মকর্তা এসি মামুনের অপসারণ এবং তদন্ত সাপেক্ষে হামলায় জড়িত অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা আনতে হবে; স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ, ধর্ষক-নিপীড়কদের বিচারসহ ৯ দফা মেনে নেওয়া এবং সংঘবদ্ধ ও উসকানিমূলক অপপ্রচার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

এনআইডির কার্যক্রম ইসির অধীনেই

থেকে তথ্য নিচ্ছে। অন্যান্য সংস্থাও তথ্য নিচ্ছে। সুরক্ষিত বলেই তারা তথ্য নেয়। ইসি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন, যারা মানববন্ধন করেছেন তারা আমাদেরই সহকর্মী। তাদের দিক দিয়ে দাবি ঠিক আছে। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তারা আন্দোলন করতে পারে কি না জানতে চাইলে আখতার আহমেদ বলেন, কারোই ভোগান্তি হোক এটা আমরা চাই না। কিন্তু এটি নিষ্পত্তি করতে যদি দেরি হয়ে থাকে সেটার জন্য নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। সে কারণ নিষ্পন্ন হলেই ভোগান্তি থাকবে না।

গির্জায় সুব্রত বৈদ্য হত্যা মামলায় সব

২০১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সুব্রত হত্যার শিকার হন। এ ঘটনায় নিহতের বোন সুবর্ণা বৈদ্য প্রথমে দারুস সালাম থানায় অপমৃত্যুর মামলা করেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তিনি থানায় মামলা করতে গেলে থানা মামলা নেয় না। পরে সুবর্ণা বৈদ্য ঢাকার আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত দারুস সালাম থানাকে অভিযোগটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। দারুস সালাম থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শাহিন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ তদন্ত শেষে ছয় জনের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর অভিযোগপত্র দাখিল করেন। পরে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে রায় দেন বিচারিক আদালত। জানা গেছে, ২০১১ সালে সুব্রত বৈদ্য মিরপুর বাংলা কলেজের স্নাতক শ্রেণিতে পড়াশোনা করতেন। চার বোনের একমাত্র ভাই সুব্রত। আর্থিক অনটনের কারণে মা-বাবা লেখাপড়ার খরচ জোগাতে না পারায় সুব্রত মিরপুর মাজার রোডের দ্বিতীয় কলোনির মেথদ লিস্ট সার্চে সানডে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ওই চার্চের নিচতলায় নীপা দাসের বাসা ছিল। নিপা দাসের সঙ্গে সুব্রতর প্রেমের সম্পর্ক হয়। এ নিয়ে নীপা দাসের ভাই ও বাবা-মায়ের সঙ্গে সুব্রতর সম্পর্ক খারাপ হয়। তারা নীপা দাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সুব্রতকে চাপ দেন। সম্পর্ক ছিন্ন না করলে জীবননাশেরও হুমকি দেওয়া হয়। পরে ২০১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর চার্চে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় বিষয়ে পড়ানোর পর চতুর্থ তলায় সুব্রতকে ডেকে নেন নীপা। ওইদিন দুপুর আড়াইটায় নীপা টেলিফোনে স্বজনদের জানান সুব্রত অসুস্থ। সুব্রতর মা, ভাই, বোন গির্জায় গিয়ে দেখেন তাকে নিয়ে নীপা, তার মা-বাবা ও ভাইয়েরা নিচে নামছেন। সুব্রতকে মিরপুরের ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে গেলে কর্তব্যরক্ত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নীপার পরিবার জানায়, সুব্রত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু ময়নাতদন্ত শেষে জানা যায়, সুব্রতকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

ফরহাদ মজহারের অপহরণ মামলা

তদন্তের জন্য একটি রিভিশন মামলা দায়ের করেন। সম্প্রতি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেই রিভিশন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে মামলায় বাদীপক্ষের (ফরহাদ মাজহার-ফরিদা) নারাজির ওপর পুনরায় শুনানির আদেশ দেন ঢাকার দশম বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রেজাউল করিম। পরে মঙ্গলবার শুনানি শেষে বাদীপক্ষের নারাজি গ্রহণ করে মামলাটি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩ জুলাই ভোরে রাজধানীর শ্যামলীর রিং রোডের ১নং হক গার্ডেনের বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন ফরহাদ মাজহার। পরে স্ত্রীকে নিজের মোবাইল ফোনে জানান, কে বা কারা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে মেরেও ফেলা হতে পারে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ছয়বার কল করে ৩৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিয়ে মোবাইল ট্র্যাকিং করে তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং ১৯ ঘণ্টা পর যশোরের অভয়নগরে হানিফ পরিবহনের একটি বাস থেকে তাকে উদ্ধার করে।

মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুটি আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার হওয়া সেই শিশুটি মারা গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা বিজ্ঞপ্তিতে মৃত্যুর বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাগুরায় নির্যাতিত শিশুটি ১৩ মার্চ দুপুর ১টায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শিশুটির তিনবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, দুইবার স্থিতিশীল করা গেলেও তৃতীয়বার আর হৃদস্পন্দন ফিরে আসেনি। উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ শিশুটিকে সংকটাপন্ন অবস্থায় ঢাকা সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়। শিশুটির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে সেনাবাহিনী যেকোনও প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। শিশুটির বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এর আগে, মাগুরা পৌর এলাকায় বোনের (শ্বশুর) বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গত ৫ মার্চ দিনগত রাতে শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয় বলে পরিবার জানায়। শিশুটিকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচে) শিশুটিকে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মাগুরা সদর থানায় মামলা করেন। মামলায় শিশুর বোনের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাশুরকে আসামি করা হয়। চার আসামিকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বাসচাপায় ৩ জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের দোহাজারী সদরে চট্টগ্রামমুখী বাসের চাপায় দুই ভাইবোনসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ লোকজন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে সড়কের দুই পাশে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। পরে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা বেলা ১১টার দিকে সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় চট্টগ্রামমুখী পূরবী পরিবহনের বাসটি একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে রিকশাচালক রুহুল আমিন নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তিন জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানে দুই ভাইবোন মারা যায়। নিহত দুই ভাইবোন দোহাজারী জামিজুরি এলাকার জসিম উদ্দিনের সন্তান। সকালে কোচিংয়ে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা দোহাজারী পাঠশালা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। তারা হলো ওয়াকার উদ্দিন আদিল (১২) ও তার বড় বোন সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী উম্মে হাবিবা রিজভী (১৫)। নিহত রিকশাচালক ওই এলাকার আমানত উল্লার ছেলে রুহুল আমিন (৪৫)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী কাজী ফাহমিদা ওয়াশিমা তুশিন (১৫)। দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি সুবরঞ্জন চাকমা বলেন, পূরবী পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় দুই ভাইবোন এবং ব্যাটারিচালিত রিকশার চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। তারা সকালে কোচিংয়ে পড়তে যাচ্ছিল। এ ঘটনায় ঘাতক বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ লোকজন কিছুক্ষণ সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দায়িত্বরত জেলা পুলিশের এএসআই মো. আলাউদ্দিন বলেন, চন্দনাইশে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তিন জনকে আনা হয়। তাদের মধ্যে উম্মে হাবিবা রিজভী ও ওয়াকার উদ্দিন আদিল নামে দুজনকে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত কাজী ফাহমিদা ওয়াশিমা তুশিনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রোজায় খাবার খাওয়ায় কান ধরে উঠবস: ক্ষমা চাইলেন ব্যবসায়ী নেতা

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে রোজা না রাখায় খাবার হোটেল থেকে বের করে এক বৃদ্ধসহ তিন ব্যক্তিকে রাস্তায় প্রকাশ্যে কান ধরিয়ে উঠবস করানোর ঘটনায় ক্ষমা চাইলেন বণিক সমিতির নেতা। থানা এলাকায় করা এক ভিডিও বার্তায় দেখা গেছে, ভুক্তভোগী মুনছুরুল হক ও মো. সাজুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। গত বুধবার দুপুরে লাঠি হাতে নিয়ে ওই নেতা তিন ব্যক্তিকে কান ধরে উঠবস করতে বাধ্য করেছিলেন। এ ঘটনায় লক্ষ্মীপুর জেলাসহ দেশব্যাপী তোলপাড় শুরু হয়। এরপর ওইদিন রাত ৯টায় জেলা পুলিশের হস্তক্ষেপে সদর থানা এলাকায় এক ভিডিও বার্তায় ভুক্তভোগীদের মধ্যে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন লক্ষ্মীপুর বণিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল আজিজ। আরেক ভুক্তভোগী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া লাল চুল ও দাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে ভিডিওতে দেখা যায়নি। ভিডিও বার্তায় আব্দুল আজিজ বলেন, কয়েকজন মুসলমান ব্যক্তি হিন্দু হোটেলে খাবার খাওয়ার জন্য ঢোকেন। রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় তাৎক্ষণিক আমি গিয়ে তাদের বলেছিলাম, আপনারা কেন খাবার খাচ্ছেন? আপনারা তো মুসলমান। সেক্ষেত্রে তারা বলেছে রোজা রাখতে পারিনি। আমি আসলে যে কাজটি করেছি সেটি অন্যায় ও অপরাধ করেছি। এটা ধর্মীয় অনুভূতি, সেজন্য এটা আমার করা ঠিক হয়নি। এজন্য আমি তিন ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাইছি। তারা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমি এ ধরনের কাজ আর কখনও করবো না। এ ধরনের কাজের সঙ্গে আর কখনও জড়িত হবো না। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, গত বুধবার দুপুরে শহরের থানা রোড এলাকায় কয়েকটি পর্দা লাগানো খাবার হোটেলে লাঠি হাতে বণিক সমিতি নেতা আজিজ অভিযান চালিয়েছিলেন। সে সময় রোজা না রাখা কয়েকজন যুবক-বৃদ্ধকে হোটেল থেকে বের করে রাস্তায় প্রকাশ্যে তিনি কানে ধরে উঠবস করতে বাধ্য করেছেন। এই ঘটনার কয়েকটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় নানা আলোচনা ও সমালোচনা। এ ছাড়া ঘটনাটি নিয়ে জাতীয় ও বিবিসিসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমেও সংবাদ পরিবেশন করা হয়। পরে রাতেই সদর থানা পুলিশ বণিক সমিতির নেতা আজিজকে আটক করে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ভুক্তভোগী মুনছুরুল হক ও মো. সাজু জানান, রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় বণিক সমিতি নেতা তাদের শাস্তি দিয়েছেন। এখন তিনি থানায় ক্ষমা চেয়েছেন। তাই তারা আর কোনও আইনগত ব্যবস্থা নেবেন না। এ ব্যাপারে লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল মোন্নাফ গণমাধ্যমকে বলেন, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সুপারের নির্দেশে বণিক সমিতির নেতা আজিজকে থানায় ডেকে আনা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে দুই ব্যক্তিকেও আমরা থানায় এনেছিলাম। তারা কেউ কোনও অভিযোগ দেয়নি। এ ছাড়া আব্দুল আজিজ নিজেও ক্ষমা চেয়েছেন। তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আরেক ভুক্তভোগী লাল চুল-দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে আমরা খুঁজে পাইনি। শুধু তিনি না, ভুক্তভোগী অন্য কেউ এসেও যদি অভিযোগ দেন, আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

চাঁদপুরেও তৈরি হচ্ছে জামদানী জামদানী শাড়ী

স্টাফ রিপোর্টার : নিজ বাড়ীতে জামদানী শাড়ী তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন চাঁদপুর হাইমচরের রনি পাটওয়ারী। তিনি ৩নং দক্ষিণ আলগী দুর্গাপুর ইউনিয়ন পশ্চিম চর কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। প্রতিনিয়ত নিজ এলাকা ছাড়িয়ে এই জামদানি শাড়ীর চাহিদা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে মরিয়া এই উদ্যোক্তা। গত মঙ্গলবার দিনব্যাপী নিজের একটি দোচালা টিনের ঘরে ক্ষুদ্র পরিসরে জামদানি শাড়ী তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন রনি। রনির পিতা বিল্লাল পাটওয়ারী বলেন, প্রায় ২০ বছর আগে পারিবারিক অভাব কাটাতে রনি হাইমচর ছেড়ে পাড়ি জমায় নারায়ণগঞ্জে। পরে সেখানে নানা জায়গায় থেকে জামদানি কাপড় বুনার পুরো কাজ রপ্ত করে সে পুনরায় এলাকায় ফিরে আসে। একাডেমিক পড়াশুনা না থাকলেও এখন এই শাড়ী বিক্রিতেই রনি সংসারের হাল ধরেছে। এতে অনেকটা আপ্লুত আমরা সবাই। রনির মা সালমা বেগম বলেন, সুতা, নাটাই, কাঠের ফ্রেম, সিজার, কেচিসহ নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে একা হাতে এক একটি জামদানী তৈরি করতে রনির ৩/৪ দিন সময় লেগে যাচ্ছে। তাই নানা প্রান্ত থেকে অর্ডার আসলেও তা ডেলিভারি দিতে ওর সময় লেগে যাচ্ছে। যদি সামর্থ্যবানরা এগিয়ে আসতো তাহলে রনির এখানে আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো। জামদানি শাড়ী তৈরির উদ্যোক্তা রনি পাটওয়ারী বলেন, আমাদের ৭ ভাইবোনের মধ্যে এখন পরিবারসহ এলাকায় জামদানি শাড়ী তৈরি করে আমি সাড়া ফেলেছি। তবে এ কাজটিতে আরও অনেকের কর্মসংস্থান তৈরির প্রত্যাশা রয়েছে। এজন্য আমার চাই সরকারি বেসরকারি সাহায্য সহয়তা। রনি পাটোয়ারী আরও বলেন, আমার তৈরি এক একটি জামদানি শাড়ীর বর্তমান মূল্য ৩৭শ' টাকা থেকে ৮ হাজার টাকা। তবে যেকারো চাহিদানুযায়ী অর্ডার পেলে ৪/৫ লাখ টাকা দামের জামদানি শাড়ী তৈরিতেও আমি পারদর্শী। আমার এ কাজকে এগিয়ে নিতে আমি সবার দোয়া চাই। এ বিষয়ে চাঁদপুরের হাইমচরের ৩নং দক্ষিণ আলগী দূর্গাপুর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান সর্দার আব্দুল জলিল বলেন, রনির জামদানি শাড়ীর এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কে অনেক বড় করতে আমার পরিষদ থেকে সহায়তা থাকবে। আমি চাই এই শিল্প প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাক। এ বিষয়ে চাঁদপুরের হাইমচরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার উম্মে সালমা নাজনীন তৃষা বলেন, প্রশাসনিক বিভিন্ন মেলায় এই জামদানি শাড়ীকে তুলে ধরাসহ এ শিল্পটিকে ছড়িয়ে দিতে রনির এই শিল্প তৎপরতাকে ঘিরে আরও ব্যাপকভাবে কর্মপরিকল্পনা নেয় হবে। ওর যেকোন সহায়তায় উপজেলা প্রশাসন পাশে থাকবে।

শেখ হাসিনা সেনানিবাসের নাম 'পটুয়াখালী সেনানিবাস' করার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার : পটুয়াখালীর লেবুখালীতে অবস্থিত শেখ হাসিনা সেনানিবাসের নাম বরিশাল সেনানিবাসের পরিবর্তে 'পটুয়াখালী সেনানিবাস' করার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। গত বুধবার রাত সাড়ে ৭টায় নিজস্ব কার্যালয়ের হলরুমে সংবাদ সম্মেন করে এ দাবী জানান পটুয়াখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পটুয়াখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আন নাহিয়ান। এসময় তিনি বলেন, গত ১০ মার্চ পতিত স্বৈরাচর শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতাধীন ১৬টি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং স্থাপনার নাম বাতিল করে নতুন নামকরণ করা হয়। এরমধ্যে পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে অবস্থিত ক্যান্টনমেন্টের নতুন নামকরণ করা হয় 'বরিশাল সেনানিবাস'। পটুয়াখালী জেলার মধ্যে অবস্থিত এ ক্যান্টনমেন্টের নাম 'পটুয়াখালী সেনানিবাস' না করে 'বরিশাল সেনানিবাস' করায় পটুয়াখালীর সচেতন নাগরিক, সিভিল সোসাইটি, সিনিয়র সিটিজেনস ও সর্বস্তরের মানুষ সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিব্রত ও সংক্ষুব্ধ অনুভব করছে। তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী পটুয়াখালীর লেবুখালীতে ১৫৩২ একর জমির ওপর দেশের ৩১ তম এই সেনানিবাস উদ্বোধন করা হয়। উক্ত জমির দাগ, খতিয়ান, মৌজা সব কাগজপত্রে লেবুখালী, পটুয়াখালী লেখা। তবে আংশিক কিছু অংশ বরিশাল জেলার মধ্যে পরেছে। ভৌগোলিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেহেতু পটুয়াখালী জেলাধীন, এমনকি প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপনেও পটুয়াখালীর লেবুখালী ইউনিয়নের নাম মেনশন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবী আদায়ের লক্ষ্যে পটুয়াখালীবাসীর পক্ষ থেকে তিনিটি কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ১৩ই মার্চ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেস্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান। ১৪ই মার্চ সেনানিবাস সংলগ্ন দুমকিতে অবস্থিত পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি। ১৫ ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পটুয়াখালীর সিনিয়র সিটিজেন নাগরিকদের পদচারণার মাধ্যমে জোরালো তদবির। দাবী আদায় না হলে ২৬ শে মার্চ বিকেল ৩টায় পটুয়াখালী শিল্পকলা একাডেমিতে নাগরিক সমাবেশ থেকে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষনা করা হবে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক গণদাবী সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, পটুয়াখালী জেলা নারী ও নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) এডভোকেট রুহুল আমিন, পটুয়াখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বাশার, নির্বাহী সদস্য এডভোকেট সাইদুর খান পাবেল, এডভোকেট আবু সাইদ খান সামিম প্রমুখ।

রাঙ্গাবালীতে চাল বিক্রিতে অনিয়মের অপরাধে ডিলার আটক

স্টাফ রিপোর্টার : নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সুলভ মূল্যের চাল বিক্রিতে অনিয়মের অপরাধে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর নেতা বাজারের ওএমএস ডিলার এইচ এম মুরাদ উদ্দিনকে (বিপ্লব তালুকদার) আটক করেছে যৌথ বাহিনী। নৌবাহিনী, পুলিশ ও খাদ্য বিভাগ যৌথভাবে এ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় কালোবাজারে বিক্রির জন্য অবৈধভাবে মজুত করা আধা মেট্রিকটণ (৫০০ কেজি) চাল উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের নেতা বাজারের ওএমএস (খোলা বাজারে বিক্রয়) ডিলার এইচ এম মুরাদ উদ্দিনের চাল বিক্রয় কেন্দ্রে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সম্পাদকীয়

বেকারত্ব নিরসনে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা

বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব একটি ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় লাখ লাখ তরুণ হতাশায় ভুগছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট বেকারের ১২ শতাংশই উচ্চশিক্ষিত, যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার মাত্র ১.০৭ শতাংশ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারীদের মধ্যে ৬৬ শতাংশই বেকার বলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) জানিয়েছে। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা আজও বাস্তবমুখী হতে পারেনি। শিক্ষা জীবন শেষে চাকরির প্রতিযোগিতা এতটাই কঠিন হয়ে পড়েছে যে, একটি পদের জন্য শত শত আবেদন পড়ছে। কিন্তু চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পাচ্ছেন মাত্র কয়েকজন। অপরদিকে, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর এক জরিপে দেখা যায়, ৭৮ শতাংশ তরুণ মনে করেন, পড়াশোনা করেও চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার আরও বেশি- ৯০ শতাংশ। কেন বাড়ছে শিক্ষিত বেকারত্ব এই সমস্যার পেছনের অন্যতম কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন – শিক্ষার সঙ্গে চাকরির বাজারের সংযোগ নেই : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো তাত্ত্বিক জ্ঞাননির্ভর, যেখানে বাস্তব দক্ষতা অর্জনের সুযোগ কম। ফলে উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনেকের থাকছে না। কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার ঘাটতি : উন্নত বিশ্বে শিক্ষার্থীদের একাংশ উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার দিকে ঝোঁকে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত চাকরির অভাব : প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলেও নতুন কর্মসংস্থান তেমনভাবে সৃষ্টি হচ্ছে না। উদ্যোক্তা ও স্বনির্ভরতার অপ্রতুলতা : দেশে ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য এখনো পর্যাপ্ত সহায়তা নেই। ব্যাংকঋণের জটিলতা ও বিনিয়োগের ঝুঁকির কারণে অনেকেই নিজস্ব উদ্যোগে কিছু করতে ভয় পান। সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কর্মমুখী ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা চালু করা : সিলেবাসের মধ্যে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও বাস্তবমুখী দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো : চীন, জাপান, জার্মানি দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশেরও একই পথে হাঁটতে হবে। উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ বাড়ানো : সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ, প্রশিক্ষণ ও সরকারি সহায়তার মাধ্যমে তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ফ্রিল্যান্সিং ও অনলাইন মার্কেটপ্লেসের প্রসার : বর্তমানে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ অনেক বেশি। সরকারের উচিত তরুণদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশের উন্নয়ন টেকসই করতে হলে শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতেই হবে। শুধু সার্টিফিকেটনির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে বাস্তবমুখী ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রসারই হতে পারে এই সংকট থেকে উত্তরণের মূল চাবিকাঠি।

বাংলাদেশে এখনো কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত চাকরির অভাব : প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলেও নতুন কর্মসংস্থান তেমনভাবে সৃষ্টি হচ্ছে না। উদ্যোক্তা ও স্বনির্ভরতার অপ্রতুলতা দেশে ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য এখনো পর্যাপ্ত সহায়তা নেই। ব্যাংকঋণের জটিলতা ও বিনিয়োগের ঝুঁকির কারণে অনেকেই নিজস্ব উদ্যোগে কিছু করতে ভয় পান

গণরোষের নামে নৃশংসতা কোথায় সমাধান?

ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ইরানের দুই নাগরিকসহ তিনজনকে এবং চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় 'ডাকাত সন্দেহে' দুই যুবকের গণপিটুনির শিকার হওয়ার ঘটনা দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান উদাসীনতার একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। এই দুটি ঘটনা ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটলেও, মূল সমস্যা একই- 'মব' বা উত্তেজিত জনতার হাতে বিচারের নামে নৃশংসতা। এটি কেবল সামাজিক অস্থিরতার লক্ষণ নয়, বরং রাষ্ট্রের আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ব্যর্থতারও প্রতিফলন। ঢাকার ঘটনায় দেখা যায়, মুদ্রা বিনিময় নিয়ে তর্কের জেরে ইরানের দুই নাগরিক ছিনতাইকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গণপিটুনির শিকার হন। এই দুই পর্যটক বাংলাদেশে ঘুরতে এসেছিলেন, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা হলো উল্টো এবং অত্যন্ত দুঃসহ। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলেও, প্রশ্ন থেকে যায়- এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটছে? কেন একটি সাধারণ তর্ক 'মব' তৈরি করে সহিংসতায় রূপ নিল? এর পেছনে কি সামাজিক অসহিষ্ণুতা, না আইনের প্রতি ভরসার অভাব? সাতকানিয়ার ঘটনা আরও মর্মান্তিক। 'ডাকাত সন্দেহে' মসজিদের মাইকে প্রচারের পর স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। নিহতরা প্রকৃত ডাকাত ছিলেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই জনতা নিজেদের হাতে বিচার তুলে নিয়েছে, যা আইনের শাসনের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। ঘটনা দুটি আমাদের সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত অস্থিরতা ও আইনের প্রতি অবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। যখন মানুষ পুলিশ বা আদালতের ওপর ভরসা না করে নিজেরাই বিচারকের ভূমিকা পালন করে, তখন আইনের শাসন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সাতকানিয়ায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও তাৎক্ষণাৎ দুটি প্রাণহানি ঘটে গেছে। ঢাকায় পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপে প্রাণ বাঁচালেও, সহিংসতা ঠেকানো যায়নি। এই ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনের নয়, আমাদের সমাজের শিক্ষা, সচেতনতা ও মূল্যবোধেরও। গণপিটুনি কোনো সমাধান নয়, বরং সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। সরকারের উচিত এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পুলিশের তৎপরতা বাড়াতে হবে। আইনের প্রতি মানুষের ভরসা ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে। নইলে এই 'মব মেন্টালিটি' আমাদের সমাজকে আরও গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেবে।

শিক্ষকদের ভোগান্তি দূর করতে হবে

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবসে ইএফটিতে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়ার ঘোষণা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিকভাবে বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের ২০৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীর অক্টোবর মাসের এমপিও ইএফটিতে ছাড় হয়। পরবর্তী সময়ে গত ১ জানুয়ারি ১ লাখ ৮৯ হাজার শিক্ষক ইএফটির মাধ্যমে বেতন-ভাতার সরকারি অংশের টাকা পেয়েছেন। দ্বিতীয় ধাপে ৬৭ হাজার, তৃতীয় ধাপে ৮৪ হাজার এবং চতুর্থ ধাপে ৮ হাজার ২০০ এর অধিক শিক্ষক-কর্মচারীকে ডিসেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে। আইবাস ডাবল প্লাস সফটওয়্যারে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারে (ইএফটি) জটিলতার কারণে মার্চ মাসে এসে জানুয়ারির বেতন পেয়েছেন দেশের ২০ হাজারের বেশি স্কুল-কলেজের ৩ লাখ ৮০ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারী। অথচ কথা দেওয়া হয়েছিল, আইবাস ডাবল প্লাস সফটওয়্যারে ইলেকট্রনিকস ফান্ড ট্রান্সফারের (ইএফটি) মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যেক মাসের শুরুতেই বেতন-ভাতা পাবেন। অপরদিকে, নিজেদের তথ্য সংশোধন না হওয়ায় এখনও গত ডিসেম্বরের বেতন এখনও পাননি অনেক শিক্ষক-কর্মচারী। জানা গেছে, শিক্ষক-কর্মচারীদের নামের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্রের মিল না থাকাসহ বিভিন্ন তথ্য ভুল থাকায় তাদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। ছোটখাটো ভুল থাকলেও সেগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভুল থাকায় বেতন ছাড় করা যায়নি অনেক শিক্ষক-কর্মচারীর। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভুলে সার্ভারে উঠছে ভুল তথ্য, আবার তা সংশোধনে বিলম্বের কারণও মাউশির গাফিলতি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সঠিক তথ্য দিলেও মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা সার্ভারে তুলতে গিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে ইএফটির তথ্যের সঙ্গে এমপিওর তথ্য, এনআইডির তথ্য এবং ব্যাংকের তথ্যে গরমিল দেখা দিয়েছে। এদিকে গত ১২ ফেব্রুয়ারি মাউশি থেকে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছিল, ইএফটির তথ্য সংশোধনের আবেদন করা যাবে ৬ মার্চের মধ্যে। আবার অনেক শিক্ষকরা বলছেন, ইএফটিতে আমার কোথায় ভুল হয়েছে এখনো জানতে পারিনি। তাহলে কীভাবে সংশোধনের আবেদন করব? মাউশি সূত্রে জানা গেছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে অনেকের এমপিওর তথ্য, এনআইডির তথ্য এবং ব্যাংকের তথ্যের মিল নেই। এছাড়া এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে অনেকের এমপিও শিটে নামের সঙ্গে এনআইডির নামের ডট (.), হাইফেন (-), কমা (,) বা আক্ষরিক অমিল আছে অথবা ব্যাংক হিসাবের নাম আংশিক ভুল আছে, কিংবা জন্মতারিখ অভিন্ন।

অসৎ ব্যবসায়ীদের রোজায় বাণিজ্য

মোঃ হায়দার আলী

ব্যবসায়ীদের রোজা বাণিজ্য এখন টক অব দ্যা টাউন এন্ড ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কথাটি শুনতে কেমন কেমন মনে হয়। রোজা বাণিজ্য কী? কয়েকবছর পূর্বে করোনায় যখন লকডাউন ছিল, মানুষকে ঘরে রাখতে অব্যাহতভাবে চেষ্টা করছেন প্রশাসন। তখন অধিক মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা সুকৌশলে লাগামহীনভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ইচ্ছে মত বাড়িয়ে অধিক লাভ করেছেন এখন মাহে রমজানে একই চিত্র। অর্থনীতির ভাষায় বাজার নিয়ন্ত্রণ বলে একটি কথা থাকলেও আমাদের দেশে এটা অনুউপস্থিত। তবে মাঝে মাঝে প্রশাসন ভেজাল, দাম বৃদ্ধির কারণে মোবাইল কোর্টের কারণে জেল জরিমানা করে থাকেন তার পরেও ব্যবসায়ী মনোভাব পরিবর্তন হয়না। এ যেন কয়লা ধুয়ে ময়লা না যাবার মত অবস্থা। ইল্লত যায় না মোলে খাসলত যায় না ধুলে। রোজা আসলে তো শুধু মসুলমানদের আনন্দ আর আনন্দ। ১ মাস রোজা শেষ হওয়ার পর ঈদে বড়, মধ্যম, ছোটদের মহা আনন্দ। গরিব, ধনী সকল শ্রেণি শিশু-কিশোররা ঈদে আনন্দ করে সবচেয়ে বেশি। নতুন নতুন ফ্যাশনের নতুন জামাকাপড়, জুতা, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা ঈদের বড় আনন্দ। ধনীদের আনন্দ আরও ব্যাপক। অনেক ধনী পরিবার ঈদে গাড়ি, বাড়ি, গহনা সেট কিনে পরাকে বড় আনন্দ মনে করে। এ সময় ব্যবসায়ীরা লাগামহীনভাবে বাড়ান তাদের বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের দাম। গরিবের বড় আনন্দ হচ্ছে ঈদের দিন নতুন একটা জামা কিনে পরা। নতুন জুতা হলেও ভালো হয় কিন্তু সেটা এবার গুড়ে বালি। কর্মহীন মানুষের রোজা শেষে ঈদ আনন্দ তো দূরের কথা, সাহারি ইফতারি, শিশুদের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। যদিও বাংলাদেশ সরকারের প্রধানের উপহার হিসেবে গরীব, কর্মহীন মানুষদের ভিজিএফ এর ১০ কেজি দিচ্ছেন, বাড়ি এসে পরিমাপ করে হচ্ছে ৮/৯ কেজি, অভিযোগ করলে কোন লাভ হয় না। শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দিচ্ছেন, পাশাপাশি, পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনী সমাজসেবক, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, নানা ধরনের সমিতি সংগঠন, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন ধরনের অবস্থাশালী মানুষ খাদ্য সহায়তায় নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাছাড়া ইফতারি বিতরণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চলছে ইফতার পাটি, সরকারি দলগুলি তাদের পুরাতন সম্পর্ক নতুন করে ঝালাই করে নিতে ইফতার পার্টি দিয়ে থাকেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে। প্রতিদিন গণসংযোগ করছেন, ইফতার পাটি দিচ্ছেন। গরীব দুস্তমানুষ একবেলা হলেও ভাল ইফতারি করছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য দিনে জনপ্রতিনিধি প্রভাবশালী দলের রাজনৈতিক নেতারা ত্রাণের চাল, ডাল, তেল চুরিতে মহাব্যস্ত ছিল বিগত বছর গুলিতে তেল চুরি করে খাটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেও রেহাই পাননি। চুরি করার অপরাধে জেল জরিমানা, দল থেকে বহিষ্কারসহ অনেক ধরনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। চোরের পক্ষ নেয়ায় এক আওয়ামী লীগ নেতা বহিষ্কার করা হয়েছিল এখন ভিজিএফ এর ১০ কেজি চাউলে প্রদানের তালিকা তৈরিতে ব্যাপক অনিয়ম হচ্ছে, ওজনে কম দেয়া হচ্ছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে খাদ্য অধিদপ্তরের সরকারি ৪ শ বস্তা গম আটক করেছেন রাজশাহী গোদাগাড়ী মডেল থানার পুলিশ, ওই থানায় মামলাও হয়েছে। সাবেক প্রধান মন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনার পরেও থামাতে পারেন নি ত্রাণ ও চাল, গম চুরির ঘটনা। শেখ ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর তার অনুসারীদের কারণে গোটা দেশে আজ দুর্নীতিবাজ, টাকা পাচারকারী, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, ডাকাত আতঙ্ক, মাদক সিন্ডিকেট বেপরোয়া গতিতে চালাচ্ছেন তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ড। দেশের আগামী ৩০ শতাংশ মানুষের সামনের ঈদে একটি জামা, একখানা লুঙ্গি এবং এক জোড়া নতুন জুতা কেনার সামর্থ্য থাকবে না দরিদ্রতার কারণে। তবুও তারা ঈদ করবে। আল্লাহ যদি আমাদের ক্ষমা করেন, তবে ঈদের আনন্দ গরীব ধনী পরিবারের সদস্যগণ উপভোগ করতে পারতেন। কেউ কেউ ঈদ আনন্দ করতে স্বপরিবারে বিদেশ ভ্রমণ করবেন। রমজান শেষে এই ঈদুল ফিতরে ছুটিতে সকলে দল বেঁধে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যাবেন তারা। অনেক ধনী পরিবারের এইটি নিয়মিত ভ্রমণ পরিকল্পনা থাকে। অনেক ধার্মিক পরিবার রমজানের শেষে ওমরা করার জন্য মক্কা-মদিনা সফরে যান। অনেকে একাকী বা অনেকে স্বপরিবারে। এদের সংখ্যা খুবই কম। কারণ ধর্মের রীতিনীতি মানি আমরা অনেকটা দায়সারাভাবে, যাকে বলে 'আমল আমাদের খুবই সীমিত। তাই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নামাজ পড়া উঠাবসা ছাড়া আর কিছুই হয় না।' রোজাকে পুঁজি করে দেশের ব্যবসায়ীগণ দফায় দফায় বাড়াচ্ছেন জিনিস পত্রের দাম। আমাদের মুসলমান সমাজে ধর্মীয় বড় দুইটি উৎসব রয়েছে। একটি হচ্ছে রমজান শেষে ঈদ অর্থাৎ ঈদুল ফিতর। আর অপরটি হচ্ছে রমজানের আড়াই মাস পর ঈদুল আযহা। কোরবানির ঈদ। এই দুই ঈদে মুসলমান সমাজে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড- বেশ প্রসারিত। রমজানের ঈদের বাণিজ্য প্রকৃত অর্থে শুরু হয় রমজান শুরুর দুই মাস পূর্ব থেকে। দেশের সকল ব্যবসায়ী রমজান শুরুর বেশ কয়েক মাস পূর্ব থেকে রমজানের বাণিজ্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহপাক ব্যবসাকে 'হালাল' করেছেন আর সুদকে করেছেন 'হারাম'। ব্যবসাকে ইসলাম ধর্মে উত্তম কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী ব্যবসা করেছেন। তাই ব্যবসা এক অর্থে সুন্নত। কিন্তু আজকের সমাজে ব্যবসা নানা দিকে সম্প্রসারিত। প্রথমত, ব্যবসা অভ্যন্তরীণ, অপরটি হচ্ছে বিদেশে। বিদেশের ব্যবসাকে আমরা আমদানি-রপ্তানি এই দুই শব্দে চিহ্নিত করি। আর অভ্যন্তরীণ ব্যবসা দুই রকম। প্রথমত, ট্রেডিং ব্যবসা, দ্বিতীয়ত, উৎপাদনমুখী ব্যবসা। রমজানে অভ্যন্তরীণ, আমদানি-রপ্তানি, উৎপাদনমুখী সকল ব্যবসাই পরিচালিত হয়। আমরা সকল ধরনের ব্যবসায়ীগণ ঈদকে সামনে রেখে ব্যবসার ছক এঁকে থাকি।

আমদানি বাণিজ্য : রমজান আসার পূর্ব থেকে আমদানিকারকগণ রমজানে নিত্যপণ্যসহ সকল পণ্যের সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। বিশেষ করে আমাদের ঢাকা শহরের মৌলভীবাজার, চকবাজার ও চট্টগ্রাম শহরের খাতুনগঞ্জ এলাকার ব্যবসায়ীগণ প্রচুর আমদানির পরিকল্পনা করে থাকেন। বিশেষ করে ছোলা, বাদাম, কিশমিশ, খেজুর, গম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মসলা, চিনি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণ আমদানি করে থাকেন। তাদের এই আমদানির ফলে ব্যাংকসমূহ বাণিজ্য করে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করে। এলসি খোলার সময় ইন্স্যুরেন্স করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কভার নোট ইস্যু করে বাণিজ্য করে থাকে। আমদানির কর সিএন্ডএফ, ট্রান্সপোর্ট, রেলওয়ে মালামাল আনা-নেওয়া করে অন্য রকম বাণিজ্য করে থাকে। তাতে দেখা যায়, দিনমজুর থেকে শুরু করে সমাজের বিত্তবান সকল ব্যক্তি ঈদ বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। যখন চাহিদা বাড়ে তখনই ব্যবসায়ীগন নিজে খেয়াল খুশি মত দাম বাড়ান। ইফতার বাণিজ্যে এবার এ বাণিজ্যে জমজমাটভাবে চলছে। রমজান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাসহ সকল শহরে ইফতার বাণিজ্য বেশ রমরমা। ঢাকা শহরে চকবাজার, বেইলি রোডসহ সম্ভ্রান্ত এলাকাসমূহে দোকানিরা নানা ইফতারি তৈরি করে সাজিয়ে বসেন বিক্রি করার জন্য। বেশ বিক্রি হয়। ইফতারের সময় আমাদের দেশের মানুষের প্রিয় জিনিস হচ্ছে ছোলা, মুড়ি, জিলাপি, বেগুনি, ছামুচা, চিকেন ফ্রাই, নানা রকমের কাবাব, দইবড়া, হালিম, সেমাই, খেজুর, খোরমা প্রভৃতি। ইফতারের শুরুতে নানা রকম শরবত থাকা চাই। লেবু শরবত, বোরহানি, রুহ আফজা প্রভৃতি ইফতারের টেবিলে সাজিয়ে আমরা ইফতার করতে বসি। শহরের বড় বড় মসজিদসমূহে ইফতারির আয়োজন হয়। প্রতিদিন বায়তুল মোকাররম মসজিদে দুই থেকে তিন হাজার মুসল্লির ইফতারির আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাদের নিজেদের অর্থ থেকেও দাতাদের দান থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার রোজাদার ব্যক্তিদের ইফতার করিয়ে থাকেন। ইয়াতিমখানা মসজিদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মানুষকে ইফতারি করার ব্যবস্থা করে থাকেন। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, একজন রোজাদারকে ইফতার করালে একটি রোজার সওয়াব পাওয়া যায়। সউদি আরবেও ইফতারির সময় প্রচুর ইফতারি দানশীল ব্যক্তিগণ মক্কা ও মদীনা শরিফের মসজিদ সমূহে বিলি করে থাকেন। সেখানে অনেক সময় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে কাকে কত বেশি ইফতার করাতে পারবেন। আমাদের দেশ ছাড়াও পৃথিবীর সকল অমুসলিম দেশে মুসলমানেরা মসজিদে ইফতারির আয়োজন করে থাকে। কোন কোন মসজিদে রুটিন করে পালাক্রমে দানশীল মুসলমানগণই ইফতারির ব্যবস্থা করে থাকেন। অস্ট্রেলিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মসজিদে পালাক্রমে মসজিদে ইফতারির ব্যবস্থা করতে অমুসলমান ভাইবোনদেরও দেখা যায়। এবারও ব্যতিক্রম হয় নি।

নতুন জামাকাপড় ও জুতা বাণিজ্য : রমজানের ঈদে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হয় নতুন পাঞ্জাবি-পায়জামা, জামা, প্যান্ট, শাড়ি, লেহেঙ্গা, থ্রিপিসসহ জুতা-মোজা টুপির বাণিজ্য। শহরের অলিগলিতে সকল দোকানে নতুন জামাকাপড়ের সমাহার। ধনী ব্যক্তিদের তো কথা নেই কমপক্ষে একসেট নতুন পাঞ্জাবি-পায়জামা, শার্ট ক্রয় করা। কোটি কোটি মানুষ নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন জামা কিনে থাকেন। রমজানে এক মাসের বাণিজ্য বলতে গেলে বাকি এগারো মাসের বাণিজ্য করে নেয় আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ। রমজান যত শেষ হতে থাকে ততই জামাকাপড়ের দাম বাড়তে থাকে। লাভের পরিমাণও বাড়তে থাকে। জামাকাপড় ছাড়া জুতা-মোজার বাণিজ্যও বেশ ভালো। নতুন একটি টুপি ক্রয় করতে হবে। সকলে অন্তত একটি নতুন টুপি, আতর ঈদের দিনের জন্য কিনে থাকেন। যারা ধনী ব্যক্তি তারা দামি দামি কসমেটিক দামি দোকান থেকে ক্রয় করে থাকেন। অনেকে ঈদের বাজার করার জন্য ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর ও কলকাতা চলে যান। নিজেদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিদেশ থেকে ঈদের পোশাক ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

স্বর্ণ, রুপা, ডায়মন্ড বাণিজ্য : রমজানের ঈদে সবচেয়ে বড় বাণিজ্য হয়ে থাকে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। স্বর্ণ, রুপা, ডায়মন্ড প্রভৃতি দোকানসমূহে প্রতিদিন ভিড় লেগেই থাকে।

যাতায়াত যোগাযোগ বাণিজ্য : বিগত বছর গুলিতে রোজা ও ঈদের সময় কয়েকগুণ বেশী ভাড়া নিয়ে মাইক্রো, পণ্যবাহী ট্রাক, ট্রাকে মাছের ড্রামে বসে যাতায়াত করেছিল মানুষ। রমজানের শেষের দিকে শহরের মানুষের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার এক হিড়িক পড়ে যায়। বড় বড় শহরগুলো একেবারে খালি হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকা, চট্টগ্রাম শহর বড় বড় জেলা শহর থেকে নিজের গ্রামের বাড়িতে পরিবারসহ বেড়াতে যায়। পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য বিশালসংখ্যক মানুষ গ্রামে চলে যায়। গ্রামে যাওয়ার জন্য কেউ নিজস্ব গাড়ি, কেউ বা ভাড়া গাড়ির ব্যবস্থা করেন। অবশিষ্ট জনগণ বাসে, ট্রেনে, স্টিমার ও লঞ্চে করে গ্রামের গন্তব্যে যাতায়াত করে। তাতে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়। সারাদেশে রেলওয়ে বিশেষ ট্রেন সার্ভিস দিয়ে যাত্রীদের সেবা দেয়ার মাধ্যমে বাণিজ্য করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম শহর থেকে শত শত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস গ্রামে গ্রামে মানুষদের পৌঁছে দেয়। তাতে এই সকল বাস মালিকগণ কোটি কোটি টাকা যাতায়াত বাণিজ্য করে থাকেন। সারা বছর যা আয় করে, এক ঈদের সময় কয়েকগুণ বেশি আয় করে থাকেন। আবার অভ্যন্তরীণ বিমান ও এই সময় বাণিজ্যিক রুটে ব্যবহৃত হয়। যাত্রী যাতায়াত বেশ বেড়ে যায়। অভ্যন্তরীণ বিমানগুলো বেশ রমরমা ব্যবসা করার সুযোগ পায়।

ব্যবসায় নেই কোনো ছাড় : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ সময় বিশেষ ছাড় দিয়ে বাণিজ্য করে। কিন্তু আমাদের দেশে ছাড় মাত্রই নেই। বরং রোজা ও ঈদের সময় ব্যবসায়ী ও দোকানিরা দ্বিগুণ/ তিনগুণ মূল্যে পণ্য বিক্রি করে লাভ করার চেষ্টা করেছেন। মানুষও প্রয়োজনে দ্বিগুণ/ তিনগুণ মূল্য দিয়ে পণ্য কিনে নিজেদের ঈদের আনন্দে ভাগাভাগি করে নেয়। অত্যন্ত বাস্তব সত্য কথা রোজা শুরুর সাথে সাথে, ৬৫০ টাকার গরুর মাংস ৭৮০/৭৯০ টাকা, ১৫ টাকার শসা ৬০ কেজি, ২৫ টাকার খিরা ৫৫/৬০ টাকা কেজি ১০/১২ টাকার বেগুন বিক্রি হয়েছে ২০/২৫টাকা কেজি, ৪৫ টাকার কেজি তরমুজ ৫৫/৬০ টাকা, পিস হিসেবে তরমুজ কিনে বিক্রি হয় কেজিতে ফলে লাভ হয় কয়েক গুন। ব্যবসায়ীদের মোবাইল কোর্ট, জরিমানা করে থামানো যায় নি তরমুজের মূল্য। রোজায় এসব জিনিসের মূল্য নিজেদের খেয়াল খুশি মত বিক্রি করছেন। অর্থ সম্পদশালী ব্যক্তিগণ পণ্যের মূল্যের দিকে না দেখে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে যে কোনো মূল্যে পণ্য কিনতে দ্বিধা করেন না মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের বড় দিন উপলক্ষ্যে বেশ ছাড় দিয়ে বাণিজ্য করতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে মুসলমান বা অমুসলমান যাই হোক না কেন, কোন ছাড় দিয়ে বাণিজ্য করতে দেখি না। কারণ আমাদের মানসিক মূল্যবোধ কেন যেন হারিয়ে গেছে। আমরা শুধু টাকা উপার্জন করতে চাই। অর্থ আর অর্থ আয় করা যেন আমাদের নেশা হয়ে পড়েছে। বিবেক, সত্য-মিথ্যা কোন কিছুই আমাদেরকে দৃষ্টিচক্ষু খুলতে সাহায্য করে না। আমরা কেমন যেন বিবেকহীন হয়ে পড়েছি। অথচ রমজান আমাদের কী শিক্ষা দেয়। রমজান আমাদের শিক্ষা দেয় ধৈর্য, সততা, নিষ্ঠা, পরোপকার ও সততা। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আমরা এই সকল গুণগুলো অর্জন করার জন্য মোটেই চেষ্টা করি না। মনে হয় এই জীবনই সব। এ জীবন পরে আর কোন জীবন নাই। কিন্তু মুসলমান তো বিশ্বাস করে আরও একটি বড় জীবন আছে। সেই জীবনে এ জীবনের সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে। ভালোমন্দের হিসাব নেওয়া হবে। মন্দের শাস্তি, ভালো কাজের পুরস্কার পরকালে পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাসে আমাদেরকে নামাজ, রোজায় শিক্ষা দেয়। কিন্তু আমরা আমল করতে দ্বিধা করছি। রমজানের শিক্ষা নৈতিকতা, সততা সকল কিছুই ধূলায় লুণ্ঠিত।

যাকাত, ফিতরা : রমজান মাসে আমরা মুসলমানগণ যাকাত দেয়ার জন্য হিসাব করেন। তবে সকল মুসলমান প্রকৃত জাকাতের হিসাব করে জাকাত আদায় করেন না। কিছুকিছু মুসলিম ব্যক্তি পুরোপুরি হিসাব করে জাকাত আদায় করেন। তবে সেই সংখ্যা খুবই সামান্য। অনেকে লামসাম একটা টাকার পরিমাণ জাকাত দিয়ে থাকে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। অনেকে শাড়ি, লুঙ্গি ক্রয় করে এলাকার গরিব লোকদের মধ্যে বিলি করেন।

ভেজাল-নকলে বেহাল অবস্থা : আমাদের প্রতিটি দ্রব্যে ভেজাল দেয়ার একটি মানসিকতা তৈরি হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে অতিরিক্ত কীটনাশক দিয়ে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সকল সবজি পর্যন্ত না খাওয়ার তালিকায় গিয়ে পৌঁছেছে। এসব নানা জটিল রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। মাছ, তরকারি, ফলমূল সকল কিছুতে ভেজাল ও ক্ষতিকর কীটনাশক দেয়া। বাজার নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলোও নিষ্ক্রিয়। ভেজাল বন্ধ করা, অতিরিক্ত কীটনাশক দেয়া বন্ধ করার যেন কেউ নেই। মাসে মাসে ভেজাল মেশানোর অভিযোগ কিছু শাস্তি দেখা যায়। কিন্তু ভেজাল তো বন্ধ হচ্ছে না। অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরকারের উদ্যোগ খুবই সামান্য। এই কারণে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় অনেক বেশি। স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় অনেক কমে যাবে যদি আমরা ভেজাল খাদ্য ও অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে পারি।

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সততার অভাব : রমজান আমাদের কী শিক্ষা দেয়, তা আমরা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছি। রমজান আমাদের শিক্ষা দেয় ধৈর্য, সততা, নৈতিকতা, সততা ও মানসিক মূল্যবোধ। কিন্তু আমরা তা চর্চা করি না। মূল্যবোধ ও নৈতিকতা আমাদের জীবন থেকে একেবারে যেন বিদায় হয়ে গিয়েছে। এটা তো হওয়ার নয়। আমি প্রতি মুহূর্তে রমজানে যে শিক্ষা তা নিজের জীবনে একটিবারও চর্চা করার ইচ্ছে করি না। আনারসে অতিরিক্ত কীটনাশক দিয়ে লাভে বাজারে বিক্রি করি। নিজের ছেলেকে বলি আনারস খাবে না। অথচ বাজারে বিক্রি করে লাভ করছি, এ যে অন্যায়-অবিচার তা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করছি না। এই তো আমাদের সমাজের চিত্র। এই চিত্রের পরিবর্তন না করতে পারলে রমজান আমাদের কোনো শিক্ষাই দিল না। আমরা মানুষ নামের অমানুষ হয়ে গেলাম। নৈতিকতা, সততা, মূল্যবোধ ও সত্যকে সত্য বলার অভ্যাস, পুণ্যের মূল্য না ইচ্ছামতো না বাড়িয়ে দি, খাদ্যে ভেজাল না দি, দুর্নীতিকে না বলি।

লেখক: মোঃ হায়দার আলী; প্রধান শিক্ষক, মহিশালবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

আমরা শুধু টাকা উপার্জন করতে চাই। অর্থ আর অর্থ আয় করা যেন আমাদের নেশা হয়ে পড়েছে। বিবেক, সত্য-মিথ্যা কোন কিছুই আমাদেরকে দৃষ্টিচক্ষু খুলতে সাহায্য করে না। আমরা কেমন যেন বিবেকহীন হয়ে পড়েছি। অথচ রমজান আমাদের কী শিক্ষা দেয়। রমজান আমাদের শিক্ষা দেয় ধৈর্য, সততা, নিষ্ঠা, পরোপকার ও সততা। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আমরা এই সকল গুণগুলো অর্জন করার জন্য মোটেই চেষ্টা করি না। মনে হয় এই জীবনই সব। এ জীবন পরে আর কোন জীবন নাই। কিন্তু মুসলমান তো বিশ্বাস করে আরও একটি বড় জীবন আছে। সেই জীবনে এ জীবনের সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে। ভালোমন্দের হিসাব নেওয়া হবে। মন্দের শাস্তি, ভালো কাজের পুরস্কার পরকালে পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাসে আমাদেরকে নামাজ, রোজায় শিক্ষা দেয়। কিন্তু আমরা আমল করতে দ্বিধা করছি। রমজানের শিক্ষা নৈতিকতা, সততা সকল কিছুই ধূলায় লুণ্ঠিত। যাকাত, ফিতরা : রমজান মাসে আমরা মুসলমানগণ যাকাত দেয়ার জন্য হিসাব করেন। তবে সকল মুসলমান প্রকৃত জাকাতের হিসাব করে জাকাত আদায় করেন না। কিছুকিছু মুসলিম ব্যক্তি পুরোপুরি হিসাব করে জাকাত আদায় করেন। তবে সেই সংখ্যা খুবই সামান্য। অনেকে লামসাম একটা টাকার পরিমাণ জাকাত দিয়ে থাকে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। অনেকে শাড়ি, লুঙ্গি ক্রয় করে এলাকার গরিব লোকদের মধ্যে বিলি করেন। ভেজাল-নকলে বেহাল অবস্থা : আমাদের প্রতিটি দ্রব্যে ভেজাল দেয়ার একটি মানসিকতা তৈরি হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে অতিরিক্ত কীটনাশক দিয়ে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সকল সবজি পর্যন্ত না খাওয়ার তালিকায় গিয়ে পৌঁছেছে। এসব নানা জটিল রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। মাছ, তরকারি, ফলমূল সকল কিছুতে ভেজাল ও ক্ষতিকর কীটনাশক দেয়া। বাজার নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলোও নিষ্ক্রিয়। ভেজাল বন্ধ করা, অতিরিক্ত কীটনাশক দেয়া বন্ধ করার যেন কেউ নেই। মাসে মাসে ভেজাল মেশানোর অভিযোগ কিছু শাস্তি দেখা যায়। কিন্তু ভেজাল তো বন্ধ হচ্ছে না। অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরকারের উদ্যোগ খুবই সামান্য। এই কারণে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় অনেক বেশি। স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় অনেক কমে যাবে যদি আমরা ভেজাল খাদ্য ও অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে পারি। নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সততার অভাব : রমজান আমাদের কী শিক্ষা দেয়, তা আমরা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছি। রমজান আমাদের শিক্ষা দেয় ধৈর্য, সততা, নৈতিকতা, সততা ও মানসিক মূল্যবোধ। কিন্তু আমরা তা চর্চা করি না। মূল্যবোধ ও নৈতিকতা আমাদের জীবন থেকে একেবারে যেন বিদায় হয়ে গিয়েছে। এটা তো হওয়ার নয়। আমি প্রতি মুহূর্তে রমজানে যে শিক্ষা তা নিজের জীবনে একটিবারও চর্চা করার ইচ্ছে করি না

রম্যগদ্য : কানামাছির রাজনীতি

জাঁ-নেসার ওসমান

"ভাই না ভালা, তায়লে এই বুইড়া বয়সে, পোলাপান গো লগে চক্ষু বাইন্ধা কানামাছি খেলনের খায়েস জানাইলেন, ব্যাপারটা কী?" "আমি তো তোর ভাষায় কানামাছি খেলনের খায়েস জানাইনি আমি বলছিলাম কানামাছি রাজনীতির কথা। তোরা কিছু পোলাপান মিলে রাজনীতির নতুন দল গঠন করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জয়লাভে সিক্ত হয়ে দেশ চালানোর ব্রত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বি, ভালোকথা।" "এইডা কী কন, পোলাপানের নাই কুনো অভিজ্ঞতা, হ্যেরা নীতির রাজা রাজনীতির বুঝবো কী? আর দ্যেশ চালাইবো ক্যেমনে!" "তোদের ওই এক দোষ, কেউ নতুন কিছু করতে গেলেই পারবে কী পারবে না দোদুল্যমানাতায় ভুগিস। আরে ভাই গত তিপান্ন বছর ধরে তোদের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা যা দেশ চালালি! ওহ্ সাধু সাধু, পাঁচ হাজার টাকার বালিশ, বত্রিশ হাজার টাকার পর্দা, তিন হাজার টাকার বিরিয়ানির প্যাকেট, বার লক্ষ টাকার ছাগল, পিকে হালদারের তিন হজার কোটি টাকা, হলমার্কের চার হাজার কোটি টাকা, কিছুই না..."" থাক থাক চুলের এ্যাতো লিস্ট বাড়াইনের কাম নাই, আসল কতা কন কী কইতে চান?" "না বলছিলাম, পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোতো নীতির রাজাকে, রাজার নীতি, বানিয়ে কেবল নিজেদের বিলাস বৈভবে কালক্ষেপণ করে দেশের, জাতির, প্রজন্মের সঙ্গে বেইমানি করে শেষে নিজেরাও জান নিয়ে পালিয়ে ব্যেড়াচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে তো দেখলাম তোদের কারিশমাতি। এখন এই নতুন ছেলেদের নতুন রাজনৈতিক দলটা যদি ভালো কিছু করে তার একটা সুযোগ দেয়া দরকার কিনা বল?" "ভাইরে আপনে এইডা বুঝেন না ক্যান!! বন্যা শেষ হোইছে কবে, কিন্তুক বন্যার ট্যাকা অহনোও ব্যাংকে থুইছে। এই অপরিপক্ক পোলাপান, রিশকা পাইতোনা হালারা অহন হেলিকপ্টারে ঘুইরা ব্যেড়াইতেছে। ক্ষমতায় যাওনের আগেই লোভ সামলাইতে পারতেছে না তয় ক্ষমতায় গেলে কী করব কন??" "দায়িত্ব পেলে হয়তো ওদের কানামাছি খেলার চোখের বাঁধন খুলে যাবে লোভ লালসা জয়ও করতে পারে। একটা সুযোগ তো দেয়া যেতেই পারে।" "আচ্ছা ভাই কন, আপনে কাঁঠালের ভিতরে যতই চিনি ইনজেক্ট করেন, যতই সৌরভ হান্দান এইডা কি কুনোদিনও আঙুরের স্বাদ দিব?" "না না, তা ক্যেনো, কাঁঠাল কাঁঠালই, আঙুর আঙুরই। কোনোটার সাথে কোনোটার তুলনা হয় না, আর হাজার চেষ্টা করলেও কাঁঠাল আঙুর হবে না আর আঙুর কাঁঠাল হবে না!!" "জ্বি, আমিভী হ্যেইডাই কইতা ছিলাম, এই সব নিম্ন মধ্যবিত্তের পোলাপান আর যাইহোক, আপনে যেই সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতাছেন এই সব স্যান্ডেল পিন্দনি, প্রাইভেট টিউশনি করা পোলাপান দেশ চালাইতে পারব না। আপনে কি মনে করেন, হ্যেগোরে সুযোগ দিলে হ্যেগো ডিএনএ, বদলায়া যাইব গা?" "তাহলে আমাদের সাধারণ জনগণের কী হবে? আর কতকাল জনগণ তোদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে সময় পার করবে?" "কেয়ামতসে কেয়ামত তাক। জনগণ মানে দেশের মালিক? আরে ভাই যে দেশের মালিক কর্মচারীর ভয়ে বাতকম্ব করে, কর্মচারীর দাপটে ঘরবাড়ি থুয়াই ভাইগ্গা যায়, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হকার কোটি কোটি পাবলিকের সামনে হাজার কোটি ট্যাকা চান্দা দ্যেয় তো হেই হিজলা জনগণের আর কী হোইবো!! হালারা কর্মচারীর লাত্থিগুঁতা খায়া মরার মতুন বাঁইচ্চা থাকবো!!""কিন্তু তুই না আশ্রাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরাজীব, যেই জনগণ বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তোরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দুই হাজার চব্বিশের স্বৈরাচারের পতন ঘটালো তারা খালি আজীবন তোর ভাষায় কেয়ামত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত রক্ত দিয়েই যাবে, তাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না!! তারা আজীবন তোদের গোলামিই করবে?" "কি কমু কন। আপনের জনগণ ইসলামের আসল কথা ভুইল্লা ইবলিশের কথায় নাচতাছে! তয় হ্যের ভাইগ্যের পরিবর্তন ক্যেঠা করবো? ভারত, পাকিস্তান, চীন নাকি আমেরিকা!" "যাহ্ বিদেশি শক্তির কি ঠ্যেকা পড়েছে তোদের ভাগ্য পরিবর্তনের! আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য বদলানোর জন্য চেষ্টা না করলে কেউ কোনোদিনও কিছু করতে পারবে না। একাত্তারের মুক্তিযুদ্ধে এই জনসাধারণ কোনো ট্রেনিং মেনিং ছাড়াই মহাপরাক্রমশালী পাকিস্তানি সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল বলেই না পরে ভারত আর রাশিয়ার সাহায্য পেয়েছিল। সবার আগে নিজের চেষ্টা।" "জ্বি, ইসলামেভি কোইছে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা; তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজেকে সাহায্য করে। তুমি হালায় ঘরে বয়া মধ্যবিত্তের গাঞ্জা খাইবা আর আসমান থ্যেইক্কা অ্যাঞ্জেল আয়া তোমারে প্রভু যিশুর ডলার বণ্টন করব, এই স্বপ্ন যতদিন দেখবা ততদিন তুমি তুমার প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর লাত্থিগুঁতা খাইবা। এহান থ্যেইক্কা কেউ তুমারে বাঁচাইতে পারবো না। স্বয়ং মোজেসও না।"" তাহলে এই নির্বচনের লাভ কী?"" ওস্মাগো, এইডা কী কন। জনগণ তার ভোটিং রাইট তার ভুটাভুটির অধিকারের বলে জনগণের সরকার গঠন করব। জনগণ যদি ভালো লোকেরে ভুট দ্যেয় তায়লে হ্যের ভাইগ্যের পরিবর্তন হোইতেও পারে।"" কিন্তু জনগণ তো মার্কাকে ভোট দ্যেয়। জনগণ তো কোনো সময় ক্যান্ডিডেট বা প্রার্থীকে ভোট দ্যেয় না, জনগণ তো দলকে ভোট দ্যেয়। সে অন্ধের মতো তার দলের প্রধানকে বিশ্বাস করে সে প্রতিবারই মনে করে তার নেতা এবার তার দারিদ্র দূর করবে।" "তো, তিপান্ন বছর ধইরা দেখলেন, দল আপনেগো কুনো সাহায্যে আহে না। দল তার দলীয় কর্মী আর ক্যাডাররে মাল দ্যেয়, জনগণের লাইগ্যা ডু ডু ক্যেলা। তারপরও জনগণ যুদি ভালো লোক না দ্যেইক্ষা দলকানা হয়া থাকে তো, আমার কিছুই বলার নাই।" "তাহলে, কেয়ামত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত জনগণ তোদের গোলামিই করবে? কোনো দিনই তাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না?" "আপনের জনগণ, দুঃখ-শোক-ঋণ-অভাব-ব্যাধি এইগুলার জ্বালায় কিছু করা পারে না। তয় চেষ্টাকরলে সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে ওগো ভাগ্যের পরিবর্তন হইলেও হোইতে পারে দুই হাজার চব্বিশের পাঁচই আগস্টের মতো..." "ঠিক ঠিক কতবড় আশার কথা শুনালি, জনগণ দলকানা না হয়ে, মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে ওদের ভাগ্যের পরিবর্তন হইবেই হবে পাঁচই আগস্টের রাঙা প্রভাতের মতো..."

[লেখক: চলচ্চিত্রকার]

আপনের জনগণ ইসলামের আসল কথা ভুইল্লা ইবলিশের কথায় নাচতাছে! তয় হ্যের ভাইগ্যের পরিবর্তন ক্যেঠা করবো? ভারত, পাকিস্তান, চীন নাকি আমেরিকা!" "যাহ্ বিদেশি শক্তির কি ঠ্যেকা পড়েছে তোদের ভাগ্য পরিবর্তনের! আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য বদলানোর জন্য চেষ্টা না করলে কেউ কোনোদিনও কিছু করতে পারবে না। একাত্তারের মুক্তিযুদ্ধে এই জনসাধারণ কোনো ট্রেনিং মেনিং ছাড়াই মহাপরাক্রমশালী পাকিস্তানি সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল বলেই না পরে ভারত আর রাশিয়ার সাহায্য পেয়েছিল। সবার আগে নিজের চেষ্টা।" "জ্বি, ইসলামেভি কোইছে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা; তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজেকে সাহায্য করে

যুক্তরাজ্যে আধুনিক দাসত্বের শিকার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে গত বছর আধুনিক দাসত্বের সম্ভাব্য শিকার মানুষের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে নীতিগত সংস্কার গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন তারা। গত ৬ মার্চ ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে ভুক্তভোগীদের শনাক্ত ও রক্ষায় সরকারি উদ্যোগ 'ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজম' (এনআরএম) গত বছর রেকর্ড ১৯ হাজার ১২৫ জন ভুক্তভোগীকে আধুনিক দাসত্বের সম্ভাব্য শিকার হিসেবে নথিভুক্ত করেছে। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে সংখ্যাটি ছিল ১৭ হাজার। আধুনিক দাসত্বের মধ্যে মানবপাচার, দাসত্ব, যৌন নিপীড়ন, গাড়ি পরিষ্কার, জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করার মতো বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, দারিদ্র্য, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিবাসনের কারণে বিশ্বজুড়ে আধুনিক দাসত্ব বাড়ছে এবং এর শিকার হচ্ছেন লাখো মানুষ। যুক্তরাজ্যে আধুনিক দাসত্বের নানা ধরন রয়েছে। দেশটিতে পুরুষ, নারী কিংবা শিশুদের মাদক বা যৌন ব্যবসা, গাড়ি ধোয়া, সেলুন, ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘরের গৃহস্থালি কাজ এবং সামাজিক পরিচর্যায় শোষণমূলক কাজে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। দেশটির দাসত্ববিরোধী ইনডিপেনডেন্ট কমিশনার ইলিয়ানর লিয়ন্স বলেন, এই পরিসংখ্যানগুলো শুধু সংখ্যা নয়। এগুলো ভুক্তভোগীদের কথা, তাদের কথা সরকারের শোনা উচিত। তিনি বলেন, একটি আন্তঃসরকার আধুনিক দাসত্ব কৌশল প্রয়োজন, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে এই অপরাধ মোকাবিলায় অগ্রাধিকার দেবে। মানবাধিকার সংস্থা অ্যান্টি-স্লেভারি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে আধুনিক দাসত্বের শিকার মানুষের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার। **আধুনিক দাসত্বের সম্ভাব্য শিকার ছয় হাজার শিশু** এনআরএম আধুনিক দাসত্বের সম্ভাব্য শিকার হিসেবে যাদের নথিভুক্ত করেছে, তাদের মধ্যে ২৩ শতাংশ ব্রিটিশ নাগরিক। এছাড়া ১৩ শতাংশ নাগরিক নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে আলবেনিয়ার নাম। তৃতীয় স্থানে থাকা ভিয়েতনামিদের সংখ্যা ১১ শতাংশ।

সৌদিতে কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে নারীদের উপস্থিতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবে কর্মক্ষেত্র, লিডারশিপ রোল ও উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের উপস্থিতি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দেশটির জেনারেল অথরিটি ফর স্ট্যাটিস্টিকস কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ৩৬ দশমিক ২ শতাংশ সৌদি নারী শ্রমশক্তিতে সক্রিয় ছিলেন। মূলত দিন যত যাচ্ছে সৌদিতে তত বেশি সংখ্যক নারী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করছেন। ২০২৪ সালে সৌদিতে ৭৮ হাজার ৩৫৬ জন নারী উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া ২০২৩ সালে নারীদের ৫ লাখ ৫১ হাজার ৩১৮টি নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে দেশটিতে নারীদের উপস্থিতিও বেড়েছে। ২০২৩ সালে ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৭২৫ জন সৌদি নারী ফ্রিল্যান্সার হিসেবে অনুমোদন পেয়েছেন। তাছাড়া পর্যটন খাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ২০২৪ সালে এক লাখ ১১ হাজার ২৫৯ জন সৌদি নারী পর্যটন-সম্পর্কিত চাকরিতে কাজ করেন।

ভারতে পর্যটন কেন্দ্রের কাছে ২ নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের কাছে দুই নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করেছে স্থানীয় তিন অপরাধী। গত শনিবার স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত তিন ব্যক্তি পর্যটকদের ওপর হামলা চালায় এবং তাদের সঙ্গে থাকা এক পুরুষ সঙ্গীকে হত্যা করে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্ট রাম আরাসিদ্দি ফোনে রয়টার্সকে বলেছেন, ওই দুই নারীর একজন স্থানীয় আর একজন ইসরায়েলি পর্যটক। তাদের সঙ্গে ছিলেন এক ভারতীয় ব্যক্তি এবং আরও দুই পুরুষ পর্যটক। তারা পর্যটন কেন্দ্রের কাছে নক্ষত্র দেখছিলেন। এসময় ভারতীয় পুরুষটির সঙ্গে দেনা-পাওনা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় তিন ব্যক্তি হামলা চালায়। পুলিশ আরও জানায়, হামলাকারীরা ভারতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তিনজন পুরুষকেই পানিতে ফেলে দেয়। এরপর তারা নারী পর্যটকদের ধর্ষণ করে। পানিতে ফেলে দেওয়া তিনজনের মধ্যে এক মার্কিন পর্যটক বেঁচে গেছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আরাসিদ্দি বলেছেন, অভিযোগে ভিত্তিতে ইতোমধ্যে দুজনকে আটক করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত এখনও চলমান আছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ষণের মতো অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছর কলকাতার এক হাসপাতালে দায়িত্বরত নারী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় পুরো দেশজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০২২ সালে প্রায় ৩২ হাজার ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সংখ্যাটি ২০২১ সালের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি। তবে সংশ্লিষ্টদের ধারণা, সামাজিক অপসংস্কার ও পুলিশের দিক থেকে নির্ভরতার জায়গা তৈরি করতে না পারায়, অধিকাংশ ভুক্তভোগী সামনে আসেন না। ২০১২ সালে দিল্লির গণপরিবহনে এক শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় প্রথম উত্তাল হয়ে পড়ে ভারত। সেই বর্বর হামলা দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দেয়। আইনপ্রণেতারা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনের পাশাপাশি ধর্ষণের শাস্তি কঠোর করতে বাধ্য হন। ২০১৩ সালে ধর্ষণের আইন সংশোধন করা হয়। সংশোধনীতে কোনও নারীকে অনুসরণ ও গোপন নজরদারিকেও অপরাধের যৌন হয়রানিমূলক অপরাধের তালিকায় রাখা হয়। এছাড়া, যৌন অপরাধে আদালতে ওঠানোর বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করা হয়। ২০১৮ সালের সংশোধনীতে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়।

ভারতে পর্যটন কেন্দ্রের কাছে ২ নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের কাছে দুই নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করেছে স্থানীয় তিন অপরাধী। গত শনিবার স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত তিন ব্যক্তি পর্যটকদের ওপর হামলা চালায় এবং তাদের সঙ্গে থাকা এক পুরুষ সঙ্গীকে হত্যা করে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্ট রাম আরাসিদ্দি ফোনে রয়টার্সকে বলেছেন, ওই দুই নারীর একজন স্থানীয় আর একজন ইসরায়েলি পর্যটক। তাদের সঙ্গে ছিলেন এক ভারতীয় ব্যক্তি এবং আরও দুই পুরুষ পর্যটক। তারা পর্যটন কেন্দ্রের কাছে নক্ষত্র দেখছিলেন। এসময় ভারতীয় পুরুষটির সঙ্গে দেনা-পাওনা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় তিন ব্যক্তি হামলা চালায়। পুলিশ আরও জানায়, হামলাকারীরা ভারতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তিনজন পুরুষকেই পানিতে ফেলে দেয়। এরপর তারা নারী পর্যটকদের ধর্ষণ করে। পানিতে ফেলে দেওয়া তিনজনের মধ্যে এক মার্কিন পর্যটক বেঁচে গেছেন বলে জানিয়েছে।

ইস্তাম্বুলে নারী দিবসের মিছিলের পর আটক প্রায় ২০০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তিন হাজারের বেশি নারী মিছিল করার পর শনিবার রাতে প্রায় ২০০ বিক্ষোভকারীকে পুলিশ আটক করেছে বলে দাবি করছেন আয়োজকরা। ইস্তাম্বুল থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি গতকাল রোববার এ খবর জানিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ইস্তাম্বুলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত তাকসিম স্কয়ারে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনে নিষেধাজ্ঞা চলছে। জায়গাটি সাধারণত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থায় তাকসিম স্কয়ারের কাছাকাছি স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাকসিম স্কয়ারে স্থানীয় সময় শনিবার সূর্যাস্তের সময় ফেমিনিস্ট নাইট মার্চ নামের সমাবেশ শুরু হয়। সেখানে অনেক বিক্ষোভকারী বেগুনি রঙের পোশাক পরে 'আমরা চুপ থাকব না', 'আমরা ভীত নই, 'আমরা মানব না', 'আমাদের নারীবাদী সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক' স্লোগান সংবলিত ব্যানার প্রদর্শন করেন। তবে মিছিলটি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয়। আয়োজকরা জানিয়েছেন, মিছিলের সময় পুলিশ বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটকের চেষ্টা করে। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, পুলিশ সদস্যরা বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে সমাবেশ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দেয়। মিছিলের আয়োজকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখেন, ফেমিনিস্ট নাইট মার্চ শেষ হওয়ার পর বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন পুলিশ আমাদের বন্ধুদের 'উসকানিমূলক আচরণের' অভিযোগে আটক করতে শুরু করে। ৮ মার্চ প্রায় ২০০ জন নারীকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। তবে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এর আগে ব্যানার নিয়ে রাস্তায় মিছিল করে শহরের এশীয় অংশের কাদিকয় এলাকায় কয়েক শ বিক্ষোভকারীর সমাগম হয়। ডিআইএসকে ট্রেড ইউনিয়নের চেয়ারওম্যান আরজু সেরকেজোগলু এএফপিকে বলেন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ, নারী হত্যার বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুল কনভেনশনের অনুমোদনের দাবি ও নারীদের ওপর যত্নের বোঝা চাপিয়ে না দেওয়াড়এমন সামাজিক নীতিমালার দাবিতে মিছিলটি বের করা হয়। তিনি আরো বলেন, 'আমরা গণতন্ত্র, সমতা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের জন্য আমাদের ৮ মার্চের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।' আরজু প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের ২০২১ সালে ইস্তাম্বুল কনভেনশন থেকে তুরস্ককে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই কনভেনশনে যুক্ত থাকতে হলে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও বিচারের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের শর্ত রয়েছে। তুরস্ক নারী হত্যা সম্পর্কিত সরকারি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে না। এই কাজটি নারী সংগঠনগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এ সংগঠনগুলো সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে খুন ও অন্যান্য সন্দেহজনক মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। উই উইল স্টপ ফেমিসাইড প্ল্যাটফরম অধিকার সংস্থার সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২১ সালের মার্চ মাসে তুরস্ক ইস্তাম্বুল কনভেনশন থেকে সরে আসার পর পুরুষদের হাতে কমপক্ষে এক হাজার ৩১৮ জন নারী হত্যার শিকার হয়েছেন।

সৌদিতে আবাসিক-শ্রম আইন লঙ্ঘন, গ্রেফতার ২০ হাজারের বেশি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবে আবাসিক, শ্রম ও সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০ হাজার ৭৪৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে তাদের ধরা হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চের মধ্যে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ১৩ হাজার ৮৭১ জনকে আবাসন, ৩ হাজার ৫১৭ জনকে সীমান্ত নিরাপত্তা এবং ৩ হাজার ৩৬১ জনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া সীমান্ত অতিক্রম করে সৌদিতে প্রবেশের চেষ্টার সময় এক হাজার ৫১ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ ইয়েমেনি, ৫৪ শতাংশ ইথিওপিয়ান এবং ৩ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক। পাশাপাশি বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করার দায়ে ৯০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী আরও ১২ জনকে অবৈধ প্রবেশ, পরিবহন বা লঙ্ঘনকারীদের নিয়োগে সহায়তা করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। দেশটিতে বর্তমানে ৪০ হাজার ১৭৩ জন প্রবাসী আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি। যার মধ্যে ৩৫ হাজার ৮৬২ জন পুরুষ ও ৪ হাজার ৩১১ জন নারী। তাদের মধ্যে ৩২ হাজার ৩৭৫ জনকে ভ্রমণ নথিপত্র সংগ্রহের জন্য নিজ নিজ দূতাবাস বা কনস্যুলেটে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ২ হাজার ৫৭৬ জনকে দেশ ছাড়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ১০ হাজার ২৪ জনকে প্রত্যাবাসন করেছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে জানিয়েছে, যারা আইন লঙ্ঘনকারীদের অবৈধ প্রবেশ, পরিবহন বা আশ্রয়ে সহায়তা করবে তাদের ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ১০ লাখ রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা এবং অপরাধে ব্যবহৃত যে কোনো যানবাহন বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। সূত্রঃ গাল্ফ নিউজ

বিনোদন

মাগুরার সেই শিশুটিকে নিয়ে যা বললেন শাকিব খান

বিনোদন ডেস্ক : মাগুরায় ৮ বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনায় রীতিমতো স্তম্ভিত পুরো দেশ; 'টক অব দ্য কান্ট্রিতে' পরিণত হয়েছে ন্যাক্কারজনক এ ঘটনা। জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি চেয়ে সাধারণ মানুষ নেমে পড়েছে রাস্তায়, বিভিন্ন স্থানে চলছে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ। সঙ্গে নিন্দার ঝড় বইছে ইন্টারনেটেও। এই মুহূর্তে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ৮ বছরের সেই শিশু। এদিকে সামাজিক মাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে শিশুটির অচেতন অবতার। এমন মর্মান্তিক ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে দাগ কেটেছে; তাই তো দেশের তারকাঅঙ্গনও চুপ থাকতে পারল না সেই শিশুটিকে নিয়ে। এ ঘটনায় নিঃসন্দেহে জড়িতদের শাস্তি চাচ্ছেন তারকারা। তাদের একজন ঢাকাই মেগাস্টার শাকিব খান। গতকাল রোববার দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে স্পষ্ট বিচার চাইলেন সেই ভুক্তভোগী শিশুটির জন্য। হ্যাশট্যাগে শিশুটির নাম উল্লেখ করে লেখেন, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। মেগাস্টারের কাছ থেকে এমন প্রতিবাদ পেয়ে অনুরাগীরাও খুশি কম হয়নি। তবে দেশে এ ধরণের ঘটনার দ্রুত বিচার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্নও তোলেন অনেকে। শাকিবের মন্তব্যঘরে তার অনুরাগীদের অধিকাংশই এ ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি করেন; সঙ্গে প্রতিবাদও জানান কঠোর ভাষায়। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে আট বছরের সেই শিশু। মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী চরপড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিশুটির বড় বোনের শ্বশুর হিটু শেখকে (৫০) আটক করেছে পুলিশ। এরপর গত শনিবার শিশুটির মা থানায় মামলা দায়ের করেন; সেখানে শিশুটির বোনের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাশুরকে আসামি করা হয়। এদিকে গত শনিবার শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

নতুন লুকে নজর কাড়লেন অপু

বিনোদন ডেস্ক : চলছে রমজান, সামনেই ঈদ। এমন আবহে রীতিমতো তারকাদের ব্যস্ততাও থাকে তুঙ্গে। ঈদকে সামনে রেখে অনেকে মেতে ওঠেন নিত্য নতুন ফ্যাশন সেনসেশনে। হয়ত ফ্যাশন সহায়ক হিসেবে এবার এগিয়ে এলেন ঢাকাই চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস! নিজেকে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ঈদ ফ্যাশনে এমন নজরকাড়া লুকেও নিজেকে মেলে ধরা যায়! আপাতত সিনেমা থেকে একটু দূরেই আছেন অপু। তবে অন্যান্য ব্যস্ততার মাঝে থাকছেন নায়িকা। নিয়মিত ভিন্ন রূপ-সাজে নিজেকে ধরা দিচ্ছেন, মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন অনুরাগীদের মাঝে। কাজেই তার নিয়মিত কর্মযজ্ঞেরও ব্যত্যয় ঘটল না এবার। সম্প্রতি এক ফটোশুটেই মূলত নতুন রূপে দেখা গেল অপুকে। এদিন সোনালি আলোর ব্রাইডাল থিমে লাল-সাদার ট্র্যাডিশনাল কস্টিউমে ছিলেন অপু। এমন বেশেই সলো শুট ও গ্রুপ শুটে ধরা দেন নায়িকা। গত শনিবার রাতে পাঁচটি ছবি শেয়ার করেন অপু বিশ্বাস। ছবিতে দেখা যায়, নায়িকার পরনে আনারকলি গাউনের সঙ্গে লাল ওড়না। অপুর সাদা এই গাউনটিতে এম্ব্রডারির কাজ যেমন ছিল নজরকাড়া, দোপাট্টা স্কার্ফ হিসেবে লাল ওড়নাও বাড়িয়ে দেয় সৌন্দর্য। তবে শুধু পোশাকেই চোখ ধাঁধাননি অপু বিশ্বাস! অনেকের নজর আটকেছে নায়িকার অলংকারেও! ড্যাংগেল ইয়ারিং, রুদ্রানি নেকলেস ও টিকলিতে ছিল সোনালি আবহ। শুধু তাই নয়, এই ছবিগুলোর সঙ্গে এক শক্তিশালী বার্তা জুড়ে দেন অপু বিশাস। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'স্টাইল ইজ আ ওয়ে টু সে হু ইউ আর উইদাউট স্পিকিং'। নায়িকা বোধহয় বোঝাতে চেয়েছেন, চুপচাপ অর্থাৎ নিঃশব্দে নিজেকে প্রকাশ করার একমাত্র উপায় 'স্টাইল'। ক্যাপশনে অপু এও যোগ করেন, 'ঈদ বিশেষ কাজ'। তবে অপুর সলো ফ্রেমিং অনুরাগীরা অনেক পছন্দ করলেও তেমন একটা নজর কাড়তে পারেনি গ্রুপ ফটোতে থাকা পুরুষেরা; বলা বাহুল্য, সেখানে শুধু উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল অপুরই; সঙ্গে মন্তব্যঘরে প্রশংসা-মুগ্ধতার জোয়ার তো ছিলই।

ধর্ষণ ও অহিংসতা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন রুনা খান

বিনাদন ডেস্ক : নারী দিবস, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ষণ ও অহিংসতা নিয়ে মুখ খুলেছেন রুনা খান। মডেল ও অভিনেত্রী পরিচয়ের বাইরে তিনি একজন সাহসী নারী। সমাজের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধ করেই টিকে আছেন অভিনেত্রী। দেশে চলমান সংকট, নারীদের ওপর অত্যাচার এসব নিয়ে আতঙ্কিত তিনি। দেশে নারীর স্বাধীনতার পাশাপাশি পুরুষেরও নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে সম্মান দেখানোর কথা বলছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমাদের দেশে নারীদের প্রতি এতো সহিংস আচরণ, অত্যাচার করা হয়, সেটা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়ভাবেই। নারীদের প্রতি এই হিংস্র আচরণ খুব ভয়াবহ ব্যাপার। একজন নারী হিসেবে দেশে আপনি কতটুকু নিরাপদ বোধ করেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, কখনও খুব বেশি নিরাপদ বোধ করি না। কয়েকদিন আগেই আমি কথা প্রসঙ্গে বলছিলাম, একটু রাত হলে এদেশে বাইরে বের হওয়ার জন্য একজন পুরুষের সঙ্গে অন্য কাউকে লাগে না, কিন্তু একজন নারীর বাইরে বের হতে হলে সঙ্গে কাউকে না কাউকে প্রয়োজন। অন্য নারীরা কেমন নিরাপদ বোধ করেন জানি না, অন্তত আমি নিজে নিরাপদ বোধ করিনা। রুনা খান বলেন, আমার মনে হয় প্রতিটি নারীর স্বনির্ভর হওয়া উচিত। অর্থনৈতিকভাবে কারো ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। কিন্তু হ্যাঁ, নারীর অধিকার আদায়ের জন্য শুধু স্বনির্ভর হলেই হয় না। আপনি যখন রাস্তায় বের হবেন, তখন আপনি কতটা নিরাপদ, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুধু নারীদের সচেতন হয়ে লাভ নেই, সমাজের পুরুষদেরও নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে, নারীদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

মার্চের নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : পুরো বিশ্বের বিনোদনপ্রেমীরা এখন অনেকটাই ওটিটি নির্ভর। কারণ ঘরে বসেই তারা প্রতি মাসে এখন দেখতে পাচ্ছেন মনের মতো নতুন সব কনটেন্ট। যেসব কনটেন্ট স্ট্রিমিং হচ্ছে বিশ্বের জায়ান্ট সব প্লাটফর্মে। সেই ধারাবাহিকতায় এ সপ্তাহে নেটফ্লিক্সে প্রচারিত হবে বেশকিছু ওয়েব ফিল্ম ও ওয়েব সিরিজ। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি কনটেন্ট নিচে তুলে ধরা হলো। **দ্য ইলেকট্রিক স্টেট** অ্যাকশন ড্রামা ধাঁচের এই ওয়েব ফিল্মটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন অ্যান্থনি রুসো ও জো রুশো। যারা রুশো ব্রাদার্স হিসেবে পরিচালিত। সাই-ফাই জনরার এই সিনেমায় দেখানো হবে রোবটদের বিজ্ঞান কল্পকাহিনির একটি গুরুত্ব পূর্ণ অভিযান। নেটফ্লিক্সে এটি প্রচার হবে মার্চের ১৪ তারিখ। এতে অভিনেতা ক্রিস প্যাট 'কেটস' চরিত্রে অভিনয় করেছেন আর মিলি বব ব্রাউন 'মিচেল' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে আরও আছেন উডি নরম্যান অ্যান রুশো, গ্রেগ ক্রোমার ও ভিন্স পিজিয়ানি। **ডেন অব থিভস ২: প্যান্টেরা** ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ বিশ্বব্যাপী বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে ডেন অব থিভস ২: প্যান্টেরা সিনেমাটি। এবার এটি নেটফ্লিক্সে ১৯ মার্চ প্রচারিত হবে। 'ডেন অব থিভস ২: প্যান্টেরা' হল 'ডেন অব থিভস' এর সিক্যুয়েল। এর গল্প আমেরিকার একদল ক্রিমিনালদের নিয়ে। যারা নিয়মিত ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। ক্রাইম থ্রিলার ধাঁচের এই সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন ক্রিশ্চিয়ান গুডেগাস্ট।এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জেরার্ড বাটলার, ও'শিয়া জ্যাকসন জুনিয়র, ইভিন আহমেদ, মেডো উইলিয়ামস ও সোয়েন টেমেল। **দ্য আউটরান** ব্রিটিশ সিনেমা 'দ্য আউটরান' ২০২৪ সালে বড় পর্দায় মুক্তি পায়। এরপরই সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী সাওয়ার্স রোনান প্রশংসিত হতে থাকেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নোরা ফিংসচাইডট। এর গল্পে দেখা যায় লন্ডনে জীবনের চরম দুর্দশায় ভোগার পর, রোনান তার সমস্যাগ্রস্ত অতীতের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরপর সে স্কটল্যান্ডের অর্কনি দ্বীপপুঞ্জে ফিরে আসে। যেখানে সে ছোট বেড়ে উঠেছিল। এভাবেই এগিয়ে যাবে সিনেমার গল্প। এবার এটি ১৮ মার্চ নেটফ্লিক্সে মুক্তি দেওয়া হবে।

সিনেমা দেখে গুপ্তধনের খোঁজে গ্রামবাসী!

বিনোদন ডেস্ক : মুক্তির পর থেকেই আলোচনায় ভিকি কুশল-রাশমিকা মান্দানা অভিনীত ছবি 'ছাবা'। খুব অল্প দিনেই ৫০০ কোটির গণ্ডি টপকে বক্স অফিসে ঝড় তুলে দিয়েছে ছবিটি। শুধু তাই নয়, দর্শকদের মনস্তত্ত্বেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে এই ছবি। তবে এর প্রভাব যে মারাত্মক সুদূরপ্রসারী হবে, তা হয়ত কেউ কল্পনাতেও আনেনি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এই সিনেমা দেখে গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়েছে একদল গ্রামবাসী; রাতভর চলেছে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি! ভারতের মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রামে ঘটেছে এমন অদ্ভুত ঘটনা। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, হঠাৎ করেই রাতের অন্ধকারে টর্চ, শাবল হাঁতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সেই গ্রামের বাসিন্দারা। বুরহানপুরের আসিরগড় নামের একটি জায়গায় খননকাজে মধ্যরাতেই বেরিয়ে পড়েন তারা। তাদের ধারণা, মাটি খুঁড়ে মুঘল আমলের কিছু স্বর্ণমুদ্রা কিংবা গুপ্তধনের হদিশ মিললেও মিলতে পারে। অনেকে আবার দাবি করেছেন, ওই এলাকায় নাকি কেউ কেউ স্বর্ণমুদ্রাও দেখতে পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, ভিকি কৌশলের 'ছাবা' দেখার পর সেই ভাবনা আরও চাগাড় দিয়েছে। কারণ সেই ছবিতে বুরহানপুরের নাম নেওয়া হয়েছে। দেখানো হয়েছে, এককালে মুঘলদের বাস এখানেই ছিল। আর সেখান থেকেই তাদের মনে হয়েছে- এখানেই লুকিয়ে রয়েছে মুঘলদের গুপ্তধন। আর এটি জানার পরই যন্ত্রপাতি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন গ্রামবাসীরা। জানা গেছে, দুর্গের চারপাশেই একটানা চলেছে খননকার্য। এমনকি মেটাল ডিটেক্টর দিয়েও চারপাশ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, সোনাদানা কোথাও লুকিয়ে রাখা রয়েছে কি না। আসিরগড়ের বাসিন্দাদের এহেন খোঁড়াখুড়িতে বেজায় বিরক্ত সেই অঞ্চলের জমির মালিকরা। বিষয়টি কানে যায় প্রশাসনেরও। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতিবার সেই অঞ্চলে গিয়ে খোঁড়াখুড়ি করা জনতার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। পরে পুলিশের সাহায্যে গ্রামবাসীদের খননকার্য বন্ধ রাখার অনুরোধ করা হয়। এমনকি সেই অঞ্চলে গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনাও তারা উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর পক্ষ থেকে সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এলো- আর তাতেই ইন্টারনেটে হাসির রোল। সেখানেই দেখা গেল, গ্রামবাসীরা শাবল-গাঁইতি, এমনকি কোদাল দিয়ে দুর্গের চারপাশে খননকার্য শুরু হয়েছে। আনা হয়েছে মেটাল ডিটেক্টরও। আর বুরহানপুরের সেই আজব কীর্তিই বর্তমানে চর্চার শিরোনামে।

ব্যাঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'সাবা'র জয়জয়কার

বিনোদন ডেস্ক : একের পর এক সাফল্য ধরা দিচ্ছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। মাকসুদ হোসেন পরিচালিত ছবি 'সাবা' তে-ই প্রথম অভিনয় তার। ছবিটি যে রীতিমতো অভিনেত্রীর কপাল খুলে দিয়েছে, তা আর বলার বাকি রাখে না। দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব দাপিয়েছে মেহজাবীনের এই ছবিটি। প্রথমে টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এরপর বুসান উৎসব। ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরবের রেড সি উৎসব- এমন কোনো জায়গা বাকি নেই যেখানে 'সাবা'র সাফল্য উঠে আসেনি। কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি 'সাবা'র সাফল্য। সম্প্রতি ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই মেহজাবীনের 'সাবা'র জয়জয়কার! অর্থাৎ, সেই উৎসবে এশিয়ান সিনেমা কম্পিটিশনে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশি এই ছবিটি। সামাজিকমাধ্যমে এই সুসংবাদটি শেয়ার করে নেন মেহজাবীন নিজেই। এর আগে ব্যাঙ্গালুরু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অফিসিয়াল পেজে প্রকাশ করা হয় এসব তথ্য। আর সেটি শেয়ার করেই আনন্দ প্রকাশ করেন মেহজাবীন চৌধুরী। মেহজাবীন লিখেছেন- আজকের সকালটা কত সুন্দর! ব্যাঙ্গালুরু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের এশিয়ান সিনেমা কম্পিটিশনে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে ফিচার ফিল্ম সাবা। টিমের সবাইকে অভিনন্দন। 'সাবা'র মাধ্যমে ১৪ বছরের টিভি অভিনয়জীবন পেরিয়ে বড়পর্দায় নাম লিখিয়েছেন মেহজাবীন। এতে আরও অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী ও মোস্তফা মনওয়ার। সিনেমাটির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন ত্রিলোরা খান ও মাকসুদ হোসেন।

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া বগুড়ার দই। এই দই দিয়ে তৈরি করা হয় ঘোল ও মাঠা। গাড়িদহ, শেরপুর, বগুড়া।

কালীগঞ্জে ১২৫০ কৃষকের বিনামূল্যের সার ও বীজ বিতরণ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ১ হাজার ২৫০ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিস এ সার ও বীজ বিতরণ করে। সে সময় প্রধান অতিথি সার ও বীজ বিতরন উদ্বোধন করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। কৃষকদের সার ও বীজ বিতরণ পূর্ববর্তী আলোচনা সভায় কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহাবুব আলম রনির সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কৃষি সমপ্রসারণ কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান মিয়া, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাসান সাজ্জাদসহ কৃষি অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তরা। আলোচনা সভা শেষে উপজেলার ১ হাজার ২৫০ কৃষকের মাঝে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে গ্রীস্মকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ১ হাজার ২৫০ কৃষককে প্রণোদণার তিল ও মুগ ফসলের বীজ এবং সার দেওয়া হয়।

কিশোরগঞ্জের খামারীদের সংবাদ সম্মেলন ও ইফতার মাহফিল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : সরকার নির্ধারিত মূল্যে ডিম-মুরগী বিক্রয় করতে না পারায় কিশোরগঞ্জের কয়েকশত খামারী সংবাদ সম্মেলন করেছে। জেলা শহরের উজান ভাটি রেস্টুরেন্টের হল রুমে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে কিশোরগঞ্জ পোল্টি ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন। এতে লিখিত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান সাদেক। সংবাদ সম্মেলনে সংহতি প্রকাশ করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক ভিপি খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল। বিশেষ অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি একে নাসিম খান, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মালেক চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক মুনিরুজ্জামান খান চৌধুরী সোহেল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম ফকির মতি। বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য মো.শহিদ মল্লিকের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সদস্য সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশনের সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ, জাতীয় যুব পদকপ্রাপ্ত খামারী মো. নুরুল আরেফিন লিংকন, খামারী হাফেজ মাও রাশিদ আহমেদ, সংগঠনের পাকুন্দিয়া উপজেলা শাখার আহবায়ক কামাল উদ্দিন ছোটন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, কিশোরগঞ্জ জেলার প্রায় ৫ হাজার পোল্ট্রি খামারীরা নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছি। প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে সরকার কর্তৃক ডিম ও মুরগীর দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিলো। এতে খামারী পর্যায়ে ডিম প্রতিটি ১০.৮০ পয়সা, ব্রয়লার ১৭০ টাকা কেজি, সোনালী ২৬০ টাকা কেজি দরে নির্ধারিত হওয়ার পরেও বাজারে ডিম ও মুরগীর উৎপাদন কম থাকায় বাজার মূল্য কিছুটা বেড়ে গিয়েছিলো। তখন সরকার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে। মোবাইল কোর্ট বিভিন্ন ডিম ও মুরগীর আড়তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা আদায় করে। ওই সময়ে বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে আমরা ডিম ও মুরগী বিক্রয় করতে বাধ্য হই। বর্তমানে আমরা খামারীরা প্রতি ডিম ও মুরগীর উৎপাদনের খরচের চেয়ে অধিক নিম্ন দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। ডিম প্রতিটি ৮.২০ পয়সা, ব্রয়লার মুরগী ১৪০/- কেজি, সোনালী ২০০/- টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

পোরশায় মুকুলে-মুকুলে ভরেগেছে আমগাছ

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশায় মুকুলে-মুকুলে ভরেগেছে আমগাছ। বাগানগুলি থেকে বের হচ্ছে মুকুলের মৌ-মৌ গন্ধ। আমগাছ গুলিতে দেখা যাচ্ছে শুধু মুকুল আর মুকুল। ডালে-ডালে লক্ষ্যকরা যাচ্ছে দৃশ্যমান সোনালী মুকুলের আভা। মুকুলের ভারে আমগাছ গুলির মাথা নুয়ে পড়ার উপক্রম। গাছে মুকুলের সমারোহ দেখে বাগান মালিক এবং আম চাষীরাও বেশ খুশি। অধিক ফলনের আশায় বিভোর বরেন্দ্র অঞ্চল খ্যাত এ উপজেলার আমচাষী আর বাগান মালিকরা। আবহাওয়া অনূকুলে থাকলে চলতি মৌসুমে আমের উৎপাদন বেড়ে যাবে বলে আশা করছেন তারা। তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ও বাগান মালিক শহিদুল ইসলাম, গবিরা কুড়ি গ্রামের বাগান মালিক সবুর মাস্টার, পশ্চিম রঘুনাথপুরের আমচাষী মহসীন আলী জানান, তারা দির্ঘ্যদিন আম চাষ করছেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে এবং আমের দাম ঠিক পেলে লাভ হবে বলে তারা জানান। জালুয়া গ্রামের আমচাষি মোকছের আলী জানান, আবহাওয়ার কোন বিপর্যয় না হয় তাহলে প্রচুর আম উৎপাদন হবে বলে তিনি জানান। আর দাম পেলে এ উপজেলায় আরো আম চাষ হবে বলে তিনি জানান। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মামুনুর রশিদ জানান, এ উপজেলায় প্রতি বছর আমের উৎপাদন বড়েই চলেছে। নওগাঁ জেলার মধ্যে এ উপজেলায় সব চাইতে বেশি আম চাষ হচ্ছে। এবারে এ উপজেলায় আম চাষ হচ্ছে ১০হাজার ৬৫০হেক্টর জমিতে। তবে সাধারনত ডিসেম্বর মাসে আমগাছ গুলিতে মুকুল আসে এবার ফেব্রুয়ারীতে মুকুল এসেছে। তারপরেও ব্যাপকহারে মুকুল আসায় এর পরিমান ধারা হয়েছে ৯০%।

ফরিদগঞ্জে ইয়াবাসহ ২ মাদক কারবারি গ্রেফতার

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প এর তত্ত্বাবধানে ঊইঙ এর অধীনে ২ জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে ঊইঙ এর অধীনে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চররামপুর এলকা থেকে তালিকাভুক্ত মাদক সন্ত্রাসী রুবেল মিজি (২৮)কে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে আরো একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে ফরিদগঞ্জ উপজেলার বালিথুবা এলাকা থেকে তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী জানে আলম মুন্সি (৪৮)কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জানে আলম মুন্সির নিকট হতে ১০৩ পিস ইয়াবা এবং ১টি ফয়েল রোল পেপার উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়কে পুলিশের নিকট হস্থান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চাঁদপুর জেলায় সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হ্যাচারিতে উৎপাদিত হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা। পোনার খাঁচায় খাবার ছিটাচ্ছেন এক শ্রমিক। ঢুলটি, ঈশ্বরদী, পাবনা।

চাঁদপুরের কোড়ালিয়ায় গ্যাস লিকেজে একই পরিবারের ৬ জন দগ্ধ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর শহরের কোড়ালিয়া এলাকার জাকিরের ভবনের চতুর্থ তলায় চুলার গ্যাস লিকেজে একই পরিবারের ৬ জন দগ্ধ হয়েছে। প্রথমে চারজনকে গুরুতর অবস্থা ঢাকা বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়। সেহেরীর খাবার গরম করতে গিয়ে পুত্রবধূ খাদিজা বেগমের হাতে গ্যাসের চুলা লিকেজ হয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় পরিবারটিকে। দগ্ধরা হলেন ভাড়াটিয়া আবদুর রহমান (৬০), তার স্ত্রী শাহনাজ বেগম (৫৫), ছেলে ইমাম হোসেন সর্দার (৩৫), পুত্রবধূ খাদিজা বেগম (২৫), প্রতিবন্ধী মহিন সর্দার (১৬) ও মিরাজের স্ত্রী নুসরাত জাহান নিভা (২২)। তাদের মধ্যে প্রথমে চারজনকে ঢাকায় জাতীয় বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। বাকি ২ জনকে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। পরিবারের সদস্য লিজন তালুকদার বলেন, বাসায় ১১ জন ছিল। এরমধ্যে ৬ জন দগ্ধ হয়। আবদুর রহমানের ছোট ছেলে রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন। এতে রাতে বাসার প্রথম দরজায় তালা লাগিয়ে রাখে। এতে করে আগুন পুরো বাসায় ছড়িয়ে পড়লে তারা বাসা থেকে বের হতে বিলম্ব হয়। মূলত ভোর রাতে সেহরির খাবার গরম করার জন্য গ্যাসের চুলা জ্বালানো মাত্র বিকট শব্দে গোটা ৬ তলা বাড়ি কেঁপে ওঠে। এসময় রান্নাঘর ছাড়াও আশপাশের আরো ৩টি কক্ষে আগুন লেগে যায়। এতে বিছানাপত্র এবং আসবাবপত্রের অংশ বিশেষ পুড়ে যায়। প্রতিবেশী বাসার রাশিদা বেগম বলেন, সেহেরী খেতে উঠার পর বিকট আওয়াজ ও চিৎকার শুনতে পান তারা। পরে দরজা খুলতে বিলম্ব হয়। দরজার খোলার পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের সবার শরীর মারাত্মকভাবে জ্বলসে গেছে। চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ডা. মাহমুদুল হাসান বলেন, তারা শরীরের হাত-পা, মুখ মন্ডল দগ্ধ হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ৪জনে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। পরে পরিবারের চিকিৎসার স্বার্থে বাকী দুজনকেও ঢাকায় পাঠানো হয়।

কমলগঞ্জে আগুনে পুড়ে এক পরিবার নিঃস্ব

কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : গভীর রাতে কমলগঞ্জে আগুনে পুড়ে এক প্রবাসীর পরিবার নিঃস্ব হয়েছে। আগুনে আধা কাঁচা বসতঘরের আসবাবপত্র, কাপড় চোপড়, স্মার্ট ফোন, স্বর্ণালঙ্কার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। এতে প্রায় পনের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। গভীর রাতে উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের কাউয়ারগলা গ্রামের মন্তাই মিয়ার বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে। অগ্নিকা- ক্ষতিগ্রস্ত সত্তরোর্ধ কুলসুম বিবি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, গভীর রাতের অগ্নিকা- তার সদ্য বিবাহিত ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে দেওয়া নতুন সোফাসেট সহ কয়েকলক্ষ টাকার আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। তার মেয়ে রোমানা বেগম বলেন, গত শুক্রবার রাতে তারাবির নামাজ পড়ে তারা খাওয়াদাওয়া শেষে ঘুমিয়ে যায়। পরে রাত প্রায় দেড়টার সময় রান্নাঘরে আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে।

শোভা ছড়াচ্ছে রক্তকাঞ্চন ফুল। লাল কাঞ্চনের আদি নিবাস দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকা। এটি শুধু এ দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই বিরল গাছ। চিম্বুক, বান্দরবান।

শব্দপ্রমী সাহিত্য সংসদের ১৩তম সহিত্য আসর

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে শবব্দপ্রেমী সাহিত্য সংসদের ১৩তম মাসিক সাহিত্য আসর ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোর দিশারী বিদ্যা নিকেতন চত্তরে সংসদের সভাপতি প্রকৌশলী কবি আঃ হাদির সভাপতিত্বে ও কবি সাংবাদিক ফিরোজ কবিরের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন রংপুরের প্রতিভাযশা সাংবাদিক ও এফ, সাকলের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচীব সুলতান আহমেদ সোনা। অনুষ্ঠানে বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার নিয়ে আলোচনা করেন কবি হাদিউর রহমান। আলোচনা ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন উপাধ্যক্ষ(অবঃ) কবি নাসরিন রেখা, আবু নাসের তুহিন, ইমদাদুল হক খান, আকতারজ্জামান, মোকছেদ আলী, কোহিনুর আখতার তুহিন, মাসুদ রানা, ফিরোজ কবির, আহসান হাবিব, আনোয়ার হোসেন, আয়েশা সিদ্দিকা, কুলসুমা আখতার তিন্নি, আতিকা ইসলাম, সেতু মনি, মোহনা সরকার মেধা ও বিপ্লব মন্ডল। শেষে দোয়া ও ইফতারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বিরলে ৫০০ জন রোজাদারদের মাঝে ইফতার প্যাকেট বিতরণ

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুর বিরল পৌরসভায় প্রতি বছরের ন্যায় বিসিই ফ্রেন্ড সার্কেল এর উদ্যোগে এবারো ৫০০ জন রোজাদারদের মাঝে ইফতারির প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে প্রতিবছরের মত মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, ভ্রাম্যমান অটো রিক্সা, কর্মজীবী, পথচারী, ভ্যান চালক ও যাত্রীদের মাঝে ইফতারি প্যাকেট বিতরণ ও সার্কেলের সকল বন্ধুরা মিলে (ফ্রেন্ড সার্কেল) একত্রে ইফতার করে। এমন একটি মহৎ কাজের জন্য স্থানীয় লোকজন, গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এই ফ্রেন্ড সার্কেলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া এই ফ্রেন্ড সার্কেল গত ৩/৪ বছর ধরে যেহেতু বিরলের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম গুলোতে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেন, সেহেতু এই কাজগুলো কে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তারা গত ২০১৩ সালের তৈরি করা বিরল সমাজ কল্যাণ সংঘকে ভেঙ্গে নতুন একটি সংগঠন তৈরী করে যার নাম বিরলের আলো। সংগঠনটির সভাপতি- এবি মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক- জেড আই জহির এর নেতৃত্বে নতুনরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে তুমিও পারবে-২০২৪ ক্যারিয়ার সেমিনারের মাধ্যমে। এর পর বন্যার্তদের মাঝে খাদ্য পৌঁছানো ও শীতবস্ত্র বিতরণ সহ নানামুখী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফ্রেন্ড সার্কেল এর সদস্যরা হলেন- এবি মাসুম, জেড আই জহির, জাকির (হোসেন সজল), রাশেদ খান মেনন, মেহেদুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, মেহেদী হাসান সোহেল, রুবেল ইসলাম, কাওসার আলম সাগর, ফজলে রাব্বি, সোহেল রানা, আরমানুর রহমান সজল, রবিউল ইসলাম (শান্ত), মোঃ মোসাদ্দেক, ফয়সাল, মুক্তাদির, নূর আসাদ, রাজ, সাকিব (শ্রাবণ), সাব্বির, খোকন, সাজেদুর, ফাইয়াজ, শিমুল, মাহাবুব ও মাহাবুরসহ আরও অনেকেই এই অরাজনৈতিক মহতি কাজগুলোর জন্য উক্ত সার্কেল ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

রাণীশংকৈলে আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের আয়োজনে ইফতার মাহফিল

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের আয়োজনে রাণীশংকৈল উপজেলা শাখায় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত শনিবার বিকাল ৪টায় রাণীশংকৈল ডিগ্রী কলেজ হলরুমে। বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি মিন্নাতুল্লাহ পাঠান'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমির বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা জনাব অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন প্রধান, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা আমির বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা রফিকুল ইসলাম এবং উপজেলা সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা নায়েবে আমির মিজানুর রহমান মাস্টার, অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন, উপজেলার সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, এসময় বক্তারা বলেন আদর্শ শিক্ষক হতে হলে ঐশী জ্ঞান দিয়ে শিক্ষকতা করতে হবে।

নারী সহিংসতা, খুন, ধর্ষণ ও নিপীড়নের প্রতিবাদে কুমিল্লায় বিক্ষোভ

কুমিল্লা প্রতিনিধি : দেশব্যাপী নারী সহিংসতা, খুন, ধর্ষণ ও নিপীড়নের প্রতিবাদে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সমাবেশ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড় পূবালী চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করেন। এতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড় টাউন হল হয়ে পুলিশ লাইন রোডে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এর আগে পুবালী চত্ত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুমিল্লা জেলা ও মহানগর শাখার নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় তারা বলেন- সারাদেশে অব্যাহত নারী সহিংসতা, খুন ধর্ষন ও নিপীড়ন বন্ধসহ অপরাধীদের প্রকাশ্যে বিচারের আওতায় এনে ফাঁসির দাবী জানান।

শেরপুরে পাঁচটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

শেরপুর প্রতিনিধি : বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে শেরপুরে পাঁচটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মোট সাড়ে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন। জেলা শহরের রঘুনাথ বাজার ও মুন্সীবাজার এলাকায় ফল, হোটেল ও রেস্তোরা এবং বেকারি দোকানগুলোতে এই অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসনের বাজার মনিটরিং টিম। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাকিল আহমেদ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব সরকার। অভিযানকালে শহরের মুন্সীবাজার এলাকার জি-৭ রেস্তোরা ও চাইনিজ রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরের ফ্রিজে কাঁচা মাংসের সাথে রান্নাকরা মাংস মজুদ করার দায়ে পাঁচহাজার টাকা, উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদের তারিখ এবং বিক্রয় মূল্য লেখা না থাকায় মুন্সীবাজার এলাকার মোহাম্মদীয়া বেকারির মো. মোয়াজকে দুই হাজার টাকা, রঘুনাথ বাজার এলাকার চাঁন মিয়ার হোটেলে বাসি খাবার সংরক্ষণ ও ঢেকে না রাখার অভিযোগে পাঁচশ' টাকা।

টেকনাফ ও হাতিয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক ৭

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে দায়িত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। মাদক, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে নৌবাহিনী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে টেকনাফ উপজেলাস্থ হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের বালুখালী নামক স্থানে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও পুলিশ। অভিযানকালে অপহরণ চক্রের মূল হোতা এবং কুখ্যাত মাদক ও অস্ত্র কারবারি হেলাল উদ্দিনকে তার ০২ সহযোগীসহ আটক করা হয়। এ সময় তার বাসা হতে অপহরণের শিকার নরসিংদীর মনোহরদি উপজেলার বাসিন্দা আরেফুল ইসলাম শুভ নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণের শিকার ব্যক্তি গত সোমবার নরসিংদী হতে কাজের সন্ধানে টেকনাফ বাসিন্দা মজিবের নিকট আসলে মজিব তাকে কাজ না দিয়ে হেলাল উদ্দিন এর আস্তানায় একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে। চক্রটি অপহৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবী করে বলে জানা যায়। আটককৃত হেলাল উদ্দিনের বাড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকা তল্লাশি করে মাটির নিচে পুঁতে রাখা অবস্থায় ৪ টি আগ্নেয়াস্ত্র ৭ রাউন্ড তাজা গোলা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে হত্যা, অপহরণ, মাদক, চোরাচালানসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

৪ দফা দাবিতে টাঙ্গাইলে ডিপ্লোমা চিকিৎসকদের সংবাদ সম্মেলন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : ৪ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষে টাঙ্গাইলে ডিপ্লোমা চিকিৎসকরা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল এসোসিয়েশন, ডিপ্লোমা মেডিকেল প্রাইভেট প্রাকটিশনার এসোসিয়েশন এবং সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডিপ্লোমা এসোসিয়েশনের পরিষদের জেলা শাখার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সচিব ডা. বাতেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমানে ডিএমএফ কোর্স সম্পন্নকারী প্রায় ৫০ হাজার দক্ষ জনবল কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও ম্যাটস শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে জুলুম ও বৈষম্যের শিকার। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম করার পরও বৈষম্য নিরসনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। শুন্য পদ থাকার পরেও এক যুগের বেশি সময় ধরে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এতে একদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে ম্যাটস থেকে পাসকৃত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাই অতিদ্রতই চার দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তাদের চার দফাদাবিগুলো হলো- শুন্য পদে নিয়োগ ও সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে নতুন পদ সৃষ্টি করা, কোর্সের কারিকুলাম সংশোধন ও ইন্টার্নশিপের ভাতার দাবি, প্রস্তাবিত এলাইড হেলথ প্রফেশনাল বোর্ড খসড়া আইনের নাম পরিবর্তন করে মেডিক্যাল এডুকেশন বোর্ড অব বাংলাদেশ নামকরণ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বিএমএন্ডডিসি স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার অধিকার প্রদান করতে হবে। এসময় কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ডা. চিত্তরঞ্জন দাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ডা. আশরাফুজ্জামানসহ ম্যাটস শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

নগরকান্দার লস্করদিয়ায় বিএনপির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

নগরকান্দা, ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের নগরকান্দার উপজেলার লস্করদিয়া ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার লস্করদিয়া ইউনিয়নের দাদপুর মাদ্রাসা মাঠে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। লস্করদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম জাজরিস মাতুব্বরের সভাপতিত্বে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবুল, সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, সহ সভাপতি মাহাবুব আলী মিয়া, সহ সভাপতি আলমগীর হোসেন বকুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান তারা মোল্লা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাষ্টার, ফরিদপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক হেলালউদ্দীন হেলাল, যুবদল নেতা তৈয়াবুর রহমান মাসুদ, রবিউল ইসলাম বাবু, বিএনপি নেতা সাদেকুর রহমান মাষ্টার, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মিরান মোল্লা, জামাল মাতুব্বর, খালিদ হোসেন, ওলামা দল নেতা হাফেজ রুহুল আমিন, মাওলানা শহিদুল ইসলাম, মজিবর রহমান, লস্করদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইদ্রিস আলী মাতুব্বর, আবুল কালাম, রিকাত মেম্বার, আইয়ুব মেম্বার, হাবিবুর রহমান, আবুল হোসেন লস্কর, আবু নাছের প্রমুখ। ইফতারের পূর্বে দোয়া মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন দাদপুর দারুল ফালাহ মাদ্রাসার মোহতামিম মুফতি ফরিদউদ্দীন মাসুদ।

কন্যা সন্তানের বাবা হলেন ঝালকাঠির শহীদ সেলিম

ঝালকাঠি প্রতিনিধি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত ঝালকাঠির সেলিম তালুকদার রমজান কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন। ঝালকাঠির একটি বেসরকারি ক্লিনিকে তার স্ত্রী সুমি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান দুনিয়ার আলো দেখতে পায় কিন্তু সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারেননি সেলিম তালুকদার। মৃত্যুর সাত মাস সাতদিন পর শহীদ সেলিমের উত্তরাধকিার আসলো পৃথিবিতে। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে রোজা। তাই কষ্টের মাঝেও আনন্দের বন্যা বইছে এ পরিবারে। গতকাল রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নবজাতককে দেখতে এসে বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়েছে। শহীদ সেলিম তালুকদারের স্ত্রীর হাতে উপহার তুলে দেন জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান। এসময় পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. কাওছার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সেলিম ছিলেন মেঝো। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। গত ১৮ জুলাই কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। ১৫ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ৩১ জুলাই রাতে তার মৃত্যু হয়। সুমি আক্তার বলেন, 'আমার স্বামী শহীদ হয়েছেন। তার স্মৃতি হিসেবে এই সন্তানই আমার কাছে থাকবে। আমার একটাই চাওয়া আমার সন্তানকে যেন কারও কাছে হাত পাতা নালাগে। আমি যতদিন বাঁচবো শহীদ সেলিমের স্ত্রী হিসেবে বাঁচবো। সন্তানকে তার পরিচয় দেবো।' ছেলের শোকে এখনো কাতর মা সেলিনা বেগম। তিনি বলেন, এখন যদি সেলিম বেঁচে থাকতো তাহলে প্রথম সন্তান, কত আনন্দ পেতো।

বাড়ির সামনের উঠানে কলাইগাছ থেকে ডাল বের করছেন এক গৃহিণী। এক বিঘা জমিতে কলাই চাষ করে চার মণ ডাল পেয়েছেন তাঁরা। হবিনগর, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।

রেনেঁর জালে পিএসজির এক হালি গোল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : মাঝ সপ্তাহে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠে ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলের কাছে ০-১ গোলে হেরেছিলো ফরাসী ক্লাব পিএসজি। এই হারের পর পিএসজির যে অপরাজেয় যাত্রা, তাতে যেন একটু ছন্দপতনই ঘটলো; কিন্তু ফরাসী লিগ ওয়ানে ঠিকই নিজেদের দাপট ধরে রেখেছে তারা। একের পর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষকে যে গোলবন্যায় ভাসানো, গত শনিবার রাতেও সেটা অব্যাহত রেখেছে পিএসজি। স্টেডে রেনেঁর মাঠে গিয়ে ১-৪ গোলের বিশাল ব্যবধানে জয় নিয়ে ফিরেছে প্যারিসের ক্লাবটি। ম্যাচের ইনজুরি সময়ে গিয়ে ৩ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করেন ওসমান ডেম্বেলে। বাকি দুই গোল করেন ব্র্যাডলি বারকোলা ও গনকালো রামোস। এই জয়ের ফলে ফরাসী লিগ ওয়ানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্শেইয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলো পিএসজি। ১৬ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করলো লুইস এনরিকের শিষ্যরা। ২৫ ম্যাচে পিএসজির পয়েন্ট ৬৫। সমান ম্যাচে মার্শেইয়ের পয়েন্ট ৪৯। এ নিয়ে ফরাসী লিগে টানা ৬ ম্যাচ জিতলো পিএসজি। জোড়া গোল করা ওসমান ডেম্বেলে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন ৬৪ মিনিটে। যার বদলি নেমেছিলেন, সেই গনকালো রামোসও গোল করেছিলেন। লিভারপুলের কাছে যে দলটি নিয়ে হেরেছিলো পিএসজি, সেই দলে ৮টি পরিবর্তন আনেন কোচ লুইস এনরিকে। তবুও স্টেডে রেনেঁর মাঠে গিয়ে বেশ দাপট দেখালো পিএসজি। মূলত ২৭তম মিনিটে ব্র্যাডলি বারকোলা গোলের সূচনা করেন। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল করতে পারেনি পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দ্বিতীয় গোল করেন গনকালো রামোস। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে দ্রুতই ফেরার চেষ্টা করে স্টেডে রেনেঁ। যার ফলস্বরূপ ৩ মিনিট পরই লিলিয়ান ব্রাসিয়ের গোল করে সমতায় ফেরান লিলিয়ান ব্রাসিয়ের। ৬৪ মিনিটে মাঠে নামার পর বেশ কয়েকবার গোলের চেষ্টা করেন ওসমান ডেম্বেলে। তবে সফল হলেন ইনজুরি সময়ে দিয়ে। ৯০+১ মিনটে করেন প্রথম গোল, দলীয় তৃতীয় গোল। এর তিন মিনিট পরই (৯০+৪ মিনিটে) ওসমান ডেম্বেলে করেন নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোল।

আজীবন নিষিদ্ধ হওয়ার শঙ্কায় ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার

স্পোর্টস ডেস্ক : নেইমারের অনুপস্থিতিতে ব্রাজিলের মাঝ মাঠে দায়িত্ব ছিল লুকাস পাকেতার কাঁধে। কিন্তু সদ্য ঘোষিত আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে ম্যাচের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েন তিনি। এর মাঝেই আজীবন নিষেধাজ্ঞার হুমকিতে পড়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। ফুটবলে জুয়াড়িদের সাহায্য করতে ইচ্ছে করে কার্ড দেখার অভিযোগ রয়েছে ইংলিশ ক্লাব ওয়েস্ট হ্যামে খেলা পাকেতার বিরুদ্ধে। তাই এই ফুটবলারের উপর আজীবন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে জানিয়েছে ইংলিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইল। ক্লাবের একাধিক সিনিয়র সূত্রের বরাত দিয়ে মেইল স্পোর্টসকে জানিয়েছে, তারা এই মামলায় জয়ী হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আত্মবিশ্বাসী না। কারণ এরই মাঝে ক্লাব এবং খেলোয়াড়ের বিপক্ষে বেশ বড় রকমের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। ইংলিশ এফএ তাদের অভিযোগে বলেছে, ২০২২ সালের ১২ নভেম্বর লেস্টার সিটি, ২০২৩ সালের ১২ মার্চ অ্যাস্টন ভিলা, ২১ মে লিডস ইউনাইটেড ও ১২ আগস্ট বোর্নমাউথের সঙ্গে ওয়েস্ট হামের ম্যাচে ইচ্ছে করে কার্ড দেখেছেন পাকেতা। যা ইংলিশ ফুটবলের আইনি ধারা E5 এবং F3 তে যা গুরুতর অভিযোগ বলে বিবেচিত। একইসঙ্গে F3 ধারা ভঙ্গের কারণে F2 আইনেও অভিযুক্ত হয়েছেন ব্রাজিলের এই তারকা। এফএ-এর নিয়ম অনুসারে, খেলোয়াড়, ম্যাচ কর্মকর্তা এবং কোচদের বিশ্বের যেকোনো জায়গায় ফুটবলের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাজি ধরতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এফএ তাদের বিবৃতিতে জানায়, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে রেফারির কাছ থেকে কার্ড পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যেন বেটিং মার্কেটকে প্রভাবিত করা যায়।

এবার কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে ম্যাথু ওয়েডকে

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আইপিএলের আসন্ন মৌসুমে কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে সাবেক অজি তারকা ম্যাথু ওয়েডকে। এর আগে খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএলে খেলেছেন এই ক্রিকেটার। গত আইপিএলের নিলামের আগে অবসর নিলেও এবার ওয়েডকে দেখা যাবে গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচের ভূমিকায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। আইপিএলে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি ওয়েড। সব মিলিয়ে ১৫টি, তার মধ্যে ১২টি খেলেছেন গুজরাটের হয়ে। যদিও তেমন বলার মতো তেমন ইনিংস খেলতে পারেননি তিনি। ১০৩.৩৯ স্ট্রাইক রেটে মোটে ১৮৩ রান আসে তার ব্যাটে। যেখানে তার সর্বোচ্চ ৩৫ রানের ইনিংস।

২০২২ সালে গুজরাটের হয়ে আইপিএল জিতেছেন ওয়েড। ওয়েডকে কোচিং স্টাফে যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করে ফেইসবুকে এক পোস্টে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষে জানানো হয়, ‘আমরা শনিবারের এই চমকটি পছন্দ করি, ওয়েডি। সহকারি কোচ হিসেবে স্বাগত।’ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩৬টি টেস্ট, ৯৭টি এক দিনের আন্তর্জাতিক এবং ৯২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওয়েডের। অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যও ছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার রানসংখ্যা ৪৬৮২। উইকেটরক্ষক হিসাবে তার ডিসমিসাল করেছেন ২৬৬টি। আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএলের আসন্ন মৌসুম। গুজরাটের কোচিং স্টাফে সহকারী কোচ হিসেবে ম্যাথু ওয়েডের পাশাপাশি প্রধান কোচ আশিস নেহরা, ব্যাটিং কোচ পার্থিব প্যাটেল, আশিস কাপুর এবং নরেন্দর নেগির সঙ্গে কাজ করবেন তিনি।

দুঃসময় কাটছেই না ম্যানসিটির

স্পোর্টর্স ডেস্ক : এবারের মৌসুমে যে দুর্ভাগ্য ভর করেছে, তা থেকে মোটেও বের হতে পারছে না ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার মত কোচকেও মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখতে হচ্ছে। গত শনিবার রাতে নটিংহ্যাম ফরেস্টের মাঠ দ্য সিটি গ্রাউন্ডে খেলতে গিয়ে ১-০ গোলে হেরে এলো ম্যানসিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতবে না সিটি এবার আর। এ বাস্তবতা এরই মধ্যে মেনে নিয়েছে ম্যানসিটির কোচ, কর্মকর্তা এবং ফুটবলাররা। তবে তাদের লড়াইটা হলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকা। সে লক্ষ্যে ভালোই এগিয়ে এসেছিলো সিটিজেনরা। ছিল তিন নম্বর স্থানে। কিন্তু নটিংহ্যামের কাছে হেরে চারে নেমে গেলো তারা। তিনে উঠলো নটিংহ্যাম। যদিও সেরা চারে থাকলেও আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে পারবে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। দ্য সিটি পার্কে ম্যাচটা গোলশূন্য ড্রয়ের দিকেই এগুচ্ছিলো। কিন্তু ম্যাচের একেবারে অন্তিম সময়ে, ৮৩তম মিনিটে গোল করে স্বাগতিক নটিংহ্যাম ফরেস্টকে জয়সূচক একমাত্র গোলটি উপহার দেন ক্যালাম হাডসন ওদোই। মরগ্যান গিবস হোয়াইটের কাছ থেকে দুর্দান্ত একটি পাস পান ক্যালাম হাডসন। সেটি ধরে খুব দুরহ কোণ থেকে দারুণ শট নেন তিনি। যেটি জড়িয়ে যায় সিটির জালে। ম্যানসিটি বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেও কোনো গোল করতে পারেনি।

ক্যালাম হাডসন ওদোইয়ের আরও একটি নিশ্চিত গোলের চেষ্টা বিফলে যায় পোস্ট ঘেঁষে বল বাইরে চলে যাওয়া। ম্যাচ শেষে হাডসন বলেন, ‘আমি নিজেও গোল করার পর বিস্মিত ছিলাম। আমরা প্রতিটিক্ষণে, প্রতিটি বলে লড়াই করেছি। আমি খুশি যে, দর্শকদেরকে এই জয়টা উপহার দিতে পেরেছি। দর্শকদের দিকে তাকান, তারা ছিলেন অসাধারণ।’ প্রায় ৩০ হাজার দর্শক গত শনিবার রাতে সরাসরি উপভোগ করে ফরেস্ট-ম্যানসিটি ম্যাচটি। ১৯৯৭ সালের পর এই প্রথম ম্যানসিটিকে হারাতে সক্ষম হলো নটিংহ্যাম ফরেস্ট।

ইতিহাসের পাতায় নাম লিখলেন মোহাম্মদ সালাহ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : লিভারপুলের সঙ্গে এখনও চুক্তি সম্পর্কিত ঝামেলা শেষ হয়নি। লিভারপুল যদি চুক্তিটা নবায়ন না করে, তাহলে এই মৌসুম পর মোহাম্মদ সালাহ হয়ে যাবেন ফ্রি-এজেন্ট। তিনি আর লিভারপুলের ফুটবলার থাকবেন না। নিজের শেষ মৌসুম জেনেও যেন নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন মিশরীয় এই ফুটবলার। করে যাচ্ছেন একের পর এক গোল কিংবা করছেন অ্যাসিস্ট। গোলের পর গোল করে অনেক রেকর্ডও ভাঙছেন তিনি। এই যেমন গত শনিবার রাতে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেন সালাহ। লিভারপুলকে এনে দিলেন ৩-১ গোলের জয়। জোড়া গোল করে মোহাম্মদ সালাহ ইতিহাসের পাতায় নাম লিখে নিলেন। চলতি মৌসুমে মোহাম্মদ সালাহ ৪১ ম্যাচে করলেন ৩১তম গোল। লিভারপুলের হয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তিন নম্বরে উঠে এলেন তিনি। লিভারপুলের জার্সি গায়ে সালাহর নামের পাশে শোভা পাচ্ছে এভন ২৪২টি গোল। ম্যানসিটির বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ী ম্যাচেই লিভারপুল কিংবদন্তি গর্ডন হজসনের সমতায় এসেছিলেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত লিভারপুলের হয়ে খেলেছিলেন হজসন। তবে পিএসজির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগের ম্যাচে গোল করে হজসনকে পেছনে ফেলেন তিনি। গত শনিবার সাউদাম্পটনের বিপক্ষে করলেন জোড়া গোল।

তার সামনে রয়েছেন এখন কেবল দু’জন। ৩৪৬ গোল নিয়ে ইয়ান রাশ এবং ২৮৫ গোল নিয়ে রজার হান্ট। শুধু তাই নয়, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গোল করার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ সালাদ সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ৫ম নম্বরে রয়েছেন। একই অবস্থানে রয়েছেন ম্যানসিটির সাবেক স্ট্রাইকার সার্জিও আগুয়েরো। আর নন-ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে সর্বোচ্চ গোল এখন সালাহর। ২০১৭ সালে ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমা থেকে লিভারপুলে নাম লেখানোর পর এখনও পর্যন্ত খেলেছেন ৩৯০টি ম্যাচ। প্রিমিয়ার লিগে এখনও পর্যন্ত করেছেন ১৮১ গোল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে করেছেন ৪৫ গোল। ৬টি করেছেন এফএ কাপে, ৫টি করেন ইউরোপা লিগে, চারটি কারাবাও কাপে এবং ১টি গোল করেন কম্যুনিটি শিল্ডে। এছাড়া সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১০৯টি অ্যাসিস্ট করেছেন মোহাম্মদ সালাহ।

স্বাস্থ্য

ভিটামিন-ই পুরুষের ক্যান্সার ঝুঁকি বাড়ায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : সম্পূরক ভিটামিন ই ও সেলেনিয়াম গ্রহণে প্রোস্টেট ক্যান্সারসহ পুরুষের উচ্চ-মাত্রার ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায় বলে এক গবেষণায় বেরিয়েছে। গবেষকরা বলছেন, শরীরে ভিত্তি পর্যায়ে উচ্চ মাত্রার সেলেনিয়াম থাকা পুরুষরা সেলেনিয়াম সম্পূরক গ্রহণ করলে তা বিষাক্ত মাত্রায় পৌঁছাতে পারে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। শরীরে ভিত্তি পর্যায়ে নিম্ন মাত্রার সেলেনিয়াম থাকা পুরুষরা ভিটামিন ই গ্রহণ করলেও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। তবে অতিরিক্ত ভিটামিন ই গ্রহণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে এই খনিজ উপাদনটি রক্ষা করে বলেও গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলের ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারে একদল গবেষক প্রায় ১২ বছরের গবেষণা শেষে এই ফলাফল পেয়েছেন। ওই ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানানো হয়েছে, যা কেন্দ্রের ওয়েসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাত্রার ভিটামিন ই ও সেলেনিয়াম পুরুষের প্রোস্টেট ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে কি না তা পরীক্ষা করতেই ২০০১ সালে এই গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৮ সালে ক্যান্সার থেকে রক্ষায় ওই দুটি উপাদনের কোনো সুফল না পাওয়ায় এই গবেষণা বন্ধ করা হয়। এরপর পরের দুবছরেও যে সমস্ত লোকরা ভিটামিন ই গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি ১৭ শতাংশ বেড়ে যায় বলে গবেষণায় বের হয়েছে। ড. অ্যালান ক্রিস্টালের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায়, ভিত্তি পর্যায়ে শরীরে উচ্চ মাত্রার সেলেনিয়াম থাকা পুরুষদের সেলেনিয়াম সম্পূরক গ্রহণে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি ৯১ শতাংশ বেড়েছে। শরীরে নিম্ন মাত্রার সেলেনিয়াম নিয়ে ভিটামিন ই সম্পূরক গ্রহণকারী পুরুষদের প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি ৬৩ শতাংশ ও উচ্চ মাত্রার ক্যান্সারের ঝুঁকি ১১১ শতাংশ বেড়ে গেছে বলে গবেষণায় বের হয়েছে। ফ্রেড হাচিনসনের জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগের সদস্য অ্যালান ক্রিস্টাল বলেন, “খাবারের মাধ্যমে সম্পূরক ভিটামিন গ্রহণ উপকারী বা অন্তত ক্ষতিকর নয়। এটা সত্য নয়।” আগে আরো সম্পূরক ভিটামিনের বিষয়ে নানা ধরনের গবেষণায় এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর এবার ভিটামিন ই ও সেলেনিয়ামের ক্ষেত্রেও একই ফলাফল এসেছে বলে জানান অ্যালান। এই দুটি উপাদান নিয়ে গবেষণায় প্রোস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসাধীন এক হাজার ৭৩৯ জন পুরুষ এবং তুলনা করার জন্য প্রোস্টেট ক্যান্সারবিহীন তিন হাজার ১১৭ জন পুরুষকে নমুণা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। গবেষণার ফলাফলের সারকথা হলো- ভিটামিন ই ও

সেলেনিয়াম সম্পূরক গ্রহণের কোনো উপকারিতা নেই। উপরন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরুষের জন্য দুটোই ক্ষতিকর ছিল। ক্রিস্টাল বলেন, “এই দুটি সম্পূরক জনপ্রিয় হলেও এখনো কোনো ভাল মানের গবেষণায় জটিল কোনো রোগ প্রতিরোধে এই দুটি উপাদানের কোনো উপকারিতা দেখা যায়নি।”

সোনা পানে ক্যানসার মুক্তি!

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গ্রিক রাজার সেই পাগলামোর কথাটা মনে আছে! সিন্ধুকে আর সোনা রাখাতে পারছিলেন না বলে, রাজা সোনা খেতে শুরু করেছিলেন। গ্রিক রাজার সেই দদামিদ খিদের পর আর কখন কেউ সোনা খাওয়ার কথা কেউ ভেবেছেন কি না জানা নেই। তবে সোনা খেলে থুড়ি পান করলে দুনিয়ার অন্যতম সেরা এক ভয়ঙ্কর রোগকে তাড়ানো যায় এমন একটা দাবি করেছেন দুই ডাচ গবেষক। খবরটা শুনলেই নড়েচড়ে বসেছেন হয়ত। নেদারল্যান্ডে গ্রোনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এ্যাঞ্জেলা ক্যাসিনো জানাচ্ছেন ক্যাফিন সংক্রান্ত কোনো পানীয়র সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ সোনা মিশিয়ে পান করলে ক্যানসারকে জয় করা যায়। আমরা সাধারণত প্রতিদিনই ক্যাফিন স্বল্পবিস্তর পান করি। ক্যাফিন হচ্ছে একপ্রকার তিক্ত ক্ষার যা কফি, চা, চকোলেটসহ ৫৬ রকম গাছ ও পাতায় এই পর্দাথটি থাকে। তবে আপনি যদি গ্যালন গ্যালন কফি, চা পান করেন তার মধ্যে থাকা ক্যাফিন আপনার শরীরকে হিতে বিপরীত করতে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন সঠিক পরিমাণে ক্যাফিন ও সোনার মিশ্রিত পানীয় ক্যান্সারের কোষগুলিকে বৃদ্ধি করতে বাঁধা দেয়। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা সাত রকম ক্যামিক্যালস দিয়ে তৈরি করছেন ক্যাফিন গোল্ড (caffeine-based gold I N-heterocyclic carbenes) এবং এটি নিয়ে আরো গবেষণা চলছে। এই যৌগ পর্দাথটি ক্যানসার কোষ যেমন বৃদ্ধি করতে দেয় না তেমনিই ‘জি-কুয়াডরুপলেক্স’ একটি ডিএনএ আর্কিটেকচারকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করে যেখানে ক্যান্সার লুকিয়ে থাকে।

ক্যান্সার প্রতিরোধে ভিটামিন ‘সি’

স্বাস্থ্য ডেস্ক : পরীক্ষাগারে ইঁদূরের ক্যান্সার বিনাশে থেরাপির পাশাপাশি শরীরে উচ্চমাত্রার ভিটামিন ‘সি’ প্রবেশ করিয়ে বেশ ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন। বলা হচ্ছে, উচ্চ মাত্রার ভিটামিন সি দেহে ক্যান্সার প্রতিরোধী কেমোথেরাপির ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। ইনজেকশনের মাধ্যমে ভিটামিন সি প্রয়োগ করে কম খরচে অনেক নিরাপদ এবং কার্যকরভাবে ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার ও অন্যান্য ক্যান্সারের চিকিৎসা করা যেতে পারে। বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। ফলে ক্যান্সার প্রতিরোধে কেমোথেরাপির পাশাপাশি ভিটামিন ‘সি’ও একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছে নতুন এ গবেষণা।

বিবিসি জানিয়েছে, গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রথম ছাপা হয় ‘সায়েন্স ট্রান্সলেশনাল মেডিসিন নামক সাময়ীকিতে। ক্যান্সার চিকিৎসায় ভিটামিন সি সেবন করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি বলেও এতে উল্লেখ করা হয়। গবেষকরা সরকারি উদ্যোগে নতুন এই গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তা যাচাইয়ের দাবি তুলেছেন। তবে এর মেধাসত্ব এখনো স্বীকৃতী না পাওয়ায় কোম্পানিগুলো এখনো এরপরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঘটাতে পারেনি।

১৯৭০ সালে রসায়নবিদ লিনাস পাওলিং জানিয়েছিলেন, ক্যান্সার রোগীর শিরায় ভিটামিন সি প্রয়োগ করা ক্যান্সার উপশমে খুবই কার্যকর। তবে পরীক্ষমূলকভাবে ভিটামিন সি মুখে খাইয়ে কোনো উপকার না মেলায় তখন গবেষণা কাজটি স্থগিত রাখা হয়। তবে ‘ইউনিভার্সিটি অব কানসাস’ এর বিজ্ঞানীরা বলছেন, ইনজেকশনের মাধ্যমে ভিটামিন সি দিলে তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এটি দেহের অন্যান্য কোষের কোনো ক্ষতি ছাড়াই ক্যান্সার কোষগুলো ধ্বংস করতে পারে। গবেষকরা পরীক্ষাগারে ইঁদূরের দেহ ছাড়াও মানুষের ডিম্বাশয়ের কোষ এমনকি ডিম্বশয়ের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর দেহেও ভিটামিন সি ইনজেকশন দিয়েছেন। এতে দেখা গেছে, ভিটামিন সি দেহের সাধারণ কোষগুলোর কোনো ক্ষতি ছাড়াই ক্যান্সার কোষের ওপর কাজ করেছে।

পুরুষদের জন্যও স্তন ক্যানসার প্রাণঘাতী

স্বাস্থ্য ডেস্ক : চমকানোর কিছু নেই। পুরুষেরও স্তন ক্যানসার হয়। কিন্তু সমস্যা হলো পুরুষরা মনে করেন যে, কেবল নারীদেরই এই ক্যানসার হয়। এ কারণে তারা এ বিষয়ে কিছুটা বেপরোয়া থাকেন। নিয়মিত স্নত পরীক্ষা করান না। আর এই মনোভাবই ডেকে আনে মৃত্যু। অনেকেই ভাবেন বংশে কারো ক্যানসার থাকলে, তবেই অন্যান্যের মধ্যে এটি হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। প্যারাগুয়ের ৫৩ বছর বয়সি এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসায়ী মিগুয়েল রেন ২০১২ সালে জানতে পারেন তার স্তন ক্যানসার হয়েছে। বংশে কারো এ অসুখটি না থাকায় এ ব্যাপারে একেবারে অসচেতন ছিলেন তিনি। রেন তার রোগের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘‘বুক চুলকানো আমার একটি বদ অভ্যাসের মতো। তাই একদিন চুলকাতে গিয়ে দেখলাম পোকাড় কামড়ের মতো এটা দাগ, কিন্তু কিছুদিন পর জায়গাটি শক্ত হয়ে যায়।’’ প্রতি বছর জার্মানিতে অন্তত ৬০০ পুরুষ পরীক্ষা করান তাদের স্তন ক্যানসার হয়েছে কিনা। অথচ প্রতি বছর জার্মানিতে ৭৪,৫০০ নারী এই পরীক্ষাটি করান। জার্মান সোস্যাইটি অফ ইউরোলজি-র মুখপাত্র অধ্যাপক জাবিনে ক্লিস জানালেন, নারীদের তুলনায় পুরুষরা এই পরীক্ষাটি খুব কম করান। প্রতি পাঁচজনের একজন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ২০১৪ সালের বিশ্ব ক্যানসার রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে যে ক্যানসারের হার দেখা যাচ্ছে, তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৭৫ বছর বয়সের আগেই প্রতি পাঁচ জন পুরুষের একজনের মধ্যে এ ধরনের ক্যানসারের প্রবণতা দেখা যাবে। আর প্রতি আটজনের মধ্যে একজন এই রোগে মারা যাবে। বয়সের সাথে সাথে পুরুষদের স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

তবে এটা ঠিক যে তরুণদের ক্ষেত্রেও এ ঝুঁকি রয়েছে। জার্মানিসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশেই নারীদের স্তন ক্যানসার শনাক্তের জন্য মেমোগ্রাফির সেবা থাকলেও পুরুষদের জন্য নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই প্রতিবেদনের সহ-সম্পাদক বার্নার্ড স্টুয়ার্ট বলেছেন, পুরুষদের জন্য এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত সরকারের। সরকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গবেষকরা এখনো বের করতে পারেননি ঠিক কি কারণে পুরুষরা স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। ক্লিস জানান, বংশে কোনো নারী আত্মীয়ের স্তন ক্যানসার থাকলে অনেক সময় পুরুষের ক্যানসার হতে পারে। এমনকি জীনগত রোগ ‘ক্লাইনেফেল্টার’ এর কারণেও অনেকের স্তন ক্যানসার হয়। পুরুষের শরীরে একটি অতিরিক্ত এক্স ক্রোমোজোমের কারণে এই রোগটি হয়। এর কারণে পুরুষের স্তন ক্যানসারের সম্ভাবনা ১৫ থেকে ৫০ ভাগ বেড়ে যায়। লক্ষণ, স্তন ক্যানসার হলে যে চামড়া স্তনকে ঢেকে রাখে তার পরিবর্তন দেখা যায়। চামড়া লাল হয়ে যায়, কুঁচকে যায়, তাতে ভাঁজ বা খাঁজ তৈরি হয়, স্তনবৃন্তের রঙের পরিবর্তন হয়, লালচে হয়ে যায় বা ভিতরের দিকে ঢুকে যায় এবং স্তনবৃন্ত থেকে রস ক্ষরণ হয়।

‘বাবার বয়স’ হতে পারে শিশুর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ

স্বাস্থ্য ডেস্ক : স্কুলগামী শিশুদের বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য বাবার বেশি বয়সে সন্তান জন্মদান দায়ী বলে গবেষকরা জানতে পেরেছেন। সাম্প্রতিককালে শিশুদের অটিজমে আক্রান্ত হওয়া, ‘অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিজঅর্ডার’ (এডিএইচডি) বা অমনযোগিতা, দ্বান্দ্বিক মনোভাব (বিপোলার ডিজঅর্ডার), ভগ্নমনস্কতা ও আত্মহত্যার প্রবণতাসহ এ ধরনের আরো সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালান বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনের বিজ্ঞানীদের এ গবেষণা প্রতিবেদন ‘জেএএমএ সাইকোয়েট্রি’ নামের একটি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। বিবিসি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি এবং সুইডেনের কারোলিনিস্কা ইনস্টিটিউট সম্প্রতি শিশুস্বাস্থ্যের ওপর দেরিতে সন্তান জন্ম দেয়া বাবাদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা চালায়। তারা ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সুইডেনের ২৬ লাখ মানুষের ওপর পর্যবেক্ষণ করে। সেখানে ২০ বছরের আশপাশের বয়সের বাবার সন্তানদের চেয়ে ৪৫ এর বেশি বয়সের বাবার সন্তানদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করেন গবেষকরা।

শিশুরও রয়েছে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বর্তমানে ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমশও বেড়েই চলেছে। আর এর মূল কারণ হলো ‘আধুনিক’ জীবনযাত্রা, মানুষের খাদ্যাভাসের আমূল পরিবর্তন ও শারীরিক শ্রম না করা। অনেকেই ভাবেন, বয়স বেশি হলেই কেবল ডায়াবেটিস হয়। তবে সত্যিটা হচ্ছে, এই রোগের কোনো বয়স নেই। একটা তিন মাসের শিশুরও ডায়াবেটিস হতে পারে। অর্থাৎ তিন মাসের শিশু থেকে শুরু করে আশি নব্বই বছরের ব্যক্তিও যেকোনো মুহূর্তে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। এই রোগের কারণ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বংশগত রোগের ইতিহাস দেখা হয়। তবে তার মানে এই নয়, পূর্বপুরুষের থাকলে আপনারও এ রোগ হবে। এক কথায় ডায়াবেটিস বংশগত রোগ নয়। এছাড়া অনেকেই এ রোগ হওয়ার ভয়ে মিষ্টিজাতীয় খাবার, ফলমূল ইত্যাদি খাওয়া ছেড়ে দেন। যা একেইবারেই ভুল ধারণা। প্রত্যেক মানুষের ফাস্টিং ব্লাড সুগার একশর নিচে থাকাটা স্বাভাবিক। ১২৬ বা এর বেশি হলেই ডায়াবেটিস হয়। আর পোস্ট গ্লুকোজ ব্লাড সুগারের মাত্রা ১৪০ এর নিচে থাকাটা স্বাভাবিক তবে ২০০ এর বেশি হলেই ডায়াবেটিস হয়। তবে মূল কথাটা হচ্ছে, অনেকেই জানেননা ফাস্টিং ব্লাড সুগারের মাত্রা ১০১ থেকে ১২৫ ও পোস্ট গ্লুকোজ ব্লাড সুগারের মাত্রা ১৪১ থেকে ১৯৯ এর মধ্যে থাকলে কী হতে পারে। মূলত এটাকে প্রি ডায়াবেটিস, অর্থাৎ ডায়াবেটিসের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্লাড সুগার পরীক্ষা করার সময় কতটা সময় না খেয়ে থাকতে হবে, কী পরিমাণ পানি খেতে হবে তা ডাক্তাররাই বলে দেন। মোটামুটি আট ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। এই সময় বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়। ধুমপান অবশ্যই নিষিদ্ধ। ডায়াবেটিস হয়ে গেলেও ডাক্তারের পরামর্শ মতো এক বা দুই মাসের মাথার রক্ত পরীক্ষা করাতে হয়। এই সময় চিকিৎসকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রঃ ওয়েবসাইট।